প্রতিবাদী কলম

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 9 Issue ● 9 January, 2022, Sunday ● ২৪ পৌষ, ১৪২৮, রবিবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ১০ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

তীব্র জ্বালানি সংকটের আশঙ্কা অচল সিএনজিচালিত যানবাহন

যাত্রীদের মাথায় বাজ কর্মচ্যুতির আতঙ্ক সরকার উদ্যোগী না-হলে কাজ হারাবে বহু চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ।। রবিবার সকাল থেকেই হাজার হাজার নিত্যযাত্রীদের মাথায় বাজ পড়বে। একইভাবে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়বে হাজারো গাড়ি চালকদের। রাজ্য জুড়ে বা বলা ভালো শহর জুড়ে যে সমস্ত গাড়ি চালকরা সিএনজি'র উপর নির্ভরশীল, তাদের প্রত্যেকের জন্যই চূড়ান্ত দুঃসংবাদ। টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষ তিন ব্যবসায়ীর মধ্যে দরপত্র প্রদান করে যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, তা অবধারিতভাবে শহরের যাত্রী পরিষেবাকে একটি বড় প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলে দিলো। ত্রিপুরা ন্যাচারেল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড তথা টিএনজিসিএল এবং তিন ব্যবসায়ীর মধ্যে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং শেষ হয়নি,

অসহায় বহু চালক, কর্মহীন দিনযাপন। পথে বসার উপক্রম সিএনজি পরিচালিত গাড়ি। শনিবার চন্দ্রপুর আইএসবিটি থেকে তোলা নিজস্ব চিত্র।

এই নিয়ে চরম মতবিরোধ চলছে। দু'বছরের মেয়াদ শেষে আরো এক বছরের এক্সটেনশান— এর মধ্যেই বিতর্কের সমস্ত ভূত লুকিয়ে আছে। টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষ দাবি করছেন, মেয়াদ শেষ তাই ছেড়ে দিতে হবে। আর তিন ব্যবসায়ীর বক্তব্য, এখনো মেয়াদ শেষ হয়নি! চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। চুক্তির মেয়াদ এখনো ফুরোয়নি। এই দুই সমীকরণের মাঝখানে রবিবার সকাল থেকেই শ'য়ে শ'য়ে সিএনজি চালিত গাড়ি একেবারে 'রাস্তায়' বসে পড়বে। রবিবার সকাল থেকেই শহরের বড়জলা, রাধানগর, রানিরবাজার, কলাবাগান, মোহনপুর, এমজি সাহা পাম্প স্টেশন, গিরিধারি এবং মাতাবাড়ি পাম্প স্টেশনে হয়তো শতাধিক গাড়ি সিএনজির জন্য লাইন দেবে। কিন্তু একটি গাড়িও গ্যাস ভরাতে পারবে না। শনিবার গভীর রাতের

The following station will be closed from 8th jan 2022 to 16 th jan 2022,
1. Barjala
2. Radhanagar
3.NG saha
4. Ranirbazar
5. Kolabagan
6. Mohanpur
7. Giridhari
8. Matabari
Please give the notice at the station that, Due to some internal machine maintenance station will be closed from 8 th to 16 jan 2022. Inconvenience regret! Post the notice at the station today. And send pics of all stations notice today

খবর অনুযায়ী ৯ তারিখ সকাল থেকে আগামী ১৬-১৭ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে প্রায় ১২টি সিএনজি স্টেশন বন্ধ থাকবে। আর এতে করে শ'য়ে শ'য়ে গাড়ি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পথে নামতে পারবে না। চূড়ান্ত অসুবিধার সম্মুখীন হবেন হাজার হাজার যাত্রী। শনিবার ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সাংবাদিকতার নেপথ্যে মৌখিক অভব্যতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ।। শনিবার রাতে চূড়ান্ত অমানবিকতার সাক্ষী থাকলো পশ্চিম থানা এবং উল্টোদিকের মহিলা থানা চত্বর। প্রধানত এক চিত্র সাংবাদিকের অশ্রাব্য এবং কটূক্তিতে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলো ৩-৪ জন 'গে কমিউনিটি'র সদস্যদের। শরীরীভাবে পুরুষ হলেও, মানসিক গঠনতন্ত্রে নিজেদের নারী হিসাবেই মনে করেন ওই চারজন। এদিন রাতে শহরের একটি হোটেলে ওই চার গে কমিউনিটির সদস্যরা নিজেদের মতো করে সময় কাটাতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পথে বর্ডার এলাকার এক চিত্র সাংবাদিকের নজরে পড়েন উনারা। চিত্র সাংবাদিক তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করেন। তিনি নিজেই শনিবার রাতে সাংবাদিকদের গ্রুপে লিখে দেন যে, তিনি তাদের উপর নজর রাখছিলেন। অবশেষে এই 'নজর' রাখা রীতিমতো মৌখিক ধর্ষণে পরিণত হলো। সাংবাদিক গে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী'র খবরে ঘুম ভাঙলো স্বাস্থ্য দফতরের

টিকা নির্বিশেষে করোনা পরীক্ষা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ।। দেরিতে হলেও ঘুম ভাঙলো রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের। ঘুম ভাঙলো তো ভাঙলো, একেবারে সরকারি ছুটির দিনেই স্বাস্থ্য দফতরের অধিকর্তা স্বয়ং স্বাক্ষর করলেন একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা। রবিবার সকাল থেকেই মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দর

COVID-19 URGEN

F.13 (13-132/DFWFM/DSP/2020 (SUB I)
Integrated Disease Surveillance Programme
Directorate of Family Welfare & Preventive Medicine
Govt. of Tripura

Dated: 8th January, 2022

ORDER

Henceforth and until further order it is hereby informed that from 09.01.2022 onwards all domestic incoming passengers through entry points like MBB Airport, Railway Station and Churaibari Check post will have to undergo COVID 19 testing at the entry point as per State Government norms irrespective of negative Covid 19 test report or final Covid 19 vaccination certificate.

Strict implementation of foregoing instructions shall be ensured. It is issued in cancellation of the earlier order in relation to domestic incoming passengers.

Ex-Officio Joint Secretary
&

এবং রেলস্টেশন ও চুরাইবাড়িতে শুরু হয়ে যাবে করোনা পরীক্ষা করানোর কর্মকান্ড। ধাপে ধাপে করোনার দুই ঢেউ-এ এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে রাজ্যবাসী পরিচিত থাকলেও গত কয়েক মাস ধরে বিষয়টিতে শ্লথতা এসেছিলো। সম্প্রতি, এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় একটি খবর স্বাস্থ্য দফতরের ঘুম ভাঙাতে সাহায্য করেছে। শনিবার দফতরের তরফে যে নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে, তা এক কথায় প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ইনপ্যাক্ট। আবারো হাড়ে হাড়ে সঠিক পথ খুঁজে পেলো প্রতিবাদী কলম পত্রিকার একটি 'দুশ্চিন্তা'। গত ৪ জানুয়ারি এই

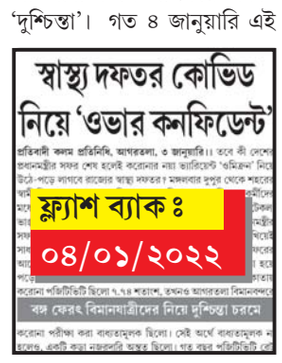

স্বাস্থ্য দফতর কোভিড নিয়ে 'ওভার কনফিডেন্ট'

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। তবে কী দেশের প্রধানমন্ত্রীর সফর শেষ হলেই করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট 'ওমিক্রন' নিয়ে উঠে-পড়ে লাগবে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর? মঙ্গলবার দুপুর থেকে শহরের

ফ্ল্যাশ ব্যাক ঃ
০৪/০১/২০২২

করোনা পজিটিভিটি ছিলো ৭.৭৪ শতাংশ, তখনও আগরতলা বিমানবন্দরে

বঙ্গ ফেরৎ বিমানযাত্রীদের নিয়ে দুশ্চিন্তা চরমে

করোনা পরীক্ষা করা ব্যয়বহুল ছিলো। সেই অর্থে ব্যয়বহুলও বলতে, একটি কথা নয়কানি অন্তত ছিলো। গত বছর পজিটিভিটি বেশি

পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'বঙ্গ ফেরৎ বিমানযাত্রীদের নিয়ে দুশ্চিন্তা চরমে' বিষয়টিকে খবরের মধ্যমণি করে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছিলো, রাজ্যে যেভাবে প্রতিদিন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে যাত্রীরা এসে রাজ্যে প্রবেশ করছেন, তাতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধির একটি আশঙ্কা থেকেই যায়। সারা দেশে যে কয়েকটি রাজ্য এখন করোনা নিয়ে ভীত, পশ্চিমবঙ্গ তাদের অন্যতম। আর এ রাজ্যের শ'য়ে শ'য়ে নাগরিক প্রতিদিন পশ্চিমবঙ্গে যান অথবা সেখান থেকে এ রাজ্যে আসেন। গত বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা অভিষেক ব্যানার্জীর রাজ্য সফরকালের সময় বিমানবন্দরে করোনা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক ছিলো। তারপর সেটি বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্গ ফেরত বিমানযাত্রীদের নিয়ে রাজ্যে দুশ্চিন্তা বাড়ছিলো এবং স্বাস্থ্য দফতর বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো 'ওভার কনফিডেন্স' ছিলো। অবশেষে সরকারি ছুটির দিনেই স্বাস্থ্য দফতরের তরফে একটি নির্দেশ প্রকাশিত হয়। 'কোভিড-১৯ আর্জেন্ট' লেখা নির্দেশটিতে স্বাক্ষর করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা তথা এক্স অফিসিও ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সাপ্টা

৭ দিন

মেয়রের সাহসী ঘোষণার সাতদিন অতিক্রান্ত। কিন্তু সাতদিন অতিক্রান্ত হলেও মেয়র সাহেবের ঘোষণা মতো একটি কাজও কিন্তু দেখা গেলো না বা দেখা পেলাম না। ইংরেজি বছরের শেষদিনে বিজেপি বিধায়ক আশিস সাহা-র কর্মক্ষেত্র বুলডোজারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরই সাংবাদিক সম্মেলনে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার-র সাহসী ঘোষণা ছিল যে, এবার আগরতলা শহরে যানজট এড়াতে এবং ফুটপাথ দখল মুক্ত করতে পথে নামবে পুর নিগম। তিনি দাবি করেন, শুধু আশিস সাহা-র কর্মক্ষেত্র দখল করেই বসে থাকবে না পুর নিগম। আগরতলা শহরকে মানুষের জন্য অবৈধ দখল এবং যানজট মুক্ত করা হবে। শহর হবে হকার মুক্ত। শহর হবে অবৈধ দখলদার মুক্ত। মানুষ ফিরে পাবে ফুটপাথ। মানুষ পাবে স্বাভাবিক চলাচলের জন্য রাস্তা। মেয়র সাহেবের ঘোষণা, সাতদিন পরই মানুষ পুর নিগমের এই কাজ দেখতে পারবে। আজ ৯ দিনে পা দিল মেয়র সাহেবের ঘোষণার। কিন্তু যে কাজ সাতদিন পর শুরু হবে বলে মেয়র সাহেব ঘোষণা দিয়েছিলেন তা নয়দিন পরও কিন্তু দেখা পেলাম না। তবে কি সেদিন আশিস সাহা-র কর্মক্ষেত্র ধ্বংস করার পর জনমানসের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতেই সাতদিনের গল্প সামনে আনা হয়েছিল? তবে আগরতলা পুর নিগমের দায়িত্ব নেওয়ার পর এখন পর্যন্ত মেয়র সাহেব বা তার দলকে কিন্তু শহরের কোন উন্নয়ন বা শহরের কোন কাজে দেখা গেছে বলে মনে হচ্ছে না।

অচল সিএনজিচালিত যানবাহন

● **প্রথম পাতার পর** রাত সাড়ে বারোটার খবর অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই বড়জলা, রাধানগর, রানিরবাজার, মোহনপুর সহ বেশ কয়েকটি সিএনজি স্টেশনে নোটিশ লেগে গেছে। কিসের নোটিশ? এটাই যে, আগামী বেশ কয়েকদিন স্টেশনগুলো থেকে গাড়িতে গ্যাস দেওয়া সম্ভবপর হবে না। খবর নিয়ে জানা গেছে, টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একে সেন, রতন রায় এবং গৌতম দেবনাথ নামে তিন ব্যবসায়ীর একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়। সেই চুক্তিপত্রের মেয়াদ আরো কয়েকমাস রয়ে গেছে। কিন্তু টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষ ওই তিন জনকে একটি বৈঠকে ডেকে বলেছেন, উনারা যাতে জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে টিএনজিসিএলের সঙ্গে চুক্তি শেষ করে ফেলেন। রতনবাবুরা টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বড় ট্রাক গাড়ি করে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্যাস বোঝাই করা এবং পরবর্তীতে সেগুলো সিএনজি স্টেশনে বিলি করার কাজে যুক্ত। এই কর্মকান্ডে রাজ্য জুড়ে প্রায় ৫০টি মাঝারি এবং বড় সাইজের ট্রাক গাড়ি ব্যবহৃত হয়। শতাধিক কর্মীরা এই কাজগুলোর সঙ্গে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে আছেন। রবিবার সকাল থেকে এনারা সকলেই হাত গুটিয়ে বসে পড়বেন। স্বভাবতই মুখ থুবড়ে পড়বে একেকটি সিএনজি স্টেশন। বিষয়গুলো নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট দফতর বা টিএনজিসিএল কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই। রবিবার সকাল থেকে রাজ্য জুড়ে সিএনজি পরিচালিত গাড়িগুলোর মধ্যে যে হাহাকার শুরু হবে, তা এককথায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হাজারো নিত্য যাত্রীদের অসুবিধার মধ্যে ফেলবে। অটো থেকে শুরু করে মারুতি, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক গাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ট্রেভেল এজেন্সির গাড়ি— সকলের ক্ষেত্রেই অত্যন্ত ঝামেলা সৃষ্টি করবে উক্ত বিষয়টি। শনিবার রাতে যখন এই খবর লেখা হচ্ছে, তখনো বেশ কয়েকটি স্টেশনে সিএনজি পরিচালিত গাড়ি গিয়ে ফিরে এসেছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আগামী কয়েকদিন সিএনজি স্টেশনগুলো থেকে গ্যাস ভরা যাবে না। কথা হচ্ছে, খোয়াই, উদয়পুর, মেলাঘর, বিশালগড়, বিশ্রামগঞ্জ সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রতিদিন যে পদ্ধতিতে সিএনজি বহনকারী গাড়িগুলো খোদ সিএনজি স্টেশনগুলোতে পৌঁছে যায়, সেই পরিষেবাটির এখন কী হবে? বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এক সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আগামী এক-দেড় মাসের মধ্যে এই চিত্রটি পাল্টে যাওয়ার কোনও রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। রবিবার সকাল থেকেই পথে পথে অটো এবং মারুতি চালকদের ভয়াবহ অসুবিধার চিত্র ফুটে উঠবে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে বা আদৌ এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কোনও সুরাহা পায় কিনা, সেটাই এখন দেখার।

সাংবাদিকতার নেপথ্যে মৌখিক অভব্যতা

● **প্রথম পাতার পর** কমিউনিটির ৩-৪ জনকে পাকড়াও করে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সাংবাদিক নিজে পুলিশকে কি কারণে ফোন করে ওই ৪ জন সম্পর্কে জানাতে গেলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর তদন্তে বেরিয়ে আসবে। তবে, মূল যে বক্তব্যটিকে ঘিরে এদিন পশ্চিম থানা চত্বর মানবাধিকারকে লঙ্ঘন করেছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। গে কমিউনিটির চার সদস্য এদিন ক্যামেরার সামনে নিজেদেরকে প্রায় অর্ধ পোশাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। বর্ডার চত্বরের চিত্র সাংবাদিক তাদের মধ্যে একজনকে ক্যামেরা সমেত ধাওয়া করতে করতে একটা সময় বলে উঠেন—'ওই দেখ ওই দেখ, তাইর কেমন ঠান্ডা লাগছে। তাই কত পুলাপানের জীবন নষ্ট করছে। ও..মা...গো মা...। এই কথাগুলো যখন গে কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সামনে চিত্র সাংবাদিক নিজেই বলছেন, তখন বার বার করে দেশের মহামান্য উচ্চ আদালত এবং দেশের হাজারো মানবাধিকার সংগঠনের বিভিন্ন নির্দেশ এবং কর্মকাণ্ড রীতিমতো উল্লঙ্ঘিত হয়েছে। চিত্র সাংবাদিক ওই চারজনের ছবি তুলতে তুলতে একটা সময় প্রকাশ্যে এও বলে ফেলেছেন—'যা তুলছি যথেষ্ট। আর ছবি লাগতো না'। কনকনে শীতের মধ্যে তখন গে কমিউনিটির চারজন একটু পোশাকের জন্য হাপিত্যেশ করছিলেন। থানা চত্বর থেকে যখন গে কমিউনিটির চারজনকে পশ্চিম থানায় ঢোকানো হচ্ছিলো, তখন বর্ডার চত্বরের চিত্র সাংবাদিক স্পষ্ট বলেছেন—'ওমাগো, তাইর ঠান্ডা লাগতাছে। বন্ধুডি কই তোমার। হাতে ক্যামেরা নিয়ে গে কমিউনিটির চারজনকে জীবনের প্রথমবারের মতো দেখে হয়তো ভিরমি খেয়ে যান ওই চিত্র সাংবাদিক। প্রকাশ্যে নিজের অতৃপ্ত যৌনবাসনাকেই হয়তো-বা তুলে ধরেন । এদিন এই ঘটনাটিতে ছি ছি রব পড়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। ঘটনাস্থলে আরো বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ছিলেন। কেউ-ই ওই চিত্র সাংবাদিকের মতো এমন অভব্য ভাষা ব্যবহার করে গ্রাউন্ড রিপোর্টিং করেননি। যে চারজন পুলিশের হাতে ধরা খেয়ে এদিন পুলিশ ভ্যানে উঠেছেন এবং পরে মহিলা থানায় গেছেন— তারা প্রত্যেকে ওই চিত্র সাংবাদিক সম্পর্কে কী কী বলেছেন, তা প্রতিবাদী কলম পত্রিকা দফতরের কাছে জমা আছে। যদি মানবাধিকার উল্লঙ্ঘন এবং মাননীয় আদালত এ বিষয়ক কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তখন এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা যাবে। ওই চিত্র সাংবাদিক নিজের মূর্খ সাংবাদিকতার নজির রাখতে গিয়ে ক্যামেরার মধ্যেই উক্ত চারজনের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করেন। প্রকাশ্যে এইভাবে যে সম্মতি ছাড়া গে কমিউনিটির স্বাভিমান নিয়ে যা তা করা যায় না, সেই বোধটি ওই চিত্র সাংবাদিকের জন্মায়নি বলেই সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা। দেখার, আগামীদিনে গে কমিউনিটির ওই চারজন উক্ত সাংবাদিকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে কিনা।

চড় বৃদ্ধের

● **আটের পাতার পর** গাল চাপড়ে দিয়েছেন স্নেহের বশে।" বিধায়ক না হয় এটাকে 'গাল চাপড়ানো' বলে দাবি করেছেন কিন্তু বৃদ্ধ কী বললেন? সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, "আপনি তো দাবি করছেন ওটা একটা স্নেহের নিদর্শন। কিন্তু এই ঘটনার মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের কাছে ভুল বার্তা গেল না?" তখন বৃদ্ধ বলেন, "আমি বিধায়ককে মারিনি। ওঁর কাছে গিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম।"

'প্রথম শহিদ'

দশের পাতার পর - বিভিন্ন জায়গায় এদিন কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। অনুরূপ কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে সোনামুড়ায়। সেখানে মুজিবর ইসলাম মজুমদারের আত্মার শান্তি কামনার্থে মৌন মিছিল সংগঠিত হয়। এই কর্মসূচিতে ধ্রুব লাল চৌধুরী সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। মুজিবর ইসলাম মজুমদারের হত্যাকারীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয় এদিনের কর্মসূচি থেকে। আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি সংগঠিত করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই ইস্যুতে আগামী দিনে আন্দোলন আরও তেজি হবে বলে নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন।

টিকা নির্বিশেষে করোনা পরীক্ষা

● **প্রথম পাতার পর** যুগ্মসচিব ডা. রাধা দেববর্মা। তাতে স্পষ্ট বলা হয়, আগামী ৯ তারিখ থেকে অর্থাৎ রবিবার সকাল থেকেই মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে পশ্চিমবঙ্গ এবং দেশের নানা প্রান্ত থেকে যত নাগরিক পা রাখবেন, তাদের প্রত্যেককে বাধ্যতামূলক করোনা পরীক্ষা করতে হবে। হাতে করোনার নেগেটিভ রিপোর্ট অথবা টিকার সার্টিফিকেট থাকলেও করোনা পরীক্ষা থেকে নাম বাদ যাবে না। শুধু বিমানবন্দর নয়, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজ্যের রেলস্টেশন এবং চুরাইবাড়ি চেকপোস্ট দিয়ে যারা নামবেন বা প্রবেশ করবেন, তাদের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য থাকবে। শনিবার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর নির্দেশটির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে আট জেলার জেলাশাসক এবং মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে। তাছাড়া আট জেলার পুলিশ সুপার, বিমানবন্দরের অধিকর্তা সহ রেল স্টেশনগুলোর ইনচার্জদের কাছে উক্ত নির্দেশিকাটি পাঠানো হয়েছে। এখন দেখার রবিবার সকাল থেকে এই নির্দেশিকা কি পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি জায়গায় পালন করা হয়।

প্রশ্ন তুললেন সম্রাট

● **সাতের পাতার পর** হওয়ার পর সম্রাট রায় বলেন, এটা আন্দোলনের ফসল। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে এই তালিকা প্রকাশ হলো। এদিকে, যারা এই মেধা তালিকায় ভুক্ত হয়নি তাদের তালিকা ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন সম্রাট রায়। ত্রিপুরা থেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ। এনআইটি আগরতলা মেধাবীদের নাম নেই তালিকায়। যা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। সম্রাট রায় দাবি করেছেন, যোগ্যদের যেন সুযোগ দেওয়া হয়। তাছাড়া এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে সম্রাট রায় যে আন্দোলন সংগঠিত করেছেন, আগামী দিনেও এ আন্দোলন জারি রাখবেন। সম্রাট রায় বলেন, এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে ছাত্র স্বার্থে আন্দোলন সংগঠিত করে তিনি সফল হয়েছেন। আগামী দিনেও ছাত্র স্বার্থে আন্দোলন সংগঠিত করার অঙ্গীকার করেন সম্রাট রায়।

সরকারি চাকরি!

● **সাতের পাতার পর** দামছড়া ও খেদাছড়া থানা এলাকায় ইতিপূর্বে যেসব পরিবারের একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তিকে বৈরীরা খুন করেছিলো, সেসব পরিবারে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে চাকরি দেওয়া হয়েছে। অথচ তার (শিপ্রা) ক্ষেত্রে সরকারি নীতি পৃথক কেন? একই যাত্রায় পৃথক ফল কেন? শিপ্রা আরও জানায়, তার রেশনকার্ডটি এপিএল হওয়ায় সে আবেদন করা সত্বেও সামাজিক ভাতা পাচ্ছে না। ৭/৮ মাস পূর্বে আবেদন করা সত্বেও রেশনকার্ড বিপিএল করা হচ্ছে না। তাই সামাজিক ভাতা মঞ্জুর হয়নি। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ ফিক্সড ডিপোজিট যেহেতু ছেলেমেয়েদের কল্যাণে খরচ করতে পারছে না তাই এমন অর্থ সরকার ফেরত নিক কিন্তু সরকারি চাকরি প্রদান করতে হবে। অনাহার-অর্ধাহারে ৪টি নাবালক সন্তান নিয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে নিহত লিটনের বিধবা পত্নী শিপ্রা নাথ। শিপ্রা করজোড়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব'র দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক আবদার জানিয়েছে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনাপূর্বক ইতিপূর্বের রেওয়াজ অনুযায়ী যেন তাকে চাকরি প্রদান করা হয়।

বাড়ালো কমিশন

● **তিনের পাতার পর** পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে প্রস্তাব চেয়ে পাঠায়। সেখানেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে নির্বাচনি ব্যয়বিধির সংস্কার করে নির্বাচনে অর্থ ব্যয়ের সীমারেখা বাড়িয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনি আধিকারিকদের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিধানসভা ক্ষেত্রে ২০ লক্ষের জায়গায় ২৮ লক্ষ টাকা এবং লোকসভা ক্ষেত্রে ৭০ লক্ষ টাকা থেকে ৯৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচের ধার্য করা হয়। এর ফলে প্রার্থীরা আরও বেশি নির্বাচনি ব্যয় করতে পারবেন।

ট্রেনের ভাড়া!

● **আটের পাতার পর** জেনারেল ম্যানেজারকে এই মর্মে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন রেলের প্যাসেঞ্জার্স মার্কেটিং বিভাগের ডিরেক্টর বিপুল সিঙ্ঘল। এই চিঠিতেই বলা হয়েছে, অসংরক্ষিত আসন থেকে বাতানুকূল আসনের জন্য টিকিটের দামের সঙ্গে ১০ টাকা থেকে ৫০ টাকা অতিরিক্ত মূল্য গুনতে হবে যাত্রীদের। রেল বোর্ডের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, শ্রেণি ভিত্তিক স্টেশনগুলির মানোন্নয়নের জন্য যাত্রীদের টিকিটে এই অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করা হবে। তবে, শহরতলির প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি এই ভাড়া বৃদ্ধির আওতার বাইরে। শুধু তাই নয়, প্ল্যাটফর্ম টিকিটের দামও বাড়তে চলেছে। এই নয়া নির্দেশিকায় উঠে আসছে অনেক প্রশ্ন। স্টেশনগুলির মানোন্নয়নের জন্য রেল বাজেটে টাকা ধার্য করা থাকে। তা হলে কেন অতিরিক্ত টাকা গুনতে হবে যাত্রীদের, এমন প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে।

করলেন সচিন

● **নয়ের পাতার পর** দেশ-বিদেশের অবসরপ্রাপ্ত ক্রিকেটারদের নিয়ে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে। তিনটি দলও তৈরি করা হয়েছে। সব ম্যাচই হবে ওমানের মাসকাটে। সম্প্রতি ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীকে এই লিগের কমিশনার করা হয়েছে। ভারতীয় দলের হয়ে খেলতে দেখা যাবে যুবরাজ সিংহ, বীরেন্দ্র সহবাগ, হরভজন সিংহ, ইউসুফ এবং ইরফান পঠানের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারদের। এ ছাড়াও অন্যান্য দেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে শাহিদ আফ্রিদি, শোয়েব আখতার, সনৎ জয়সূর্য মুথাইয়া মুরলীধরন, চামিন্ডা ব্যাস, আজহার মাহমুদ, উপুল থরঙ্গাদের দেখা যাবে।

অবশিষ্ট সূচি ঘোষণা

● **নয়ের পাতার পর** মহিলা ফুটবলের ম্যাচগুলি দুপুর বারোটায় অনুষ্ঠিত হবে। আর সিনিয়র লিগের ম্যাচগুলি হবে দুপুর আড়াইটা থেকে। মহিলা ফুটবলের জন্য এডিনগরের মাঠ পাওয়ার আবেদন জানিয়েছিল টিএফএ। তবে সেই আবেদন মঞ্জুর হয়নি বলে খবর। তাই উমাকান্ত মাঠেই মহিলা লিগের ম্যাচগুলি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী ১০ থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত টানা ম্যাচ চলবে। আসরে অংশগ্রহণকারী দলগুলি হলো---চলমান সংঘ, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, কিল্লা মর্নিং ক্লাব, মহাত্মা গান্ধী পিসি, জম্পুইজলা পিসি এবং বিশ্রামগঞ্জ পিসি। টিএফএ-র মহিলা লিগ কমিটির সচিব পার্থ সারথী গুপ্ত এই সংবাদ জানিয়েছেন।

নাগরিকদের একে অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধ, বিশ্বাস সংক্রমণ, মৃত্যু কমাতে ভূমিকা নিয়েছে : গবেষণা

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি।। নাগরিকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, বিশ্বাস, আস্থা, ভরসা যে দেশে যত বেশি সেই দেশই করোনা সংক্রমণ ও কোভিড মৃত্যু-হার শীর্ষবিন্দু থেকে তত তাড়াতাড়ি নামিয়ে আনতে পেরেছে। সংক্রমণ রুখতে নির্ভুলভাবে নিয়মিত ভাবে মাস্ক পরা ও সামাজিক দূরত্ববিধি কঠোরভাবে মেনে চলার মাধ্যমেই নাগরিকদের একে অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধ, বিশ্বাস, আস্থা, ভরসার প্রমাণ মিলেছে। দেড়শোটিরও বেশি দেশের নাগরিকদের উপর চালানো একটি নজরকাড়া গবেষণা এই খবর দিয়েছে। গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণা পত্রিকা 'সায়েন্টিফিক রিপোর্টস'-এ। গবেষকরা দেখেছেন, সেই বিশ্বাস, ভরসা, আস্থা বিশেষ কোনও রাষ্ট্রনেতা, তাঁর বা তাঁর দলের মতাদর্শ বা সরকারি শাসনব্যবস্থার উপর নয়। সেটা এক নাগরিকের বিশ্বাস দেশের অন্য নাগরিককে। যা প্রতিফলিত হয়েছে কোভিডবিধি যতটা সম্ভব অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার মাধ্যমে। গবেষণা জানিয়েছে, যে দেশের অন্তত ৪০ শতাংশ নাগরিক মনে করেন তাঁর দেশের বেশির ভাগ মানুষের উপরেই ভরসা রাখা যায়, হওয়া যায় আস্থাবান সেই দেশ করোনার ঢেউগুলি তত বেশি সফল ভাবে মোকাবিলা করতে পেরেছে। সংক্রমণের হারকে তত তাড়াতাড়ি নামিয়ে আনতে পেরেছে। নামিয়ে আনতে পেরেছে কোভিডে মৃত্যু-হারকেও। গবেষকরা ২০১৯-এর ডিসেম্বরে চিনের উহান প্রদেশে করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে ২০২০-র ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, বিভিন্ন দেশে সংক্রমণ ও মৃত্যু-হারের বাড়া-কমার যাবতীয় তথ্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন। যে সময়ে টিকাদান সেভাবে শুরু হয়নি কোনও দেশেই। গবেষণা জানিয়েছে, নাগরিকদের একে অন্যের উপর বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেনের মতো স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে। কোথাও ৬০ শতাংশ কোথাও বা তারও বেশি। আর ব্রিটেনে সেটা ৪০ শতাংশ। চিনেও নাগরিকদের একে অন্যের উপর বিশ্বাস যথেষ্টই উচ্চমাত্রার। গবেষণাটি যৌথ ভাবে চালিয়েছেন এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয় ও ভাগেনিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষকরা। অন্যতম মূল গবেষক এক্সেটার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টিম লেন্টন বলেছেন, "এই গবেষণার ফলাফল বোঝালো, দেশে দেশে নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস আরও বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হলে আগামী দিনে অন্যান্য মহামারি ও অতিমারি পরিস্থিতির মোকাবিলা করার কাজটা আরও সহজ হবে।" গবেষকরা এও দেখেছেন, কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলায় প্রায় সব দেশের সব ধরনের সরকারই লকডাউন ও কোভিড আচরণবিধি জারির মতো খুব কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও সব দেশ সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার শীর্ষবিন্দু থেকে একই হারে নামিয়ে আনতে পারেনি। কোথাও তা অনেক বেশি হয়েছে। কোথাও বা তা হয়েছে খুব ধীরলয়ে। গবেষণা বরং উল্টো ছবিই পেয়েছে। যে দেশের সরকার কোভিড পরিস্থিতির মোকাবিলায় যত বেশি কঠোর হয়েছে বা হতে চেয়েছে সেই দেশে কিন্তু সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার শীর্ষবিন্দু থেকে খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসেনি। বরং তা দ্রুত নামিয়ে আনার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছে নাগরিকদের একে অন্যের প্রতি দায়িত্ববোধ, আস্থা, ভরসা ও বিশ্বাস।

পাঞ্জাবের পুলিশ প্রধানকে সরিয়ে দিল কংগ্রেস সরকার

চণ্ডীগড়, ৮ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নিরাপত্তার গলদ নিয়ে পাঞ্জাব তথা দেশের রাজনীতি যখন সরগরম, তখনই বড়সড় পদক্ষেপ করল পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকার। ভোট ঘোষণার কয়েক মিনিট আগে সরিয়ে দেওয়া হল পাঞ্জাব পুলিশের ডিজিপিকে। সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বদলে পাঞ্জাবের নতুন পুলিশ প্রধান হলেন ভিকে ভাওরা। গত ৫ জানুয়ারি পাঞ্জাবের ভাতিণ্ডা থেকে ফিরোজপুর যাওয়ার পথে কৃষক বিক্ষোভের জন্য আটকে যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কনভয়। বিক্ষোভের জেরে প্রায় ২০ মিনিট প্রধানমন্ত্রীকে অপেক্ষা করতে হয় মাঝরাস্তায়। যার জেরে ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী নিজের যাবতীয় কর্মসূচি বাতিল করে ফিরে যান ভাতিণ্ডা বিমানবন্দরে। বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দাবি করে, ফিরোজপুরের ওই ঘটনা আসলে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তায় বড়সড় গলদ। পাঞ্জাব সরকার তথা পাঞ্জাব পুলিশ যৌথভাবে এই গাফিলতির জন্য দায়ী। পাঞ্জাব সরকার অবশ্য শুরু থেকেই এই ঘটনার নেপথ্যে কোনওরকম গাফিলতির তত্ত্ব মানতে নারাজ। তাঁদের যুক্তি, শেষ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রীর রুট বদলের ফলে তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তাঁর প্রাণভয় ছিল না। মোদি সফর বাতিল করেছেন ফিরোজপুরের সভায় লোক না হওয়ায়। কিন্তু গাফিলতির তত্ত্ব অস্বীকার করলেও চান্নি সরকারের উপর চাপ বাড়ছিল। কারণ কেন্দ্রের দেওয়া নথি বলছে, প্রধানমন্ত্রীর রুট বদলের কথাও আগে থেকেই জানত পাঞ্জাব সরকার। সেক্ষেত্রে গাফিলতির অভিযোগ পুরোপুরি নাকচ করা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবের বিদায়ী ডিজিপি সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের গড়ে দেওয়া কমিটি। তারপরই শনিবার পাঞ্জাব সরকার ঘোষণা করেছে, সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বদলে পাঞ্জাবের পুলিশ প্রধানের দায়িত্বে আসছেন ভিকে ভাওরা। একই সঙ্গে বদলে দেওয়া হয়েছে ফিরোজপুরের এসএসপিকে। শনিবারই পাঞ্জাবের নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি এক দফায় নির্বাচন হবে পঞ্চনদের দেশে। নির্বাচন কমিশন ভোট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সেরাজ্যে কার্যকর হয়ে গিয়েছে নির্বাচনি আচরণ বিধি। অর্থাৎ, রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ চলে গিয়েছে নির্বাচন কমিশনের হাতে। কমিশনের ভোট ঘোষণার ঠিক আগে আগে পাঞ্জাব পুলিশের এই রদবদল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

'দেশজুড়ে বাড়ছে বিদ্বেষ, মুখ খুলুন' মোদিকে চিঠি দিয়ে আর্জি পড়ুয়াদের

আমেদাবাদ/ব্যাঙ্গালুরু, ৮ জানুয়ারি।। সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ বেড়ে চলেছে দেশে। এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের আমেদাবাদ ও ব্যাঙ্গালুরু শাখার পড়ুয়া ও শিক্ষকরা। জানা গিয়েছে, ওই চিঠিতে মোট ১৮৩ জন পড়ুয়া ও শিক্ষক স্বাক্ষর করেছেন। আইআইএমের ছাত্র ও শিক্ষকরা জানিয়েছেন, জাতিভিত্তিক হিংসা, ধর্মভিত্তিক উস্কানি ও বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের অভিযোগ ঘিরে একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে বিগত দিনে। চিঠিতে এরই বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীকে মুখ খুলতে অনুরোধ করেছেন তাঁরা। আইআইএমের পড়ুয়া ও শিক্ষকরা লিখেছেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনার নীরবতা, বিদ্বেষে ভরা কণ্ঠকে উৎসাহিত করে এবং আমাদের দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ফেলে দেয়। আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাদেরকে বিভক্ত করতে চায় এমন শক্তির বিরুদ্ধে আপনি দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান।" জানা গিয়েছে, হরিদ্বারের ধর্ম সংসদে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের পরই আইআইএম ব্যাঙ্গালুরুর সদস্যরা ঠিক করেন যে তাঁরা এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠাবেন। ওই সভায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের হাতে অস্ত্র তুলে নিতে বলেছিলেন বেশকিছু হিন্দুত্ববাদী ধর্মগুরু। প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে আইআইএমের পড়ুয়া শিক্ষকরা লিখেছেন, "ধর্ম/বর্ণ পরিচয়ের ভিত্তিতে ঘৃণ্য বক্তৃতা এবং সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সহিংসতার আহ্বান কখনওই গ্রহণযোগ্য নয়।" প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিতে আরও লেখা হয়েছে, "আমাদের দেশে এখন ভয়ের অনুভূতি রয়েছে। সাম্প্রতিককালে গির্জা-সহ উপাসনালয়গুলি ভাঙচুর করা হচ্ছে এবং আমাদের মুসলিম ভাই ও বোনদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই সবই কোনওরকম বাধা ও ভয় ছাড়াই হয়েছে।" এই পরিস্থিতি রুখতে হলে এর বিরুদ্ধে সবার আগে দেশের প্রধানমন্ত্রীর কথা বলা উচিত বলে মনে করেন আইআইএমের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা। চিঠিতে সেই আর্জিই জানানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানো চিঠিতে যে ১৮৩ জন স্বাক্ষর করেছেন তাঁদের মধ্যে ১৩ জন শিক্ষক। এঁদের মধ্যে ১৭৮ জন আইআইএম বেঙ্গালুরুর সদস্য। ৫ জন রয়েছেন আইআইএম আমেদাবাদের।

পাঁচদিন ব্যাঙ্ক চালুর দাবিতে অর্থমন্ত্রীর দ্বারস্থ ব্যাঙ্ক কর্মীরা

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি।। করোনার থাবায় নাজেহাল ব্যাঙ্ক কর্মীরা। গোটা দেশে ব্যাঙ্ক কর্মীদের ৪০ শতাংশই আক্রান্ত। এই অবস্থায় ব্যাঙ্কের কাজের সময় কমিয়ে সপ্তাহে পাঁচদিন করার দাবিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণের দ্বারস্থ হল ব্যাঙ্ক অফিসারদের সংগঠন অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক অফিসার্স কনফেডারেশন (এআইবিওসি)। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে তাঁদের অনুরোধ, দ্রুত ব্যাঙ্ক কর্মীদের করোনার বুস্টার ডোজ দেওয়ার পাশাপাশি সপ্তাহে পাঁচদিন ব্যাঙ্ক চালু করা হোক। না হলে যেভাবে পরিস্থিতির দিন দিন অবনতি হচ্ছে তাতে ব্যাঙ্ক পরিষেবাটাই না সুস্থ কর্মীদের অভাবে বন্ধ হয়ে যায়

প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায় যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় সাফল্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। মণিপুরের সাথে ত্রিপুরার আত্মিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ়করণে অগ্রণী ভূমিকা নেবে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে যোগাযোগ ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বের উন্নয়নেও এসেছে অভূতপূর্ব অগ্রগতি। শনিবার আগরতলা ও মণিপুরের জিরিবামের মধ্যে জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন সবুজ পতাকা নেড়ে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ আগরতলা বাধারঘাট রেল স্টেশন থেকে জনশতাব্দী এক্সপ্রেসের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি, পর্যটন ও ডোনার মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি, সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, বিদেশ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. আর কে রঞ্জন সিং, মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং এবং রেলওয়ে মন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিকগণ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে উন্নয়নের নিরিখে যোগাযোগ থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে এসেছে দ্রুততা। ত্রিপুরা ও মণিপুরের মধ্যে সুদীর্ঘ আভ্যন্তরীন সম্পর্কের মধ্যে আরও গতি সঞ্চারিত কবরে এই জনশতাব্দী এক্সপ্রেস তার পাশাপাশি উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির মধ্যে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের সহজলভ্যতা ও পরিষেবার বিস্তারের ফলে পর্যটন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রেই সহায়ক ভূমিকা নেবে এই রেল যোগাযোগ। জিরিবাম পর্যন্ত চালু হওয়া এই রেল পরিষেবা ইম্ফল পর্যন্ত চালু হলে এর আরও সুদূরপ্রসারী সুফল মিলবে ত্রিপুরা, মণিপুর সহ উত্তর-পূর্বের অন্যান্য রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে। তার পাশাপাশি কৃষ্টি, সংস্কৃতির আদান প্রদানে এই রেল পরিষেবা অন্যতম ভূমিকা নেবে। অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখতে গিয়ে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিং বলেন, ত্রিপুরা এবং মণিপুরের আভ্যন্তরীণ সুসম্পর্ক বহু পুরোনো। জনশতাব্দী এক্সপ্রেস শুধুমাত্র দুই রাজ্য নয় উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও ইতিবাচক ভূমিকা নেবে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, দুই রাজ্যের মানুষ এবং তাদের সংস্কৃতিকে যুক্ত করবে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস। প্রধানমন্ত্রীর দিশা নির্দেশনায় পূর্বোত্তরের বিকাশে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে কেন্দ্রীয় সরকার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি বলেন, উত্তর-পূর্বের সার্বিক বিকাশে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছেন। উন্নয়নের প্রশ্নে অবহেলিত থাকার বদলে এই অঞ্চলে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিকাশ ব্যতিত সমগ্র দেশের বিকাশ সম্ভবপর নয়। এই অঞ্চল কৃষি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পর্যটনের সম্ভাবনাময় দিককে কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধির পথে দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসরমান। প্রধানমন্ত্রীর স্বপনের হীরা মডেল উত্তর-পূর্বে সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যার সুফল হিসেবে উন্নত রেল পরিষেবা, জাতীয় সড়কের আধুনিকীকরণ, নতুন সড়ক, বিমান পরিষেবার উন্নতিকরণ সহ একাধিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। আগামী বছরগুলোতে এই অঞ্চলের বিকাশে গুচ্ছ পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দফতরের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সময়ে রেল যোগাযোগ থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্বের বিকাশে এসেছে ঊর্ধ্বগতি। এই অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক মিমি মজুমদার, পরিবহণ দফতরের প্রধান সচিব শ্রীরাম তরুণীকান্তি, নর্থ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার আনশুল গুপ্তা প্রমুখ।

নির্বাচনে প্রার্থীদের খরচের সীমা বাড়ালো কমিশন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ঘোষিত এবং অঘোষিত দুই ধরনের খরচের বহর মাথায় নিয়ে এগিয়ে যায় যেকোনও নির্বাচন। চুরিকে যেমন চুরি হিসেবেই দেখা উচিত, তেমনি ভোটের বাজারে অঘোষিত খরচকে কখনই ঘোষিত খরচের ধারে-কাছেও আনতে নেই, এটাই রীতি। কিন্তু তাই বলে ঘোষিত খরচের ঘোষণায় কিপটেমি থাকলে ভোট পরিচালনায় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় দলগুলিকে। ফলে, রাজনৈতিক দলগুলোর তরফে নির্বাচন কমিশনে দাবি জানানো হয় ভোটের বাজারে খরচের বহর বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের জন্য শেষ পর্যন্ত ভারতের নির্বাচন কমিশন ঠিক করেছে এখন থেকে বিধানসভা নির্বাচনে কোনও প্রার্থী সর্বোচ্চ ২৮ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন দলীয় এবং ব্যক্তিগত তরফে। এতদিন পর্যন্ত বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীরা ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারতেন। একইভাবে সংসদীয় ক্ষেত্রে লোকসভা ভোটের প্রার্থীরা এতদিন পর্যন্ত ৭০ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারলেও এখন থেকে অথবা আগামী নির্বাচনে তারা ভোটের বাজারে সর্বোচ্চ ৯৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবে। এর সবটাই নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত। ঘোষিত খরচের তালিকা অঘোষিতভাবে প্রতিটি নির্বাচনেই প্রতিটি রাজনৈতিক দল আরও বহু খরচ করে থাকে। যেগুলো নির্বাচন কমিশনের লোকজনেরাও সাধারণত চোখ ফিরিয়ে এড়িয়ে যান। যাতে করে কোনও অসুবিধা না হয়। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে শেষ রিভিশন হয়েছিলো নির্বাচনি ব্যয়বিধির। এরপর ২০২০ সালে সেই রিভিশনের উপরই অর্থ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে এই খরচ নিয়ে নির্বাচন কমিশনে আপত্তি জানানো হলে অবসরপ্রাপ্ত আইআরএস আধিকারিক হরিশ কুমারের নেতৃত্বে উমেশ সিনহা, চন্দ্রভূষণ কুমারকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক এবং নির্বাচনি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

চাকুরি ও শত্রু দমনে শ্রেষ্ঠ

মা কামাখ্যা

যেমন চাকুরি, গৃহশান্তি, প্রেম, বিবাহ, সন্তানের চিন্তা, ঋণমুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার সমাধান পাবেন আমাদের কাজের দ্বারা।

— ঃ ঠিকানা ঃ—
খেজুর বাগান, ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স, জিঞ্জার হোটেল সংলগ্ন।

যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোনও ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসত্বর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

সময় : সকাল ৯টা থেকে ১২টা
বিকাল ৪টা থেকে রাত্র ৭টা

Contact No. - 9862107697 (W) / 9862108560

থানার সামনে পান দোকানে হেরোইন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। শহরের একটি টং দোকানে অভিযান করে হেরোইন পেলো পুলিশ। পুরাতন মোটরস্ট্যান্ডে পানের টং দোকানেই হেরোইন বিক্রি হয় বলে খবর পেয়েছিল পুলিশ। এই খবরের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে ২৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজনকে। এরা হলো, সুকেশ সরকার, তপন দাস এবং আশিস দেব। তাদের বাড়ি, দশমীঘাট, নরসিংগড় এবং খয়েরপুরে। এই যুবকরা পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় হেরোইন কৌটায় করে বিক্রি করে বলে অভিযোগ। কিন্তু থানার সামনেই দিনের পর দিন এই ধরনের কর্মকাণ্ড চললেও পুলিশ নেশাদ্রব্য বিক্রির বিরুদ্ধে কোনও ধরনের অভিযান করতে পারেনি।

৮০ লক্ষের নিগো বাণিজ্যের বাটোয়ারা নিয়ে রাজনগরে দুই গোষ্ঠীতে ধুন্ধুমার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। দুর্নীতির ঘড়া এবার যোলকলা পূর্ণ হচ্ছে শাসক শিবিরে। ভোটের আগে সিন্ডিকেটরাজ, মাফিয়াগিরি আর নিগোসিয়েশন বাণিজ্য তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও শুক্রবার রাতে এই নিগোসিয়েশন বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে যায় রাজনগর ব্লকের বড়পাথরিতে। এখানকার সমর চৌধুরী মিলনায়তনে শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর রফা বৈঠকেও নিগো বাণিজ্যের কোনও সূত্র বের না হওয়ায় রাতেই আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ হয় দুই গোষ্ঠীতে। যার জেরে সঞ্জীব নামক এক নিগো নেতার ভাইকে হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি করতে হয়। ঘটনার সূত্র শুরু হয় বছরখানেক আগে থেকেই। তখনই শাসক দলের এক শ্রেণির নেতারা নিগোসিয়েশনের জন্য কমিটি গঠন করেন। যে কমিটিতে আবার বহু নেতা স্থান পায়নি। এ নিয়ে তখন থেকেই একটা ক্ষোভ-বিক্ষোভ চলছিলো। কিন্তু কেউ-ই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছিলেন না। সম্প্রতি রাজনগরে মণ্ডল কমিটি পুনর্গঠিত হয়। যে কারণে এই কমিটি নিজেরাও নিগোসিয়েশনের ভাগীদার হিসেবে নিজেদেরকে দাবিদার করে তুলে। কিন্তু হক ছাড়তে রাজি নয় পুরোনো কমিটিও। যা নিয়ে গত কিছুদিন আগেই ঝামেলা শুরু হয় রাজনগরে। এর মধ্যেই নিগো কমিটির কাছে ৮০ লক্ষ টাকা জমা হয়ে পড়ে থাকে। কিন্তু ভাগ বাটোয়ার জন্য কোনও রকম সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছিলো না। শেষপর্যন্ত শুক্রবার রাজনগরের সমর চৌধুরী মিলনায়তনে নতুন কমিটি এবং পুরনো কমিটির লোকজনেরা বসে রফা সূত্র বের করার চেষ্টা করেন। ঠিক হয় নতুন করে নিগোসিয়েশন কমিটি হবে। যে কমিটিতে মণ্ডলের পুরোনো কমিটির ৩০ এবং নতুন কমিটির ৩০ জন যুক্ত থাকবেন। প্রাথমিকভাবে এই রফা সূত্র বের হলেও রাত হতে হতেই তা আবার পাল্টে যায়। বড়পাথরি বাজারে মানিক নামক এক নিগো নেতার মা-বাবা তুলে বকাবকি শুরু করে আরেক নিগো নেতা। সেই সময়ে বড়পাথরি বাজারে উপস্থিত ছিলেন মানিকের ছোট ভাই সঞ্জীব। নিজের মা-বাবাকে নিয়ে অন্যরা বকাবকি করছে দেখে তিনি এর প্রতিবাদ করেন। আর এতেই তার উপর হামলে পড়ে বিপক্ষ গোষ্ঠীর লোকজনেরা। খবর পেয়ে মানিক গোষ্ঠীর লোকজনরাও ছুটে আসে। শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে মারামারি। যে মারামারিতে গুরুতর ভাবে জখম হয় সঞ্জীব। তাকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। মারমুখী হয়ে উঠে বিজেপিরই দুই গোষ্ঠী। যা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় রাজনগরে। জানা গেছে, শুধু রাজনগরই নয়, নিগো বাণিজ্য নিয়ে বিভিন্ন এলাকাতেই বিজেপির নিজেদের মধ্যে কাজিয়া শুরু হয়েছে। যদিও বিজেপির অন্যতম প্রধান প্রতিশ্রুতি ছিলো নিগোসিয়েশন বাণিজ্যকে নিকেশ করে ফেলা। আর এ জন্যই বিজেপি ই-টেন্ডারিংও চালু করেছিলো। কিন্তু সবটাই যে আইওয়াশ এটা ধীরে ধীরে প্রমাণ হচ্ছে। ই-টেন্ডারিংয়ের মাঝেও কিভাবে নিগোসিয়েশন করতে হয় এটারও নাকি কলাকৌশল বের করে ফেলেছেন বিজেপি নেতারা। যার ফলে ই-টেন্ডারিং সত্বেও বিভিন্ন স্থানে নিগোসিয়েশন চলছে জাঁকিয়ে। একই সঙ্গে শুরু হয়েছে গোষ্ঠী সংঘর্ষও।

শহরের হোটেলে পুলিশি অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। শহরের কাঁসারিপট্টি এলাকায় এক হোটেলে অভিযান করলো পুলিশ। রাতে অভিযানে বেশ কয়েকটি যুগলকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। তাদের ভাড়া করা কক্ষে উদ্ধার হয়েছে মদের বোতল ছাড়াও কন্ডম। দুই যুগলকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের নাম ঠিকানা রেখে ছেড়ে দিয়েছে। দুই যুগলই বয়সে ১৮ বছরের উপর। আইনি পথে পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। কাঁসারিপট্টি মায়াপুর প্যালেস নামের হোটেলটিতে পুলিশ অভিযান করেছিল। অভিযানে প্রত্যেকটি কক্ষেই পুলিশ তল্লাশি করে। এই কক্ষগুলি সাধারণত দূর থেকে আসা লোকজন ভাড়া হিসেবে নেয়। কিন্তু আগরতলার কেউ গিয়ে এই হোটেলে রাত কাটাবেন তা স্বাভাবিক বলে কেউ মেনে নেন না। মায়াপুর প্যালেসেও একইভাবে সিদ্ধিআশ্রম, প্রতাপগড় থেকে যুবক যুবতিদের দেখতে পেয়ে সন্দেহ হয় পুলিশের। এর মধ্যে এক যুগলের দাবি, তারা ইলেকট্রনিক্সের ব্যবসা নিয়ে কথা বলতে একান্তে রুম নিয়েছে। আরেক যুগলের দাবি, একান্তে কথা বলতে আলাদা কক্ষ ভাড়া করেছে। কিন্তু পুলিশ তাদের কক্ষে মদের বোতল এবং কন্ডম পাওয়ার পরই তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। হোটেলের মালিক অভিজিৎ দেবনাথকে এ নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ। পূর্ব থানা সূত্রে খবর, এই হোটেলের বিরুদ্ধে বেআইনি কিছুই পাওয়া যায়নি। কিন্তু নিয়মানুযায়ী সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে।

মণ্ডল আর জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা হাতি পার্কে !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। বনভোজনের ভেতরেও যে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে পারে সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতি তা এবারের শীতে টের পাওয়া গিয়েছে বিলোনিয়ায়। সৌজন্যে অবশ্যই বিলোনিয়ার স্বনামখ্যাত ধান্দাবাজ রাজনীতিক কালা মানিক এবং দত্তগুপ্ত নামক প্রাক্তন এক শাসক দলীয় নেতা। আর এদের এই রাজনীতির ঢাকে কাঠি দিয়েছেন বিভীষণ। মণ্ডল সভাপতি গৌতম সরকারকে সম্পূর্ণ ঘুমে রেখে এদিন কালা

মানিক, দত্তগুপ্ত এবং বিভীষণ'রা হাতিপার্কে পিকনিকের জায়গায় গিয়ে উদ্‌যাপন করেছেন প্রদেশ সভাপতি মানিক সাহার জন্মদিন। খবর, বিলোনিয়া মণ্ডলের বিরুদ্ধে অন্তর্কোন্দলের নীল নকশা রচিত হয়েছে হাতিপার্কের এই পিকনিকে। যেখানে দলের মধ্যে খানিকটা বিক্ষুব্ধ নেতা-নেত্রীদেরকেই একমাত্র ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পিকনিকের নামে। কিন্তু দলের প্রদেশ সভাপতি মানিক সাহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে হাতিপার্কে কেক কাটা হলো, হ্যাপি বার্থডে গান হলো, সঙ্গে ডিংকা চিকা নাচ হলো অথচ ঘুমে রইলেন মণ্ডল সভাপতি। যতদূর খবর, জেলা সভাপতি শংকর রায়ও বিষয়টি সম্পর্কে অন্ধকারে। যদিও তার সঙ্গে কথা বলার জন্য বার কয়েক ফোন করার পরও সংযোগ স্থাপন করা যায়নি। তবে মণ্ডল সভাপতি গৌতম সরকার জানিয়েছেন, এমন জন্মদিন উদ্‌যাপন সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। আবার দলীয় নেতা-নেত্রীদের এমন পিকনিকের খবরও তার কাছে নেই। তাকে কেউ নেমন্তন্নও করেনি। দলের একটি গোষ্ঠীর কার্যকর্তাদের হাতিপার্কে হঠাৎ করে পিকনিকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হলো কেন? কি আলোচনা হয়েছে সেখানে? এই সম্পর্কিত নানা প্রশ্নের জবাবে মণ্ডল সভাপতি গৌতম সরকার টুঁ শব্দটিও করতে চাননি। তিনি শুধু বলেছেন শীতের মরসুমে পিকনিক যথেষ্ট আনন্দদায়ক। এমন পিকনিকে নেমন্তন্ন পেলে তিনিও খুশি হতেন। তবে পিকনিকের আয়োজকরা তাকে নেমন্তন্ন না করায় তিনি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এর বেশি কিছু তিনি বলতে চাননি। এদিকে, বিলোনিয়া মণ্ডলে নতুন করে কোন্দলের পায়তারা হচ্ছে কিনা কিংবা দক্ষিণ জেলায় নয়া করে কোন্দল সৃষ্টির চেষ্টা হবে কিনা তা নিয়েও নানা প্রশ্ন রয়েছে। জানা গেছে, বিভীষণের স্বপ্ন ফের তিনি দক্ষিণ জেলার সভাপতি যাতে হতে পারেন তার চেষ্টা চরিত্র চলছে। সেই লক্ষ্যে বিভীষণবাবু নানা অংকও কষে চলেছেন। তবে হাতিপার্কের পিকনিকে তিনি লাভ-ক্ষতি নাকি সুদ কষার অংক কষেছেন তা জানা যায়নি। সঙ্গে ছিলেন কীর্তিমান কালা মানিক। তিনি চান দত্তগুপ্ত বাবুকে ফের মণ্ডলের দায়িত্বে বসিয়ে পরোক্ষে গোটা মণ্ডল তার ইশারাতেই চালিত হোক সেই ইচ্ছাতেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন কালা মানিক। এর আগে যখন দত্তগুপ্তের আমল ছিলো, তখন ইটভাটা কেলেঙ্কারি করে প্রায় কোটি ● এরপর দুইয়ের পাতায়

পুলিশ আশিসের বেতাল-বিক্রম

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। এ যেন বেতাল বিক্রমের কাহিনি চলছে। বরখাস্ত বিধায়ক আশিস দাসকে প্রত্যেকদিন গ্রেফতার করা রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজ্য পুলিশের। প্রত্যেকদিনই গান্ধি মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসতে যান আশিস। এখান থেকেই তাকে তুলে নেওয়া হয়। এনসিসি থানায় দুপুর ১টা ২০ মিনিট নাগাদ আশিস দাস সহ চারজনকে গ্রেফতার করে নেওয়া হয়। সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এডিনগর পুলিশ লাইনে। প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক আশিস দাস এ দিন জানিয়েছেন, পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে করতে হাপিয়ে যাবে। প্রত্যেকদিনই তিনি শিক্ষার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবেন। পুলিশও গ্রেফতার করতে করতে বিরক্ত হয়ে যাবে। কারণ, আইনের ফাঁক রয়েছে। তাকে গ্রেফতার করলে কিভাবে ছুটে আসতে হয় এটা তিনি জানেন। আশিস আরও জানিয়েছেন, তাকে ভয় পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আন্দোলন করতে দিচ্ছে না। তিনি প্রত্যেকদিনই গান্ধি মূর্তির সামনে বসবেন। এ দিন নিয়ে তার আন্দোলনের ২৩ দিন হয়েছে।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, জিরানিয়া, ৮ জানুয়ারি।। করোনার সংক্রমণ মোকাবেলায় স্বাস্থ্যবিধিগুলি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্যে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি শনিবার রানিরবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রসূতি মায়েদের চিকিৎসার জন্যে লেবার রুমের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে বলেন, সারা দেশেই কোভিডের সংক্রমণ ফের বৃদ্ধি পেয়েছে। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, নিয়মিতভাবে হাত ধোয়ার মত স্বাস্থ্যবিধিগুলি যথাযথভাবে মেনে চলে একে মোকাবেলা করতে হবে। তিনি বলেন, এই লেবার রুমটি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যুক্ত হওয়ায় প্রসূতি মায়েদের খুব উপকার হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জিরানিয়া মহকুমার মহকুমাশাসক জীবন কৃষ্ণ আচার্য, রানিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অপর্ণা শুক্লাদাস, ভাইস চেয়ারপার্সন প্রবীর কুমার দাস, ডা. দীপ্তি রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ।

বিএমএস-এ কোন্দল, মেয়াদ না ফুরাতেই সম্মেলনের আয়োজন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৮ জানুয়ারি।। রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতা দখলের পরই হঠাৎ করে গা ভাসিয়ে দিয়ে নতুন করে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করে ভারতীয় মজদুর সংঘ। দলে দলে সরকারি কর্মচারীরা এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীরাও ভারতীয় মজদুর সংঘে নাম লেখাতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে শাখা প্রশাখা গজিয়ে গেজেটেড অফিসার সংঘ, অফিসার সংঘ, চিকিৎসক সংঘ ইত্যাদি জন্ম নিতে শুরু করে। একসময় হগব'র যে দাপট ছিলো প্রায় একইরকম দাপট নিয়ে বিএমএস চলতে শুরু করলেও হঠাৎ তাল কেটে যায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্টতই জানিয়ে দেন, বিজেপির কোনও শ্রমিক কর্মচারী সংগঠন এখানে নেই। বিএমএস-র সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্কও নেই। যদিও বিএমএস নেতৃত্ব বরাবরই তাদের সংগঠনকে বিজেপির শ্রমিক কর্মচারী সংগঠন বলেই চালাতে থাকেন এবং বিজেপির সাংগঠনিক ধাঁচার মতো করেই বিএমএস'রও সাংগঠনিক ধাঁচা তৈরি হয়। মাঝখানের কয়েক মাস চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ করেই গজিয়ে উঠে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ। হঠাৎ করে কর্মচারীরা গিয়ে বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চে নাম লেখাতে শুরু করেন। কেমন করে যেন মণ্ডল স্তর পর্যন্ত বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চের কমিটি গঠিত হয়ে যায়। কিন্তু তার পরেও বিএমএস থেমে থাকেনি। তারা তাদের মতো করেই কর্মকাণ্ড চালাতে শুরু করে আগের তুলনায় সীমিত শক্তি নিয়ে। এবার সেই সংগঠনেও কোন্দল। ২০১৯ সালে বিএমএস গঠিত হওয়ার পর স্বাভাবিক নিয়মেই তিন বছর পর ফের কমিটি গঠিত হওয়ার কথা। এর মাঝেই বিএমএস'র আরেকটি গোষ্ঠী নতুন করে সম্মেলন করতে চাইছে বলে অভিযোগ। যা দেখে এখন পর্যন্ত বিএমএস'র অফিশিয়াল গোষ্ঠী সাংবাদিক সম্মেলন করে এ জাতীয় সম্মেলনের বিরোধিতা করেছে। তাদের বক্তব্য, বিবেকানন্দ বিচার মঞ্চ এখন পর্যন্ত যেভাবে সাংগঠনিক কাজকর্ম চালাচ্ছে এতে বিএমএস'র সঙ্গে তাদের কোনও বিরোধ থাকার কথা নয়। কিন্তু বিএমএস'রই অন্য একটি গোষ্ঠী যেভাবে সম্মেলন করার চেষ্টা চালাচ্ছে এতে করে বহু শ্রমিক কর্মচারী বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে বলেও তাদের অভিযোগ। এভাবে একটি গোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত করে সংগঠনকে দুর্বল করার চক্রান্তের তীব্র নিন্দাও জানান তারা। মূলত ভারতীয় মজদুর সংঘের দক্ষিণ জেলা কমিটির উদ্যোগে সাব্রুমে সাংবাদিক সম্মেলন করা হলেও বিষয়টি যে গোটা রাজ্যের জন্যেই তাও তারা জানিয়েছেন। অর্থাৎ বিএমএস'এও যে কোন্দল থাবা মেরেছে একথা এদিন প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছেন তারা।

ডাবল ইঞ্জিনেও ঠাকুরের অন্নভোগে পড়ল কোপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ঠাকুরের অন্নভোগে পড়ল কোপ! পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে থাকা দুর্গাবাড়ি, প্রভুবাড়ি, লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি, চতুর্দশ দেবতা মন্দির, রাধামাধব মন্দিরে গত একমাস সময় ধরে অন্নভোগ সহ পুজো অর্ঘ্যের জন্য কোনও অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে না। এমনই অভিযোগের কথা শোনা গেল জেলা প্রশাসনের বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে। এমনিতেই দুর্গাবাড়িতে বলি বন্ধ রয়েছে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে। তবে খারচিতে চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় বলি হলেও বর্তমানে অন্যান্য পুজার্চনার জন্য অর্থ মঞ্জুর করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যদিও সংশ্লিষ্ট মন্দির কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে টুঁশব্দ করছেন না। জানা গেছে, ভক্তদের দেওয়া প্রণামি ও ভক্তদের দানেই দুর্গাবাড়ি সহ সংশ্লিষ্ট মন্দিরে অন্নভোগ সহ পুজার্চনার কাজ চলছে। অন্নভোগের টাকা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের তরফে মঞ্জুর করা হলেও হঠাৎ করে কেন বন্ধ তা নিয়ে সুস্পষ্ট কোনও বক্তব্য প্রশাসন কর্তাদের কাছ থেকে জানা যায়নি। তবে সূত্রের দাবি, জনৈক প্রজেশবাবু মন্দিরের দায়িত্ব পালন করেছেন জেলা প্রশাসনের তরফে। দুর্গো পুজো কিংবা খার্চি সহ ১২ মাসই এইসব মন্দিরগুলোতে পুজার্চনা হয়ে থাকে। নিত্যদিনের অন্নভোগ কিংবা পুজো অর্ঘ্যের জন্য জেলা প্রশাসন থেকেই এতদিন অর্থ মঞ্জুর করা হতো। গত এক মাস ধরে জেলা প্রশাসন থেকে এই অর্থ মঞ্জুর বন্ধ করা হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। যেহেতু জেলা প্রশাসন অর্থ মঞ্জুর করছে না, সেই কারণে যারা ঠাকুরের অন্নভোগ সামগ্রী সহ পুজো অর্ঘ্য সরবরাহ করত, তারাও সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। সূত্রটি আরও জানিয়েছে, এসব মন্দিরগুলোতে গত কয়েক বছরে সরকারি অর্থ সেইভাবে প্রদান করা হচ্ছে না। তাছাড়া সূত্রটি আরও দাবি করেছে, পশ্চিম জেলা প্রশাসনের অধীনস্থ এই মন্দিরগুলো 'পাবলিক ট্রাস্ট' হিসেবে করার ভাবনা চিন্তাও নাকি রয়েছে। যদিও সরকার এবং প্রশাসনের তরফে এই বিষয়ে এখনও কিছু বলা হয়নি। কিছুদিন আগে ডাবল ইঞ্জিনের কথা বলে যে প্রচার করা হয়েছে তাতে এরাজ্য উপকৃত হয়েছে। কিন্তু এই ব্যাখ্যায় যারা রাজ্যের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব সহকারে দেখছেন তাদের কাছেও এই বিষয়ে কোনও স্পষ্টীকরণ পাওয়া যায়নি। ভক্তপ্রাণ মানুষ বিষয়টিকে নিয়ে সেইভাবে সরব না

সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

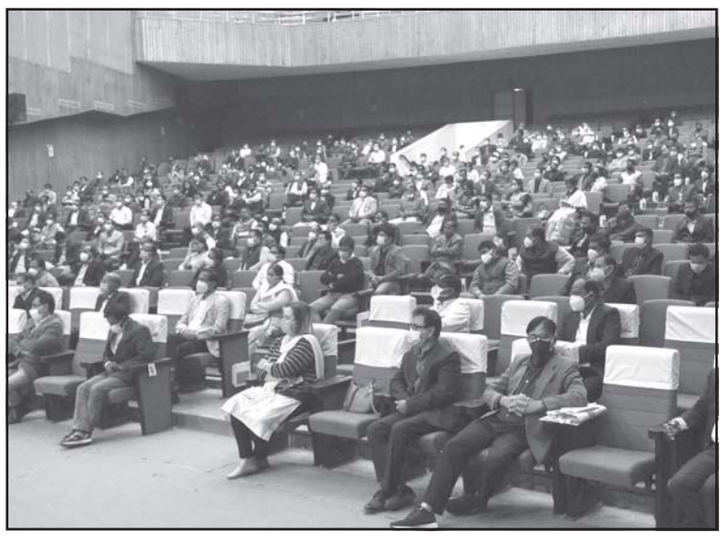

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুততার সঙ্গে নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে টিসিএস আধিকারিকদের। পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গিতে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের পাশাপাশি নিজেদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব সম্পর্কে যথার্থ ওয়াকিবহাল থাকা আবশ্যক। শনিবার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং হলে ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিন সদ্য নিযুক্ত ও পদোন্নতি প্রাপ্ত ২০২১ সালের ব্যাচের টিসিএস অফিসারদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মুখ্যসচিব থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত সচিব পর্যন্ত বিনা প্রতিবন্ধকতায় কার্য সম্পাদনে সবার আন্তরিকতা আবশ্যক। নিজ নিজ দায়িত্ব প্রতিপালনের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও অন্যান্য দফতরের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সম্পর্কে আধিকারিকদের সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিজেদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনে যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গতানুগতিক কার্য সম্পাদনের পাশাপাশি প্রবাহমান ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। নথি নির্ভর কার্য সম্পাদনের মানসিকতা থেকে বেরিয়ে বাস্তবিক পর্যবেক্ষণ এবং কাজের বাস্তবিকতার সম্পর্কে যথার্থ নজর রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিতিকরণে ও সফল বাস্তবায়নে সময়ের কাজ সময়ে সম্পন্ন করার পাশাপাশি কি করে সময়ের আগে শেষ করা যায় সে বিষয়ে আধিকারিকদের আরও বেশি যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে কাজ করলে একদিকে যেমন সময় বাঁচানো সম্ভব অন্যদিকে দ্রুততার সঙ্গে পরিষেবা সম্প্রসারণে সহায়ক। সরকারের শীর্ষস্তর থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত সমস্ত পরিষেবার সফল বাস্তবায়নে গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যসচিব কুমার অলক বলেন, এই পেশার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে থাকা প্রতিভাকে কাজে লাগানোর পাশাপাশি জনগণের জন্য কাজ করার সুযোগ রয়েছে, যা জীবিকার পাশাপাশি নিজেকে মেলে ধরার সহায়ক। অবসর সময়ে পুস্তক পাঠ সহ অন্যান্যভাবে নিজেদের আরও বেশি জ্ঞান সমৃদ্ধ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অসীম সাহা, সভাপতি ডি কে চাকমা প্রমুখ।

মারাত্মকভাবে জখম অটোচালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ জানুয়ারি।। যান দুর্ঘটনায় আহত হল এক অটোচালক। ঘটনা শুক্রবার রাতে বিলোনিয়া মহকুমাধীন বড়পাথরী সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায়, ওইদিন বিলোনিয়ার দিক থেকে বড়পাথরী বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল ব্যাটারিচালিত অটো নিয়ে চালক রতন সেন। অটোতে আর কোনো যাত্রী ছিল না। হাতি পার্ক সংলগ্ন এলাকায় যেতে রাস্তার ডান পাশ থেকে বাম পাশে পার হচ্ছিল কয়েকজন পথচারী। হঠাৎ অটোচালক তাদের দেখতে পেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার মাঝখানে উল্টে যায় অটো গাড়িটি। এতে চালক রতন সেন গুরুতরভাবে জখম হন। দূর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার পরেও পথচারীদের মধ্যে থেকে কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। এমতাবস্থায় অনেক ক্ষণ ধরে রাস্তার উপর পড়েছিল রতন। পরবর্তীতে রতন সেনের বাড়ির পাশের এক অটোচালক এবং বড় পাথরী বাজারের দুই যুবকের সহযোগিতায় দূর্ঘটনাগ্রস্ত আহত রতন সেনকে অটো করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। অগ্নি নির্বাপক দফতরের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

হাতি খুঁজতে হন্যে হয়ে ঘুরছেন বনকর্মীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ জানুয়ারি।। বন্য হাতির তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা জুড়ে। প্রায় প্রত্যেক দিন বন্যহাতির তান্ডবে তেলিয়ামুড়া বনাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গার মানুষজন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। বন্য হাতির উপদ্রব থেকে এবার তেলিয়ামুড়া বনাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গার মানুষজনকে পরিত্রাণ দিতে তেলিয়ামুড়া বন দফতর থেকে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পোষ্য হাতি দ্বারা বন্য হাতিকে তাড়ানোর জন্য এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় বন দফতরের পক্ষ থেকে। এরই অঙ্গ হিসেবে বিগত তিনদিন যাবত চলছে দিবারাত্রি এক করে বনকর্মীরা এডিএস টিমের ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে বন্যহাতি খোঁজার কাজ। শনিবার সকাল সকাল কৈলাসহর থেকে নিয়ে আসা ৪টি পালিত হাতিকে সঙ্গে নিয়ে বন দফতরের উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিকরা বন্যহাতি খোঁজার জন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতার কাজ শুরু হয়। শনিবার বন দফতরের পিসিসিএফ ডঃ ডি.কে শর্মা, জেলা বন আধিকারিক ডঃ নিরাজ কুমার চঞ্চল এবং মহকুমা বন আধিকারিক সাবির কান্তি দাস সহ তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ-সহ বন দফতরের কর্মী এবং হাতি তাড়ানোর কাজে নিযুক্ত এডিএস টিমের ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে জুমবাড়ি মেরাজুম-সহ বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে বন্যহাতির খোঁজে জোরদার তল্লাশি চালালেও বন্য হাতিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে একটা সময় বন্য দাঁতাল হাতি'কে দেখা গেলে তেলিয়ামুড়া ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সুপ্রিয় দেবনাথ হাতিকে কাবু করার উদ্দেশ্যে তৎপর হলেও তিনি ব্যর্থ হন। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বন দফতরের পিসিসিএফ ডা. ডি. কে. শর্মা জানান প্রথমে বন্যহাতিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা হবে তারপর সেগুলোকে কাবু করে তেলিয়ামুড়ার গভীর বনাঞ্চল থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হবে। এমন প্ল্যান করা হলেও বন কর্মীরা নিরলস পরিশ্রম করছে বন্য হাতিকে বাগে আনতে। তবে বন দফতরের একাংশ সূত্র মারফত জানা যায়, কৈলাসহর থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা চারটি হাতি-সহ হাতির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা কর্মীরা বন্য দাঁতাল হাতিকে নাকি ভয় পেয়ে পিছুপা হচ্ছে এমনটাই জানা যায়। তবে লোকমুখে গুঞ্জন চলছে, বন দফতর থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হাতিগুলো দ্বারা কি প্রকৃতপক্ষেই বন্য হাতি তাড়ানো সম্ভব হবে? নাকি জলে যাবে বন দফতরের ব্যায় করা লক্ষ লক্ষ অর্থ রাশি।

সপ্তম মহারাজ মহন্ত শ্রীমৎ কালীপদ ভট্টাচার্যের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও তার পরিবারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হলেন।

জিবিতে চিকিৎসকের অমানবিকতা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। জিবি হাসপাতালে এক রোগীর সঙ্গে অমানবিক আচরণের অভিযোগ উঠল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই রোগীকে হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকরাই বের করে দেন বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকজন দেখতে না আসায় সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এই প্রবীণকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তার নাম দীপক দেব। বহুদিন ধরেই অসুস্থ দীপকের চিকিৎসা চলছিল জিবি হাসপাতালে। কিন্তু তাকে পরিবারের কেউই দেখতে আসতেন না। ওষুধের টাকাও দেওয়ার কেউ নেই। বিরক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা দীপককে বের করে দেওয়া হলেও তিনি হাসপাতাল চত্বরেই থাকছেন। শনিবারও হাসপাতালের সামনে বসে লোকের দেওয়া খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি জানান, ডাক্তাররাই তাকে ভর্তি করিয়ে ছিলেন। তারাই তাড়িয়ে দিয়েছেন।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বনভোজনে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ জানুয়ারি।। বনভোজনকে কেন্দ্র করে একের পর এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটছে। শনিবার তেলিয়ামুড়ার বড়মুড়ার ইকোপার্কেও দুই গোষ্ঠীর ছেলেদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় এক পক্ষের অভিযোগ অপর পক্ষের ছেলেরা এক যুবতির হাত ধরে টানাহ্যাঁচড়া করে। সেই ঘটনাকেই কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। ইকোপার্কের ঝামেলা শেষ পর্যন্ত চলে আসে করইলং পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় লোকজন দুই পক্ষের যুবকদের মারপিট করতে দেখে হতচকিত হয়ে পড়েন। এই ঘটনায় অপু সরকার নামে এক যুবক রক্তাক্ত হন। তার বান্ধবীর হাত ধরেই টানাহ্যাঁচড়া করে বিপরীত পক্ষের কয়েকজন যুবক। বান্ধবীকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে যান অপু। তার অভিযোগ, অপর পক্ষের যুবকরা ছুরি, ভোজালি নিয়ে তার উপর চড়াও হয়। সেই কারণেই তার হাতে আঘাত লাগে। অপু সরকারের হাতে চারটি সেলাই লেগেছে। পরবর্তী সময় তেলিয়ামুড়া থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। জানা গেছে, অপু সরকাররা কল্যাণপুর থেকে বনভোজন করতে এসেছিল। তবে তার উপর হামলাকারীদের পরিচয় তিনি বলতে পারেননি। মারপিটের পাশাপাশি এদিন একটি গাড়িও ভাঙচুর করা হয়। তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ইকোপার্কে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে এখন সেটাই দেখার।

সংক্রমণের হার বাড়লো ৩.৭০ শতাংশে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। করোনা আক্রান্তের রেড জোনে পরিণত হতে যাচ্ছে পশ্চিম জেলা। প্রত্যেকদিন এই জেলায় ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। শনিবার পশ্চিম জেলায় নতুন করে আরও ৯৩ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে এদিন রাজ্যে ১৫৪ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে। সংক্রমণের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩.৭০ শতাংশে। পশ্চিম জেলা ছাড়াও সিপাহিজলা, ঊনকোটি এবং গোমতী জেলায় পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪৪ জনে। দেশের সঙ্গে রাজ্যেরও করোনা পজিটিভের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে চলেছে। অবশেষে এক প্রকার বাধ্য হয়ে শনিবার সরকারি ছুটির দিনে আগরতলায় মাস্ক এনফোর্সমেন্ট অভিযানে নেমেছে প্রশাসন। কিন্তু রাজ্যে এখন পর্যন্ত সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিয়ে প্রশাসন সফলতা পাচ্ছে না। বাজারগুলোতে ভিড় কোনভাবেই কমছে না। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, শনিবার ২৪ ঘণ্টায় ৪,১৬০ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫৭৭ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে। রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৮২৭ জন সংক্রমিত হয়ে রোগী মারা গেছেন। একই সঙ্গে রাজ্যে কমছে সুস্থতার হারও। সুস্থতার হার এদিন নেমে দাঁড়িয়েছে ৯৮.৫১ শতাংশে। এদিকে দেশেও ২৪ ঘণ্টায় পজিটিভ রোগীর সংখ্যা আগের দিনের তুলনায় আরও ২৪ হাজার বেড়েছে। এদিন ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৮৬ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছে ২৮৫ জন। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রত্যেকদিন ভয়ানক রূপ নিচ্ছে। ওমিক্রন আতঙ্কে গোটা দেশ আতঙ্কিত হলেও রাজ্যে এখন পর্যন্ত একজনও ওমিক্রন আক্রান্ত শনাক্ত হননি। অথচ, এ রাজ্যে ইতিমধ্যেই সম্প্রতি কয়েকদিনের মধ্যে করোনা পজিটিভের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে।

বুথ সভাপতি সুবলের অপসারণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ক্ষমতার চার বছরের মধ্যেই বড়জলা বিধানসভা এলাকায় শাসক দলের কোন্দল আবারও প্রকাশ্যে এল। বুথ সভাপতিকে সরাতে সিদ্ধান্ত নিলেন মণ্ডলের সদস্যরা। এ নিয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই বুথ সভাপতির নাম সুবল সাহা। স্থানীয় সূত্রে খবর, বড়জলা মণ্ডলের ৪৪নং বুথের সভাপতি ছিলেন সুবল সাহা। কিছুদিন আগেই দুর্জয়নগর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বড়জলা মণ্ডলের নেতাদের উপস্থিতিতে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকের মূল বিষয় ছিল সুবল সাহা। বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে সুবল বেআইনিভাবে প্রচুর সুবিধা নিয়েছেন। অনেকের কাছ থেকে তোলাও আদায় করেছেন। যে কারণে স্থানীয়ভাবে বিজেপির নাম বদনাম হয়েছে। এই কারণেই স্থানীয় বুথ সদস্যরা সুবল সাহাকে অপসারণ করার প্রস্তাব দেয়। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয়, সুবলকে সরিয়ে দেওয়া হবে। জানা গেছে, এই সুবলের যন্ত্রণায় স্থানীয় বিজেপির নিষ্ঠাবান কর্মীরা অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছে। নেতাদের নামে সুবল চাঁদা আদায় করত বলে অভিযোগ। ছোটখাটো ঠিকেদারি কাজেও সুবল কমিশন নিত। তার বিরুদ্ধে অনেকদিন ধরেই ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল স্থানীয় নাগরিকদের। তারা বহুবার প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সুবলের দাদাগিরির সামনে কোনও কথাই বলতে পারছিলেন না। অবশেষে বাধ্য হয়েই স্থানীয় বুথ সদস্যরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। তারা সুবলকে বিজেপির নেতৃত্ব থেকে তাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। মণ্ডলের নেতারাও দলের স্বার্থে সুবলের অপসারণ করতে বুথের কর্মীদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

আরএসএস দফতরে হামলার ছক

নাগপুর, ৮ জানুয়ারি।। আরএসএস দফতরে সন্ত্রাসবাদী হামলার ছক। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, নাগপুরের সদর দফতরে ইতিমধ্যেই রেইকি করেছে জইশ-ই-মহম্মদের জঙ্গি গোষ্ঠী। যার ফলে তড়িঘড়ি আঁটোসাঁটো করা হল সেখানকার নিরাপত্তা। ইতিমধ্যেই সদর দফতরের আশেপাশের ছবি তোলা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বন্ধ করা হয়েছে এলাকায় ড্রোন ওড়ানোও। নাগপুরের পুলিশ কমিশনার অমিতেশ কুমার জানিয়েছেন, কয়েক মাস আগে এখানে এসে রেইকি করে গিয়েছে জইশ-ই-মহম্মদের জঙ্গি গোষ্ঠী। তাই এই সর্তকতা অবলম্বন করা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

শত শত মানুষের উপস্থিতিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুর শেষকৃত্য সম্পন্ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৮ জানুয়ারি।। প্রয়াণের ৬ মাস পর শেষকৃত্য সম্পন্ন হল আগরতলার বেণুবন বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ তথা আন্তর্জাতিক বৌদ্ধধর্ম প্রচারক অক্ষয়ানন্দ মাহাত্ম্য'র। গত বছর ২০ জুলাই তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রয়াত হয়েছিলেন। এরপর থেকে তার শবদেহ রাখা হয় বিলোনিয়ার রতনপুর উচাইবাড়ি বৌদ্ধ মঠে। মাসখানেক ধরে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন করার প্রস্তুতি চলে। দু'দিনব্যাপী কর্মসূচি ও অগণিত মানুষের উপস্থিতিতে শনিবার তিনি পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং-সহ আরও অনেকে। এদিনের কর্মসূচিতে অংশ নিতে বিদেশ থেকে ছুটে আসেন অনেকেই। প্রয়াত অক্ষয়ানন্দ মাহাত্ম্য বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারের জন্য থাইল্যান্ড, চিন, জাপান, জার্মানি-সহ বিভিন্ন দেশ ঘুরেছিলেন। গত ৬ মাস ধরে তার দেহ সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছিল প্রাকৃতিক উপায়ে। এদিন শত শত মানুষের উপস্থিতিতে বৌদ্ধ ধর্মের রীতি-নীতি মেনে পূজাপার্বণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরই শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। প্রচুর সংখ্যক মানুষ এই কর্মসূচির সাক্ষী ছিলেন।

অবশেষে ঘুম ভাঙলো প্রশাসনের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। অবশেষে অলসতা ভাঙল প্রশাসনের। প্রত্যেকদিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লেও প্রশাসনকে করোনা বিধি মানাতে রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি। এমনকী মুখ্যসচিবের নির্দেশিকার পরও ১ জানুয়ারি থেকে মাস্কের জন্য আগরতলায় প্রশাসনের অভিযান দেখেননি শহরবাসীরা। কিন্তু শনিবার মহকুমাশাসকের নেতৃত্বে প্রশাসনের টিম অভিযানে নামে। সকাল থেকেই এই অভিযান শুরু হয়। সকালে পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড, পোস্টঅফিস চৌমুহনি, হরিগঙ্গা বসাক রোড, বটতলা সহ আরও কয়েকটি এলাকায় মাস্কের জন্য অভিযান করা হয়। অন্ততপক্ষে ৩০ জনকে জরিমানা করা হয়। মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ডিসিএম আশিস বিশ্বাস। পোস্টঅফিস চৌমুহনির দিকে ভারপ্রাপ্ত এসডিএম বিনয় ভূষণ দাস অভিযান করেন। তিনি জানিয়েছেন, করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন নিয়ে গোটা দেশ সতর্কিত। আমরাও এই কারণে আগে থেকেই সতর্ক। এই ধরনের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

মুজিবরের স্মরণে তৃণমূলের কর্মসূচি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া / অমরপুর, ৮ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে শনিবার প্রয়াত নেতা মুজিবর ইসলাম মজুমদারের স্মরণে কর্মসূচি সংগঠিত করে তৃণমূল কংগ্রেস। তারই অঙ্গ হিসেবে বিলোনিয়ায় তাদের উদ্যোগে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় বিলোনিয়ার ১নং টিলা শ্রমিক স্মৃতিসৌধের পাদদেশে। গত ২৮ আগস্ট আগরতলায় দুষ্কৃতিদের মারধরে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন তৃণমূল নেতা। গত ৫ জানুয়ারি তিনি কলকাতায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। তৃণমূল কংগ্রেস অভিযোগ করেছে মুজিবর ইসলাম মজুমদারকে খুন করা হয়েছে। তাই তারা এই ঘটনার সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে। বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত স্মরণসভা থেকেও একই দাবি তোলা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কাজল বণিক, অরিজিৎ চৌধুরী, বাদল মল্লিক, অতিন্দ্র বোস প্রমুখ। অন্যদিকে, অমরপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে মোমবাতি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। তৃণমূল নেতা-কর্মীরা মোমবাতি হাতে নিয়ে মৌন মিছিল নিয়ে শহর ঘুরেন। মিছিলটি অমরপুর হাসপাতাল চৌমুহনিস্থিত তৃণমূল ভবন থেকে শুরু করে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। এদিনের কর্মসূচি থেকে দাবি জানানো হয়েছে মুজিবর ইসলাম মজুমদারের উপর হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হোক। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সুবীর সেন ঘোষ, চঞ্চল দে, বিপ্লব সাহা প্রমুখ।

টেপানিয়ার ইকো পার্ক এখন খোলস মাত্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। রাজ্যের বিখ্যাত টেপানিয়া ইকো পার্ক এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি, যেমন খোয়াইয়ের বনবীথি বা অন্যান্য পার্কগুলি বন্ধ হয়ে গেছে,খোলা টেপানিয়ায় পর্যটকদের মন খুলে ঘুরে ফিরে আসার দিন আপাতত শেষ।

উদয়পুরের টেপানিয়া পার্ক, শহরের বারান্দায় একটি ছোট জঙ্গল রিসর্ট। এই মরসুমে প্রচুর মানুষ সেখানে যান, কিংবা যেতে চান। টেপানিয়া ইকো পার্কে মনের সুখে এখনও যাওয়া গেলেও, সেখানে পৌঁছানোর পরের অভিজ্ঞতা সুখী করে না।

পার্কে পাকা ঘরের শৌচাগার আছে, সেই শৌচাগারে ঢোকার উপায় নেই। শৌচাগার পর্যন্ত রাস্তাই আর বাকী নেই, তেমনি দরজা খুলে পড়ে আছে। প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে মান-সম্মান খোয়ানোর অবস্থা তৈরি হচ্ছে। বিশেষত মেয়ে-মহিলারা চূড়ান্ত সমস্যায় পড়ছেন।

পর্যটনমন্ত্রীর জেলায় এই পার্ক। পর্যটনমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় এবং শাসকদলের ছোট-বড় নেতারা পর্যটন শিল্পের বিপ্লবে যত টাকার ফুলের তোড়া আর উত্তরীয় খরচ করেছেন, সেই টাকার অর্ধেকও বোধহয় টেপানিয়ার মত পার্কে সবার জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা হয়ে যেত। মন্ত্রী মহাশয়ের যাওয়া-আসার পথেই পড়ে এই পার্ক। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে তৈরি হয়েছিল, এখন শুধু রক্ষণা বেক্ষণ করে রাখার পালা ছিল। তৈরি শৌচাগারকে ব্যবহারযোগ্য করে রাখার কথা ছিল।

বসরাই গোলাপ, কালো গোলাপ, রাজস্থানি গোলাপ, হরেক রঙের গোলাপের বাগানে এখন আর রঙ নেই, নেই প্রজাপতি, কারণ গোলাপ বাগানটাই উঠে গেছে।

তালিকা ধরলে, জলের ব্যবস্থা নেই। ওয়াচ টাওয়ারে যাওয়ার কোনও উপায় নেই, চারদিকে ঘন আগাছা, জংলা। বন্ধ ক্যাফেটেরিয়া। খাবারের জন্য কাছাকাছি কোনও ব্যবস্থাই নেই। বরঞ্চ আগের সামনের দিকের আকর্ষক চেহারাটাই পালটে গেছে, চেহারা যেন কোনও সরকারি গোয়েন্দা অফিস।

পিকনিক করার জায়গা আলাদা নেই। কান ফাটানো আওয়াজে যারা পিকনিক করতে যাননি, কিংবা উৎপাটাঙ নন, তাদের পক্ষে ''ইকোলজিকাল'' পার্কের অভিজ্ঞতা নেওয়া মুশকিলের। হাইকোর্টের একাধিক রুলিং থাকা সত্বেও যেমন দিন-রাত কান ফাটানো মাইক বাজে, বাজে নিষিদ্ধ এলাকাতেও, হাসপাতালের সামনেও সাইলেন্স জোন হয় না, তেমনি ইকো পার্কেও তার ব্যতিক্রম হয় না। যদিও বনে আওয়াজ করা যায় না। এই পার্ক বন দফতরের মালিকানায়। বনমন্ত্রী এই রাজ্যে কেউ আছেন কিনা সেটাই টের পাওয়া যায় না। পর্যটনমন্ত্রীও হুঁশ করে বেরিয়ে যান, তার চোখে পড়ে না, যদিও বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে শাসকদলের বাধার পর, নিজের সরকারের পুলিশকেও ধমকাতে পায়ে হেঁটেও পৌঁছে যান।

কনস্টেবল নিয়োগ নিয়ে বিক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। টিএসআর, এসপিও'র অফার বিতর্কের মধ্যেই পুলিশ কনস্টেবলের নিয়োগ শুরু হওয়ার আগেই বিক্ষোভ শুরু হয়ে গেছে। শনিবার পুলিশ সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে বয়সোত্তীর্ণ চাকরি প্রার্থী বেকাররা। এই যুবকরা ২০১৭ সালে পুলিশের নিয়োগ র‍্যালিতে অংশ নিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তারাই এদিন আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। যদিও পুলিশের কোনও আধিকারিক এই যুবকদের সঙ্গে কথা বলেননি। তবু তারা দাবি করে গেছেন যাতে নিয়োগ র‍্যালিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এই যুবকরা জানিয়েছেন, ২০১৭ সালে তারা পুলিশের কনস্টেবলের নিয়োগ র‍্যালিতে অংশ নিয়েছিলেন। উত্তীর্ণ হলেও ২০১৮ সালে রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হওয়ার পর তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দেয়। কিন্তু একটি কাগজ দেওয়া হয়েছিল। যেখানে লেখা হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে নিয়োগে তাদের বয়সের ক্ষেত্রে এককালীন ছাড় দেওয়া হবে। পুলিশ মহানির্দেশকের এমন একটি নির্দেশিকাও রয়েছে তাদের কাছে। গত ৬ জানুয়ারি ত্রিপুরা পুলিশ ৫০০ জন কনস্টেবল নিয়োগ করতে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এখানে ১০৩২৩ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বয়সের ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ মহানির্দেশকের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২০১৭ সালের ১৪০০ যুবক-যুবতি যারা টিকে ছিলেন তাদের কোনও ধরনের বয়সের ছাড়ের কথা বলা হয়নি। সব মিলিয়ে ১৪৫১ জন নিয়োগ প্রক্রিয়ার পরীক্ষায় তখন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এদিন পুলিশ মহানির্দেশকের সাথেই তারা দেখা করতে এসেছিলেন। আগামী ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে পুলিশের নিয়োগ র‍্যালি। এর আগেই রাজ্য পুলিশকে শেষ নিয়োগ র‍্যালিতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সবাইকে বয়সের ক্ষেত্রে এককালীন ছাড় দেওয়া হোক, এই দাবি করেছেন।

বেশি নুন খাওয়া হয়ে গিয়েছে? কোন্ কোন্ খাবার শরীরে লবনের মাত্রা কমাতে পারে

অনেক সময়ে রান্নায় বেশি নুন পড়ে যায়। বা প্রয়োজনের তুলনায় নুন বেশি খাওয়া হয়ে যায়। এটা শরীরের জন্য মোটেই ভালো নয়। কারণ অল্প নুন যেমন খুবই দরকারি, তেমনই অতিরিক্ত নুন স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

যে কোনও প্রাপ্তবয়স্কের জন্য রোজ এক চামচ নুনই যথেষ্ট। শরীরে সোডিয়ামের চাহিদার অনেকেটাই তাতে পূরণ হয়ে যায়। এর বেশি নুন খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

মূত্রের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে

রক্তচাপ মারাত্মক ভাবে বেড়ে যেতে পারে

হার্টের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়তে পারে, তাতে হৃদরোগের আশঙ্কাও বেড়ে যায়

প্রচণ্ড ঘাম হতে পারে

শরীর ফুলে যেতে পারে

পেটের গণ্ডগোল হতে পারে

এছাড়া বিভিন্ন জীবাণুকে মারতে পারে নুন। ফলে শরীরে বেশি নুন গেলে, শরীরে থাকা উপকারী ব্যাকটিরিয়া মারা যেতে পারে। ফলে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

কিন্তু অনেক সময়েই অতিরিক্ত নুন খাওয়া হয়ে যায়। সেই পরিস্থিতিতে শরীর থেকে অতিরিক্ত লবন দূর করতে কী করবেন? রইল কয়েকটি খাবারের সন্ধান। এগুলি অতিরিক্ত লবন দূর করতে সাহায্য করবে।

কলা: বেশি নুন খাওয়া হয়ে গিয়েছে? তাহলে ঠিক তার পরেই একটা কলা খেয়ে নিন। এতে হৃদরোগের আশঙ্কা কমবে। কলার পটাশিয়াম রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করবে।

দই: এটিও পটাশিয়ামে ভর্তি। বেশি নুন খেয়ে ফেললে, তারপরে কিছুটা দই খেয়ে নিতে পারেন। তাতেও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকবে। হৃদরোগের আশঙ্কা কমবে। তাছাড়া বেশি নুন খেয়ে ফেললে জিভ বিস্বাদ হয়ে যায়। সেই সমস্যাও কাটিয়ে দিতে পারে দই।

আদা চা: এটিও সোডিয়ামের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। ঘাম কমায়। ফলে শরীর শুকিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা কমে। শরীর ফুলে গেলে, সেটাও কমায় এই চা।

কিউয়ি: এটিতেও প্রচুর পটাশিয়াম। বেশি নুন খেয়ে ফেললে সোডিয়ামের মাত্রা কমাতে এটি দারুণ কাজ করে। মুখের স্বাদও দ্রুত ফিরিয়ে আনে এই ফল।

শীতে রক্তচাপ বাড়ে, কী করে নিয়ন্ত্রণে রাখবেন ব্লাড প্রেশার

শীতে অনেকেরই রক্তচাপ নিয়ে নানা সমস্যা হয়। বিশেষ করে যাঁদের বয়স ৬৫-র উপরে, তাঁদের এই সময়ে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নানা ধরনের পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। কারণ, শীতে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে, বাড়ে হৃদরোগের আশঙ্কাও। কেন বছরের এই সময়ে বাড়ে রক্তচাপ? চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, শীতে রক্তনালীগুলি কিছুটা সংকুচিত হয়ে যায়। তাই এই সময়ে রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয়। তাতেই রক্তচাপ বাড়ে। আর তার প্রভাব সোজা গিয়ে পড়ে হার্টে। কী করে এই রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করবেন? রইল কয়েকটি রাস্তার সন্ধান। কফি এবং মদ্যপান কমান: এই দু'টি পানীয়ই শরীরে গেলে তাপমাত্রা কমতে থাকে। তাতে

রক্তনালীগুলি আরও সংকুচিত হয়ে যেতে পারে। তাতে রক্তচাপ আরও বাড়বে। বাড়ির ভিতরে থাকলেও দিনে ২ কাপ কফি আর ১ গ্লাস মদের বেশি খাওয়া উচিত নয়। চর্বিযুক্ত খাবার কমান: যে সব খাবারে বেশি মাত্রা চর্বি আছে, সেগুলি খেলে প্রাথমিক ভাবে গরম লাগতে পারে। কিন্তু সেগুলি হজম করার পরে হঠাৎ করে শরীরের তাপমাত্রা নেমে যেতে পারে। তাতে রক্তচাপ বাড়বে। তাছাড়া এই খাবারগুলির কারণেই সরাসরি বাড়তে পারে রক্তচাপ। বেশি করে ফল খান: রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে মরসুমের ফলের কোনও তুলনা নেই। প্রতিদিন নিয়ম করে ফল খান। তাতে শরীরের জলের চাহিদা কিছুটা কমবে। আর ফলের পুষ্টিগুণ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করবে। ভালো করে গরমজামা: একটা মোটা গরমজামা নয়, স্তরে স্তরে কয়েকটি গরম জামা একসঙ্গে পরুন। তাতে শরীর আরও ভালো করে গরম হবে। শরীর যত গরম হবে, ততই নিয়ন্ত্রণে থাকবে রক্তচাপ। হাল্কা শরীরচর্চা: রোজ নিয়ম করে একটু এক্সারসাইজ করুন। তাতেও শরীর কিছুটা গরম হবে। এবং রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তবে চেষ্টা করবেন, বাইরে না গিয়ে ঘরের ভিতরেই শরীরচর্চা করুন।

হকিংয়ের মহাবিশ্ব

মহাবিশ্বের মহাসংগীত শুনেছিলেন হকিং, তাই হয়তো মৃত্যুর নিশি ডাক উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। নয়তো ২১ বছর বয়সে যিনি দুরারোগ্য মোটর নিউরন ডিজিজে আক্রান্ত হন, চিকিৎসকেরা বেঁধে দেন মাত্র দুই বছর আয়ু, সেই মৃত্যু পরোয়ানা মাথায় নিয়ে হকিং কিনা আরও পঞ্চান্ন বছর বেঁচে থাকেন, মহাবিশ্বের কোণে কোণে লুকিয়ে থাকা মণি-মুক্তা কুড়িয়ে আনেন দক্ষ ডুবুরির মতো। মহাবিশ্বকে বাদামের খোসার সঙ্গে তুলনা করা তাঁরই সাজে।

আক্ষরিক অর্থেই মহাবিশ্বকে হকিং দেখেছিলেন বাদামের খোসার মতো করে, লিখেছিলেন ইউনিভার্স ইন আ নাটশেল-এর মতো বই। তাঁর আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম-এর মতো বেস্ট সেলার হয়ে ওঠেনি সেটা, কিন্তু কালজয়ী হয়েছে নিশ্চয়ই। বইয়ে যেমনটি লিখেছেন সেভাবেই মহাবিশ্বকে দেখতে চেয়েছিলেন হকিং। ছোটবেলাতেই সেই আগ্রহের শুরু। কিন্তু মোটেও তিনি অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন না। তবে মধ্যম মানের সাদামাটা ছাত্রটিকেও বন্ধুরা 'আইনস্টাইন' বলে ডাকত। বন্ধুদের সেই অভিধা যে ভুল ছিল না, তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন কালের নায়ক হয়ে উঠে। যেমন করে গ্রিক সভ্যতায় নায়ক হয়ে উঠেছিলেন আর্কিমিডিস, রেনেসাঁর কালে গ্যালিলিও, নায়ক হয়েছিলেন নিউটন, তারপরে আইনস্টাইন। নায়ক হয়ে ওঠার পথে হাঁটতে গিয়ে, মহাবিশ্বকে বাদামের খোসায় বা হাতের মুঠোয় আনতে গিয়ে শুরুতেই তাঁকে হোঁচট খেতে হয়, মোটর নিউরনে আক্রান্ত হয়ে আক্ষরিক অর্থেই পঙ্গুত্ব বরণ করতে, ঠাঁই হয় হুইলচেয়ারে, দুটি মাত্র আঙুলই তাঁকে করে তোলে মহাবিশ্বের নিশ্চল নিরলস পরিব্রাজকে।

হুইলচেয়ারে বসেই হকিং বৈজ্ঞানিক জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাংসারিক জীবনও সামলে গেছেন বুক চিতিয়ে। বিয়ে করেছেন, তিন সন্তানের জনক হয়েছেন, সংসার ভেঙেছেন, আবার নিজের নার্সকে বিয়ে করেছেন এসব যেন আটপৌরে সাংসারিক মানুষের জীবনেরই আলেখ্যই। ঘর-সংসার, কর্তৃত্ব, পিতৃত্ব, বিচ্ছেদ সামলেও একমুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হননি মহাবিশ্বের কোণে কোণে ছড়িয়ে থাকা মহা রহস্যের কথা। তাঁর সেই পথচলায় সঙ্গী হয়েছেন আরেক পদার্থবিজ্ঞানী রজার পেনরোজ। অবশ্য পেনরোজের কাজই আগে। ব্ল্যাকহোলের তত্ত্ব দিতে গিয়ে সিঙ্গুলারিটি বা পরম বিন্দুর জন্য একটা গাণিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন পেনরোজ। সেই পরম বিন্দুর ধারণাটাকেই হকিং ধার করলেন মহাবিশ্বের শুরুর সময় ব্যাখ্যা করতে। বিরাট একটা নক্ষত্র যেমন আয়তন সংকুচিত করে, ভর একত্র করে একটা পরম বিন্দুতে গিয়ে সাঙ্গ করে তাঁর অন্তিম যাত্রা হকিং বললেন, জর্জ গ্যামো আর জর্জ লেমেত্রি যে বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের তত্ত্ব দিয়েছিলেন, সেটার শুরুটাও হয়েছিল একটা পরম বিন্দু থেকেই, যে বিন্দুতে আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ পদার্থবিদ্যার সব সূত্রই।

হকিংয়ের সবচেয়ে বড় কাজ মহাবিশ্বের সবচেয়ে রহস্যময় বস্তুটাকে নিয়েই। মহাবিস্ফোরণের মতো কৃষ্ণগহ্বরের ধারণাও বেরিয়ে এসেছিল আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা থেকেই। জার্মান বিজ্ঞানী কার্ল সোয়ার্জশিল্ড আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সমীকরণের সমাধান করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণগহ্বরের প্রাথমিক ধারণা। পরে রবার্ট ওপেনহাইমার, হার্টল্যান্ড স্নাইডাররা বেশ কিছুটা এগিয়ে নিয়েছিলেন কৃষ্ণগহ্বর তত্ত্বকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে সেই গবেষণা চাপা পড়ে যায় নিউক্লিয়ার বোমা গবেষণার নিচে। যুদ্ধ শেষে আবার সেটা বাঁচিয়ে তোলেন রয় কার, জেলদোভিচ, ডেনিস শিয়ামা, জন হুইলারের মতো বিজ্ঞানীরা।

কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্ত নিয়ে কাজ করতে গিয়েই হকিং জন্ম দেন হকিং বিকিরণের। নিউজিল্যান্ডের গণিতবিদ রয় কার সাধারণ আপেক্ষিকতার সমাধান করতে গিয়ে দেখেন, কৃষ্ণগহ্বর স্থির নয়। এটা ঘোরে পৃথিবীর আহ্নিক ঘূর্ণনের মতো নিজ অক্ষকে কেন্দ্র করে। তখন অনেকেই কারের এই সমাধানের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু স্টিফেন হকিং আর তাঁর সহকর্মী ব্রেন্ডন কার্টার দেখালেন, আসলেই কৃষ্ণগহ্বর নিজ অক্ষের চারপাশে ঘুরতে পারে। এটা দেখাতে গিয়েই হকিং পেলেন তাঁর বিখ্যাত হকিং বিকিরণের সন্ধান।

কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর কোনো বস্তুর আর বেরোনোর উপায় থাকে না। তাই কৃষ্ণগহ্বরের ভর বেড়েই চলে। সঙ্গে কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রফলও বাড়ে সমানতালে। সেই সঙ্গে বাড়ে কৃষ্ণগহ্বরের তাপমাত্রাও। এই ব্যাপারটার সঙ্গে কোথায় যেন এনট্রপির সম্পর্ক আছে। হকিং দেখলেন 'ঘটনা দিগন্তের ক্ষেত্রফল উপপাদ্য'-তে ক্ষেত্রফলের জায়গায় এনট্রপি বসিয়ে দিলে সেটা তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রে পরিণত হয়। কিন্তু হকিং বিষয়টাকে গুরুত্ব দিতে চাননি। গুরুত্ব দিলেন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ গবেষক জেকব বেকেনস্টাইন। কৃষ্ণগহ্বর শুধু ভর, চার্জ, আর কৌণিক বেগের তথ্য নিজের ভেতরে ধরে রাখে। আর কোনো তথ্যই তার থাকে না। আবার কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে ঢুকলে ফিরে আসতে পারে না আলোও। কোনো এনট্রপিওয়ালা বস্তু যদি কৃষ্ণগহ্বরের ভেতরে ফেলে দেওয়া হয়, সেই এনট্রপির কী হবে? কৃষ্ণগহ্বর তাহলে কি মহাবিশ্বের এনট্রপি কমিয়ে দেয়?

যদি এনট্রপি বিলীনই হয়, তাহলে তো তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের লঙ্ঘন! হকিং দেখালেন, কৃষ্ণগহ্বরের যদি এনট্রপি থাকে তাহলে এর তাপমাত্রা থাকাও উচিত। আর তাপমাত্রা থাকা মানেই সেটা কিছু না কিছু বিকিরণ করবে। কারণ সাধারণ যেকোনো বস্তুর যদি খুব সামান্য তাপমাত্রাও থাকে তাহলে সে বস্তুটি বিকিরণ করে। একে কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ বলে। সাধারণ অবস্থায় সেসব বিকিরণ চোখে পড়ে না, পরিমাণ খুব কম বলে। কৃষ্ণগহ্বরের হাত থেকে যদি তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে বাঁচাতে হয়, তাহলে এর তাপমাত্রা থাকতে হবে। আর তাপমাত্রা থাকা মানেই তার বিকিরণ থাকা। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের আদর্শ সংজ্ঞামতে কিছুতেই এ তাপমাত্রা থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং কৃষ্ণগহ্বরের ঘটনা দিগন্তকে তাপমাত্রার সঙ্গে তুলনা করতে চেয়েছিলেন যে হকিং, তিনিও পিছু

হটে এলেন। তিনি ভেবেছিলেন বেকেনস্টাইন তাঁর আবিষ্কারের অপব্যবহার করছেন। পরে হকিং তাঁর মনোভাব পাল্টান। একসময় স্বীকার করে নেন, বেকেনস্টাইনই ঠিক বলছেন।

হকিং বললেন, কৃষ্ণগহ্বরে বিকিরণ ঘটনা দিগন্তের ভেতর থেকে আসে না। বিকিরিত কণাগুলোর জন্ম ঘটনা দিগন্তের ঠিক বাইরে। বিকিরণ ঘটা মানে শক্তি কমে যাওয়া। ভর-শক্তি সংরক্ষণ সূত্র অনুসারে শক্তি কমে গেলে কৃষ্ণগহ্বরের ভরও কমতে থাকবে। তার মানে ক্রমাগত বিকিরণের কারণে ধীরে ধীরে কৃষ্ণগহ্বরের ভর কমে যাবে। ছোট হতে থাকবে কৃষ্ণগহ্বর। ভর যত কমবে, তত বাড়তে থাকবে তাপমাত্রা।

এখানেই আদর্শ কৃষ্ণবস্তু থেকে কৃষ্ণগহ্বরের পার্থক্য। আমাদের চির চেনা সব বস্তু এমনকি কৃষ্ণবস্তুও যত বিকিরণ নির্গত করে তত তাদের তাপমাত্রা কমতে থাকে। কৃষ্ণগহ্বর এর ঠিক উল্টো চরিত্রের। আবার আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর ক্ষেত্রে বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে তার বিকিরণ হারও কমে। কিন্তু কৃষ্ণগহ্বরের ক্ষেত্রেই এ ব্যাপারটিও উল্টো ঘটে। সময়ের সঙ্গে কৃষ্ণগহ্বরের ভর কমে, ফলে তাপমাত্রা যায় বেড়ে। আর তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর বিকিরণের হার বাড়ে। হকিং বললেন, শেষমেশ একটি কৃষ্ণগহ্বর ভর কমাতে কমাতে এবং বিকিরণের হার বাড়াতে বাড়াতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায়, তখন কৃষ্ণগহ্বরটি আর স্থিতিশীল থাকতে পারে না। একটা বিস্ফোরণে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যায়।

তাহলে কি কৃষ্ণবস্তুর মতো কৃষ্ণগহ্বরের ভেতর থেকে কি বিকিরণগুলো আসে? তাই যদি আসে তাহলে এই বিকিরণ থেকেই কৃষ্ণগহ্বরে ভেতরের খবর জানা যেতে পারে। হকিং বললেন, কৃষ্ণগহ্বরের বিকিরণ এর ভেতর থেকে আসে না। আসে ঘটনা দিগন্তের বাইরে থেকে। সেটা কীভাবে?

সেই পথ বাতলাতে গিয়েই হকিং নিলেন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার আশ্রয়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বলে শূন্যস্থান শূন্য নয়। সেখানে প্রতিমুহূর্তে তৈরি হচ্ছে কণা আর প্রতি কণার জোড়া। কিন্তু তারা খুব ক্ষণস্থায়ী। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। পড়ে থাকে শক্তি। সেই শক্তিই পরক্ষণে আবার একজোড়া কণা-প্রতিকণা তৈরি করে। এভাবেই প্রকৃতিতে চলছে ভার্চুয়াল কণাদের ভাঙা-গড়ার খেলা। ব্ল্যাকহোলের ঘটনা দিগন্তের খুব কাছেই তৈরি হয় যেসব ভার্চুয়াল কণার জোড়া, সেগুলো পরস্পরকে ধ্বংস করার আগেই একটা পড়ে যায় ঘটনা দিগন্তের ভেতরে। অন্য কণাটা ঘটনা দিগন্তে না-ও পড়তে পারে। ছুটে পালিয়ে আসতে পারে ঘটনা দিগন্ত থেকে অনেক দূরে। আসার সময় এ কণাটি কৃষ্ণগহ্বর থেকে শক্তির জোগান পায়। সেই শক্তিই বিকিরণ (হকিং বিকিরণ) করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কণাটি। ঘটনা দিগন্তের বাইরে তখন তৈরি হয় বিকিরণ-বলয়। সেই বিকরণ-বলয় দেখেই হদিস মেলে কৃষ্ণগহ্বরের। এটাই ছিল কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে হকিংয়ের সেরা কাজ। হকিং বিকিরণের পরীক্ষামূলক প্রমাণ এখনো মেলেনি। তাই নোবেলও দেওয়া হয়নি হকিংকে।

নোবেল তিনি পাননি, তবে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলেন স্টিফেন হকিং। জীবদ্দশায় এমন খ্যাতি পেয়েছিলেন কেবল আলবার্ট আইনস্টাইন। সেই খ্যাতির পেছনে কেউ কেউ তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধকার জন্য মানুষের সহানুভূতিকে প্রধান কারণ মনে করেন। কথাটার সত্যতার বিষয়ে কেউ জোর দিয়ে কিছু বলতে পারে না। কিন্তু বিশ্ব মিডিয়ায় হকিংকে নিয়ে এত তোলপাড়ের প্রধান কারণ তাঁর আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম বইটি। সেই সঙ্গে টক শো, কৌতুক নির্ভর রিয়েলিটি শো, টেলিফিল্ম, সিনেমায় তাঁর সদর্প উপস্থিতি তাঁর জনপ্রিয়তার পারদকে সব সময় শীর্ষে ধরে রেখেছে। ১৯৯২ সালে তাঁকে নিয়ে বানানো হয় হলিউডের বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার স্টিভেন স্পিলবার্গ নির্মাণ করেন আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম নামের একটি সিনেমা। কিন্তু সেটা বড় পরিসরে আলোর মুখ দেখেনি। এর বছর দুয়েক পর বানানো হয় 'স্টিফেন হকিংস ইউনিভার্স' নামের ছয় পর্বের একটি টিভি সিরিজ। ২০১৪ সালে নির্মাণ করা হয় দ্য থিওরি অব এভরিথিং নামের আরেকটি সিনেমা। ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় সিনেমাটি। দ্য থিওরি অব এভরিথিং সিনেমায় হকিংয়ের চরিত্রে অভিনয় করে এডি রেডমাইন জিতে নেন অস্কার। হকিং ডজন খানেক টিভি সিরিজে ও সিনেমায় অভিনয় করেছেন। অনেকে মনে করেন, তাঁর কাজের চেয়ে তাঁকে নিয়ে বানানো সিনেমা, তাঁর অভিনীত টিভি সিরিজ, তাঁর লেখা বই, তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাঁকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে। আসলেই কি তাই? নাকি উল্টো ব্যাপার তাঁর কারণেই বিখ্যাত হয়েছে তাঁকে নিয়ে বানানো, তাঁর অভিনয় করা সিনেমা-সিরিজগুলো?

হকিংয়ের এই জনপ্রিয়তার পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ, বিজ্ঞানকে গণমুখী করার তাঁর চেষ্টা। তিনি নিজে হুইলচেয়ারে বসে মহাবিশ্বের মন বোঝার চেষ্টা করে ক্ষান্ত হননি। তিনি নিজে যেভাবে মহাবিশ্ব দেখেছেন, মহাবিশ্বকে যেভাবে বুঝেছেন বা বুঝতে চেয়েছেন, সাধারণের উপযোগী করে বই লিখে সাধারণ মানুষকেও সেভাবে মহাবিশ্বকে দেখতে ও বুঝতে শিখিয়েছেন। ঠিক এ কারণেই তাঁর বই লন্ডন সানডে টাইমসে টানা ২৩৭ সপ্তাহ বেস্ট সেলার হয়েছে, বিক্রি হয়েছে লাখ লাখ কপি।

স্টিফেন হকিংয়ের জন্ম ১৯৪২ সালের ৮ জানুয়ারি, গ্যালিলিও তিনশতম মৃত্যুদিনে। বাবা ফ্রাঙ্ক হকিংও গবেষক ছিলেন। তবে জীববিজ্ঞানের। মা ইসোবেল হকিং ছিলেন সমাজকর্মী। ১৯৫০ সালে সেন্ট অ্যালবান্সে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সেখানে পড়াশোনা করেন। হকিং যখন বড় হলেন, তাঁর বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে ডাক্তারি পড়ুক। কিন্তু হকিংয়ের ইচ্ছা গণিতে পড়ার। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন গণিতের জন্য আলাদা কোনো বিভাগ ছিল না। তাই হকিং পদার্থবিজ্ঞানে ভর্তি হন। ভাগ্যিস হয়েছিলেন, নইলে আজ মহাবিশ্বের ইতিহাস যেমনটা লেখা হচ্ছে সেটা হয়তো অন্যরকম হত। অক্সফোর্ডে যখন পিএইচডি করছেন, তখনই হকিং অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাত-পা অসাড় হয়ে আসে। চিকিৎসকেরা জানান, তিনি মোটর নিউরন নামে দুরারোগ্য এক রোগে আক্রান্ত। বাঁচার সম্ভবনা একেবারেই নেই, মেরেকেটে আর দুবছর পৃথিবীর আলো-বাতাস নিতে পারবেন। কিন্তু হকিং দমে যাওয়ার পাত্র নয়। জীবনটাকে তিনি একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিলেন। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। হাঁটাচলা বন্ধ হয়ে যায়। হুইলচেয়ারে বসে শুরু তাঁর মহাজাগতিক পথচলা। ইতিমধ্যে জেন ওয়াইল্ডের সঙ্গে তাঁর প্রেম তুঙ্গে উঠেছে। তাঁকে বিয়েও করেন ১৯৬৫ সালে। জেনের ঘরে তিন সন্তান তাঁর-রবার্ট, লুসি আর টিমোথি। ১৯৯৫ সালে জেনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। সেবছরই তিনি তাঁর নার্স এলেন মেসন বিয়ে করেন। আশির দশকে হকিং বাকশক্তি হারান। গোটা শরীর অবশ হয়ে যায়। মাত্র দুটি আঙুল নাড়াতে পারতেন। দুই আঙুল আর কম্পিউটার ব্যবহার করেই তিনি মহাবিশ্বের স্বরূপ উন্মোচন করে গেছেন।

গত ১৪ মার্চ হকিং মারা গেলেন আইনস্টাইনের জন্মদিনে। তিনি আমাদের বিশ্বাস করতে শিখিয়ে গেলেন পদার্থবিদ্যার মহাবিশ্বে বাস করার অধিকার, সেটাকে জানার অধিকার বৈজ্ঞানিকদের যেমন আছে, স্কুলের গণ্ডি পেরুনো এক তরুণেরও সেটাতে সমান অধিকার। ঠিক এই কারণেই আজ আমাদের কাছে মহাবিশ্ব এত স্পষ্টরূপে ধরা দিয়েছে।

ফের সড়ক অবরোধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মহিলারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৮ জানুয়ারি।। প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত সাব্রুম ভূমিহীন টিলার নাগরিকদের জলের সমস্যার সমাধান হয়নি। তাই এক প্রকারে বাধ্য হয়ে শনিবার সকাল ১১টা থেকে ওই এলাকার মহিলারা সাব্রুম-আগরতলা সড়ক অবরোধ করেন। সাব্রুমের যুবশক্তি ক্লাব সংলগ্ন রাস্তার উপর মহিলারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের অভিযোগ, ১৫ থেকে ২০ দিন ধরে জলের সমস্যা চললেও কারোর কোনো হেলদোল নেই। তারা সংশ্লিষ্ট দফতরের শরণাপন্ন হলেও জলের ব্যবস্থা হয়নি। ওই এলাকায় ৩০ থেকে ৪০টি পরিবারের বসবাস। প্রমীলা বাহিনী সংবাদমাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে শুধুমাত্র একদিন গাড়ি করে জল সরবরাহ করা হয়েছিল। কিন্তু এরপর থেকে গাড়ির দেখা নেই। তবে সব পরিবারও জল পায়নি। মহিলারা জানান, এলাকার বিধায়ক নাকি আগের দিন ভূমিহীন টিলায় গিয়েছিলেন। তিনি নাকি প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসেন প্রতিদিন তিন গাড়ি করে জল সরবরাহ করা হবে। কিন্তু এদিন আন্দোলন শুরু করা পর্যন্ত বিধায়কের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক

জলের গাড়ি এলাকায় পৌঁছায়নি। মহিলারা জানান, যদি জলের সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তাহলে আন্দোলনের কোনো প্রয়োজন নেই। ঘন্টাখানেক ধরে মহিলাদের পথ অবরোধ চললেও বিধায়ক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্তা কেউই সেখানে ছুটে আসেননি। সেই কারণেও ক্ষোভ আরও বেড়ে যায়। এদিকে দূরপাল্লার গাড়িগুলি মহিলাদের অবরোধের জেরে মাঝ রাস্তায় আটকে পড়ে। এতে করে যাত্রীরা চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। অপর এক মহিলা জানান, আগে তাদের এলাকায় কোনো ধরনের সমস্যা ছিল না। জল-রাস্তাঘাট সবকিছুই ভালো ছিল। কিন্তু রেল আসার পর থেকেই তাদের সমস্যা বেড়ে যায়। পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়েও কোনো কাজ হয়নি। মহিলারা ক্ষোভের সাথে বলেন বিধায়ক নাকি নিজে থেকেই বলেছেন ওই এলাকায় এক গাড়ি জল দিয়ে হবে না। তাদেরকে প্রতিদিন দু-তিন গাড়ি করে জল দেওয়া হবে। কিন্তু সেই এক গাড়ি জলেরই দেখা মেলেনি। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক গাফিলতি আছে তা মহিলাদের আন্দোলনেই প্রমাণিত হয়েছে। ওই এলাকায় নাকি বিকল্প জলের কোনো উৎস নেই। সেই কারণেই সরকারের উপরই তাদের ভরসা। মহিলারা জানিয়ে দিয়েছেন যতদিন পর্যন্ত জলের সমস্যার সমাধান না হচ্ছে তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। দীর্ঘ সময় ধরে অবরোধ চলার পর পরে অবশ্য পুলিশকর্তারা সেখানে ছুটে আসেন। এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করেছে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা কতটা বাস্তব।

চুরির অভিযোগে আটক যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৮ জানুয়ারি।। শনিবার রাতে উদয়পুর জগন্নাথ দিঘির পাড় এলাকায় বাইক চুরির চেষ্টার অভিযোগে এক যুবককে আটক করা হয়। জানা গেছে, আটককৃত যুবকের নাম হরেকৃষ্ণ দেবনাথ। তার বাবার নাম খোকন দেবনাথ। বাড়ি টেপানিয়া এলাকায়। স্থানীয় লোকজনই তাকে আটক করে উত্তম-মধ্যম দেয়। অভিযুক্ত যুবক অবশ্য তার বিরুদ্ধে উঠা অভিযোগ অস্বীকার করে। পরবর্তী সময় যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে খবর। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই

যুবক একটি বাইক চুরি করে নেওয়ার সুযোগে ছিল। বাইকের লক ভাঙার জন্য চেষ্টা করে সে। কিন্তু বিষয়টি আশপাশের লোকজনের নজরে পড়ে যায়। তাই বাগে পেয়ে তাকে উত্তম-মধ্যম দেওয়া হয়। যদি সঠিক সময়ে স্থানীয় লোকজন বিষয়টি না দেখতে পেতেন, তাহলে হয়তো সেই বাইকটি আর খুঁজে পাওয়া যেতো না।

রহস্যজনকভাবে একই গ্রামের দুই বধূ উধাও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৮ জানুয়ারি।। রহস্যজনকভাবে একই ভিলেজের দুই বধূ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই ঘটনার পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে তা কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না। দু'জন একসাথেই কোথাও চলে গেছেন কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় দু'জনেরই ছোট্ট ছোট্ট সন্তান আছে। সন্তানদের বাড়িতে রেখেই তারা ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তবে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য তাদের উপর কোনোভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল কিনা তাও জানা নেই। উভয়ের স্বামী পৃথক পৃথকভাবে সংশ্লিষ্ট থানায় মিসিং ডায়েরি করেছেন। পুলিশ সূত্র অনুযায়ী তুইচাকমার রোহিনী চাকমাপাড়ার গোবিন্দ চাকমার স্ত্রী নিলিবুম চাকমা কবিরাজের বাড়িতে যাওয়ার কথা বলে শুক্রবার সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। কিন্তু এরপর থেকে তার কোনো হদিশ নেই। ৩ বছরের ছেলে এবং ৪ বছরের মেয়েকে নিয়ে বেকায়দায় পড়েছেন গোবিন্দ চাকমা। তিনি সন্তানদের সাথে নিয়ে স্ত্রীকে খুঁজতে আত্মীয়পরিজনদের বাড়িতে ছুটে যান। কিন্তু কোথাও গিয়ে স্ত্রী'র হদিশ পাননি। তাই বাধ্য হয়ে থানায় পুলিশের দ্বারস্থ হন। একইভাবে তুইচাকমা ভিলেজেরই টুটন চাকমা গন্ডাছড়া থানায় অভিযোগ করেছেন তার

স্ত্রী জয়া চাকমাও নিখোঁজ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দু'জনের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে বোঝা গেছে তারা দিল্লিতে আছেন। আদৌ তারা দিল্লি গেছেন কিনা তাও নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। একই সময়ে দুই বধূর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশের জালে ৯ বাংলাদেশি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ জানুয়ারি।। অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার অভিযোগে ৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে গ্রেফতার করে বাইখোড়া থানার পুলিশ। শুক্রবার রাতে জোলাইবাড়ি থেকে ৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের কাছে কিছু বাংলাদেশি টাকা এবং মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে তাদের কাছে খবর এসেছিল জোলাইবাড়িতে কিছু সংখ্যক সন্দেহভাজন লোকজন ঘোরাফেরা করছে। সেই খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে ছুটে আসে। ৯

জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোনো সদুত্তর পায়নি পুলিশ। তাই তাদেরকে থানায় নিয়ে আসা হয়। পরে নাকি তারা স্বীকার করে সবাই বাংলাদেশ থেকে এসেছে। তবে কি কারণে তাদের এদেশে আসা তা এখনও জানা যায়নি। ৯ জনের মধ্যে ৩ জন মহিলা, বাকি ৬ জন পুরুষ। শনিবার আইনি প্রক্রিয়া শেষে ডাক্তারি পরীক্ষার পর ৯ জনকে বিলোনিয়া আদালতে পেশ করা হয়। অপর একটি সূত্রে জানা গেছে, বিলোনিয়ার রতনপুর এডিসি ভিলেজের উচাইবাড়িতে বৌদ্ধ ভিক্ষুর শেষকৃত্য উপলক্ষে দেশ-বিদেশ থেকে অনেক লোক এসেছে। তারাও সেই কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার উদ্দেশে এপারে এসেছিল। তবে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করায় তাদের গ্রেফতার হতে হয়। প্রশ্ন উঠছে, তাদের মত আরও লোকজনও কি অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে এপারে এসেছে? আরক্ষা প্রশাসনের অবশ্য এ নিয়ে বিশেষ কোনো হেলদোল দেখা যায়নি। ৯ জন বাংলাদেশি নাগরিকের এপারে আসা নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর বড় প্রশ্ন দাঁড় করিয়েছে বলে মনে করছেন সবাই।

কলেজের সামনে আগুন ঘিরে আতঙ্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ট্রান্সফরমারের সঙ্গে সংযুক্ত বিদ্যুৎপরিবাহী তারের মধ্যে আচমকা আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় শহর আগরতলার উপকণ্ঠ উইমেন্স কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। শনিবার আচমকা বিদ্যুৎ ট্রান্সফরমারের আগুন পরিলক্ষিত করতে পারে পথচলতি সাধারণ মানুষেরা। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় দমকল কর্মীদের। যদিও দমকল কর্মীদের ছুটে আসার আগেই আগুন নিভে যায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, প্রায়শই এই ট্রান্সফরমারটিতে আগুনের ঝলকানি লক্ষ্য করা যায় এবং এতে করে আতঙ্কের পরিস্থিতি তৈরি হয়। বিশেষ করে উইমেন্স কলেজের সামনের এ ট্রান্সফরমারটি অতিসত্বর অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার আবেদন জানান এলাকাবাসীরা। কেননা যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন। কলেজ চলাকালীন সময়ে বহু ছাত্রী এই মহাবিদ্যালয়ে পড়তে আসে। এছাড়াও এ রাস্তাটি শহর আগরতলার ব্যস্ততম রাস্তাগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই এলাকাবাসীরা দাবি রেখেছেন সংশ্লিষ্ট দফতর যাতে এ বিষয়ে দ্রুত সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

খুনের অভিযুক্ত জেলহাজতে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ জানুয়ারি।। শুক্রবার রাতে পুলিশের হাতে গ্রেফতার খুনের অভিযুক্ত মানিক সিনহাকে জেলহাজতে পাঠালো আদালত। আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত তার জেলহাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই দিন পুনরায় তাকে বিশালগড় আদালতে পেশ করা হবে। তবে মানিক সিনহা'র ছেলে সুমন সিনহা এখনও পলাতক। গত ৩০ ডিসেম্বর বিশালগড় থানাধীন কলকলিয়া এলাকায় বাবা-ছেলের হাতে মার খেয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন টিটু সরকার। ওই ব্যক্তি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। গত ৩ জানুয়ারি টিটু সরকারের মৃত্যুর পর তার ছেলে মানিক সিনহা এবং সুমন সিনহার বিরুদ্ধে খুনের মামলা দায়ের করেন। এরপরই পুলিশ বাবা-ছেলেকে গ্রেফতারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মানিক সিনহাকে তারা গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। এখন সুমনকে গ্রেফতার করতে পুলিশ কত দিন সময় লাগায় সেটাই দেখার।

মার খেলেন পঞ্চায়েত সদস্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ জানুয়ারি।। পঞ্চায়েতে দায়িত্ব নেওয়ার পর নিজের গ্রামের মানুষের জন্য কি ধরনের কাজ করেছেন তা জনসম্মুখে তুলে ধরলেন তারই কাকা। সাথে বেধড়ক মার খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে ওই পঞ্চায়েত প্রতিনিধিকে। ঘটনা শনিবার সকালে মধুপুর থানাধীন অরবিন্দনগর এলাকায়। জানা গেছে, জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। দু'পক্ষই অবশ্য একে অপরের আত্মীয়। বলতে গেলে ঘরের মানুষ। অরবিন্দনগর পঞ্চায়েতের সদস্য বাদশা মিয়ার সাথে বাড়ির সীমানার মাটি কাটা নিয়ে ঝগড়া হয় তার খুড়তুতো ভাই ময়নাল মিয়ার। এক সময় তর্ক-বিতর্ক হাতাহাতিতে চলে যায়। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায় গিয়ে পৌঁছায়ে যে একে অপরকে মারধর করতে থাকেন। অস্ত্র নিয়েও একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তখনই ময়নাল মিয়া তার ভাই বাদশা মিয়াকে দা দিয়ে আঘাত করে। যার ফলে তার মাথা-সহ শরীরের অন্যান্য অংশে আঘাত লাগে। বাদশাও নাকি ময়নাল মিয়াকে আঘাত করেছে। বাদশাকে বাঁচাতে গিয়ে আহত হয়েছেন তার মা-বাবাও। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত উভয় পক্ষ থানায় একে অপরের

বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। বাদশার কাকা জানান, তাদের বাড়ির জমি ভাগ হওয়ার পর বাদশা মাটি কাটতে শুরু করেন। কিন্তু বাদশার কাকার পরিবার বলেছিল এক হাত জায়গা মাটি রেখে বাকিটা যেন কেটে ফেলা হয়। এ নিয়েই দু'দিন ধরে তাদের মধ্যে ঝামেলা চলে। শনিবার সকালে সেই ঝামেলা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের রূপ নেয়। পঞ্চায়েত সদস্য বাদশার কাকা অভিযোগ করেন, রাস্তার কাজে নিয়োজিত রেগা শ্রমিকদের নিয়ে মাটি কাটানো হচ্ছিল। সরকারি কাজ কোনোভাবেই ব্যক্তিগত হতে পারে না বলে তার অভিমত। আহত বাদশা মিয়াকে পরবর্তী সময় দমকল কর্মীরা উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসে। তার আগে ময়নাল মিয়াকে নিয়া আসা হয় মধুপুর হাসপাতালে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়।

অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বন্ধ বিপাকে রোগীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জানুয়ারি।। ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা আচমকা বন্ধ হয়ে থাকায় রোগী ও তাদের আত্মীয় পরিজনরা বিপাকে পড়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে ১০২ অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা বন্ধ হয়ে আছে। কবে নাগাদ পরিষেবা পুনরায় চালু হবে তারও কোন সুস্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়নি স্বাস্থ্য দফতরের তরফে। এদিকে সরকারিভাবে কোনো বিবৃতি না আসায় কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না কি কারণে পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। এদিকে শুক্রবার রাতেও ধর্মনগরের একজন মুমূর্ষু রোগীকে আগরতলায় স্থানান্তরিত করার জন্য ১০২ নম্বর ডায়েল করা হয়েছিল। কিন্তু অপর প্রান্ত থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় তাদের পরিষেবা আপাতত বন্ধ আছে। এরপর রোগীর পরিজন ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের সুপারের সাথে দেখা করলে তিনি বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু তারপরও ১০২ অ্যাম্বুলেন্সের পরিষেবা মেলেনি। এছাড়াও অন্য রোগীরা প্রতিনিয়ত ১০২ নম্বর ডায়েল করে চলেছেন পরিষেবার জন্য। কিন্তু কোথাও পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আগরতলাস্থিত কন্ট্রোল রুম থেকে শুক্রবারই সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়েছে সরকারের নির্দেশেই তাদের পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

জঙ্গলে বনভোজন, ক্ষুব্ধ নাগরিকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ৮ জানুয়ারি।। কমলাসাগরের কসবা দিঘির পাড়, মন্দির চত্বর এবং রাস্তার পাশে এখন আর বনভোজন করতে দেওয়া হবে না। কসবা মন্দিরের সোসাইটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন জঙ্গলে বনভোজন করতে হবে। যার ফলে ভ্রমণপিপাসুদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। শীতের মরশুমে প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে ভ্রমণপিপাসুরা মন্দিরে আসেন। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই আসেন বনভোজনের উদ্দেশে। এতদিন মন্দির চত্বরে কিংবা দিঘির পাড়ে বনভোজন করা হতো। কিন্তু এখন থেকে সেখানে আর বনভোজন করার সুযোগ নেই। অভিযোগ, জঙ্গলে বনভোজন করার নির্দেশ জারি হওয়ার পর থেকেই উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ কায়েম হয়েছে। যেহেতু, বনভোজনের জায়গাটি জঙ্গলে। তাই সেদিকে সবার নজর পড়ে না। একাংশ ভ্রমণপিপাসুরা পরিবার সমেত কসবা মন্দির আসেন। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তারা সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। তাদের মতে বনভোজনের জন্য অন্য কোনো জায়গা দেওয়া যেতো। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সোসাইটি কর্তৃপক্ষ কিংবা ব্লক প্রশাসন নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

রেল স্টেশনে পুলিশের অভিযান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৮ জানুয়ারি।। বিশালগড় রেলস্টেশনে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নেশা সামগ্রী আমদানি-রফতানি হয় বলে অভিযোগ। এক কথায় ওই এলাকাটি নেশা কারবারিদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। শনিবার দুপুরে আচমকা বিশালগড় থানার পুলিশ এক নেশা কারবারির গাড়িতে তল্লাশি চালায়। তার গাড়িটি স্টেশনেই রাখা ছিল। সাথে আরও দু-তিনটি গাড়িতেও তল্লাশি চালায়

পুলিশ বাহিনী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশকে খালি হাতে ফিরতে হয়। একবার দুই নেশা কারবারিকে রেল স্টেশন থেকে গ্রেফতার করার পর কিছুদিন কারবার বন্ধ ছিল। কিন্তু পুনরায় নেশার কারবার এবং অসামাজিক কাজকর্ম চলতে থাকে স্টেশন চত্বরে। উঠতি বয়সের ছেলেরা স্টেশনে বসেই নেশায় আসক্ত হচ্ছে। নেশা কারবারের রাঘববোয়ালরা প্রায়শই স্টেশন এলাকায় আনাগোনা করে। ফোন করার মাত্র ৫ থেকে ৭ মিনিটের মধ্যেই নেশা সেবনকারীদের হাতে পৌঁছে যায় সামগ্রী। আর নেশায় বুঁদ হয়ে ছেলেরা বিভিন্ন সময় বেআইনি কিংবা অসামাজিক কাজকর্ম করে চলে। পুলিশ সবকিছু জেনেও ব্যবস্থা গ্রহণ করে না বলে অভিযোগ। শনিবার দুপুরে বিশালগড় থানার পুলিশ রেল স্টেশনে চারটি গাড়িতে তল্লাশি চালালেও এর পেছনেও অন্য গল্প লুকিয়ে আছে বলেও অনেকে মনে করছেন। তবে যাদের গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে তারা যে নেশা কারবারের সাথে যুক্ত নয় তা কিন্তু বলার সুযোগ নেই। কারণ পুলিশ ভালো করেই জানে কারা এই ব্যবসার সাথে জড়িত।

১৮ থেকে ধর্মনগর বইমেলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জানুয়ারি।। ১৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ধর্মনগর বইমেলা। ৫ দিনব্যাপী মেলা হবে স্থানীয় বিবিআই ময়দানে। মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মেলায় ৫০টি স্টল খোলা হবে। সেখানে রাজ্য এবং বহির্রাজ্যের প্রকাশনা সংস্থা ছাড়াও আগরতলা, কাঞ্চনপুর, কৈলাসহর, কদমতলা, পানিসাগর থেকে আগত পুস্তক বিক্রেতারা অংশগ্রহণ করবেন। মেলায় প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতাদের তরফ থেকে বই বিক্রির উপর ১০ শতাংশ এবং পুর পরিষদের তরফ থেকে ৫ শতাংশ ছাড়ের ব্যবস্থা থাকছে। বইমেলাকে সফল রূপ দিতে পুর পরিষদ, জিলা পরিষদ, কদমতলা, কালাছড়া, যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতিগুলিও আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছে। বইমেলাকে সফল রূপ দেওয়ার জন্য উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করেছেন। মেলা কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন প্রদ্যোত দে সরকারকে। কমিটির আহ্বায়ক হয়েছেন মহকুমাশাসক কমলেশ ধর। মেলায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও চলবে। এছাড়া থাকছে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি। প্রতিদিন দুপুর ২টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলবে মেলা। সর্বশেষ ২০১৮ সালের মে মাসে ধর্মনগরে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মাঝে দুটি বছর করোনা পরিস্থিতির কারণে মেলা হয়নি।

পারিশ্রমিকের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৮ জানুয়ারি।। শতশত শ্রমিক এবং গাড়ি চালকরা শনিবার পারিশ্রমিকের দাবিতে তেলিয়ামুড়ার হাওয়াইবাড়ি এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। পরিস্থিতি একটা সময় খুবই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। সেই পরিস্থিতিতে আগুনে ঘৃতাহুতি দেন

ওএনজিসি'র এক কর্তা। তিনি ঘটনাস্থলে আসা সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধির ক্যামেরা ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। স্বাভাবিকভাবে এই ঘটনা দেখে উপস্থিত সবাই ক্ষেপে যান। ওএনজিসি'র প্রায় ১৪০০ অস্থায়ী কর্মী এদিনের আন্দোলনে শামিল হন। তাদের অভিযোগ, প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কাজের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে না। কয়েক মাস ধরে তারা কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু পারিশ্রমিক পাচ্ছেন না। বরং নতুন করে কাজ শুরু করার ফরমান জারি করা হচ্ছে। শ্রমিকরা এদিন ওএনজিসি'র কর্তা বিষ্ণু অরোরাকে ঘিরে ধরেন। বিক্ষোভের মুখে পড়ে তিনি কোনো কিছুই স্পষ্ট জবাব দিতে পারেননি। এদিকে, সকাল ১১টা থেকে জাতীয় সড়কের উপর বাঁশ ফেলে শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। কিন্তু কোনোভাবেই শ্রমিকদের বাগে আনা যাচ্ছিল না। শ্রমিকরা জানিয়ে দেন বকেয়া পারিশ্রমিক না পেলে তারা নতুন কাজ শুরু করবেন না। পাশাপাশি রাস্তা অবরোধও চলতে থাকবে। বেলা প্রায় সাড়ে ১২টা নাগাদ জাতীয় সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়। পরে ড্রপগেট এলাকায় এসপিও ক্যাম্পে শ্রমিকদের সাথে ওএনজিসি কর্তাদের আলোচনা হয়। সেখানে পুলিশ কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। এদিনের আন্দোলনের জেরে অনেক সাধারণ মানুষ ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। সবাই ওএনজিসি'র কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ জানান। কারণ অস্থায়ী শ্রমিকদের কাজ করিয়ে টাকা মিটিয়ে না দেওয়ার অভিযোগ আগেও উঠেছে। তবে তেলিয়ামুড়ায় এই ধরনের আন্দোলন প্রথমবার দেখা গেলো। শ্রমিকদের পাশাপাশি গাড়ি চালকরাও এদিন তাদের সাথে আন্দোলনে শামিল হন। তারা জানান, গাড়ির ভাড়া মিটিয়ে না দিয়ে ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় কাজ করতে হবে না। তখনই তারা প্রশ্ন তোলেন ভাড়া মিটিয়ে না দিয়ে কিভাবে তাদের চলে যেতে বলা হচ্ছে। ভাড়া মিটিয়ে দিলে তারা এমনিতেই চলে যাবেন। এই ধরনের পরিস্থিতি যাতে আগামী দিন না দেখা দেয় সেই দাবি জানিয়েছেন সকলেই।

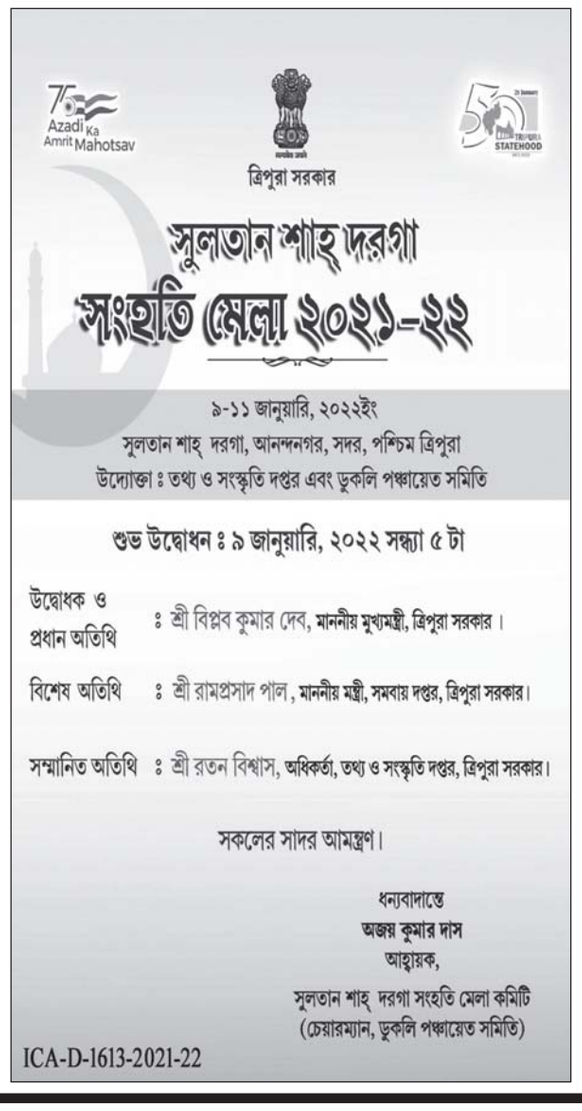

ওভারটেক করতে গিয়ে বিপত্তি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৮ জানুয়ারি।। রাজ্যে যান দুর্ঘটনা কিছুতেই পিছু হটছে না। প্রত্যেকদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যান দুর্ঘটনার খবর উঠে আসছে। যদিও এদিনের দুর্ঘটনায় কারোর আহত হওয়ার কোন খবর নেই। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি মারুতি অলটো গাড়ি। জানা যায়, ওভারটেক করতে গিয়েই ঘটে বিপত্তি। টিআর ০১ওয়াই ০৪৯৮ নম্বরের একটি মারুতি অলটো গাড়ি বিশ্রামগঞ্জ থেকে বিশালগড় এর দিকে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে বিশ্রামগঞ্জ পুষ্কর বাড়ি এলাকার জাতীয় সড়কে টিআর০৮১২১৫ নম্বরের একটি বাস গাড়ি হঠাৎ করে ওভারটেক করে। মারুতি অলটো গাড়িটির গা ঘেঁষে চলে যায় বাস গাড়িটি। অল্পেতে রক্ষা পায় অলটো গাড়ির চালক। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় অলটো গাড়িটি। কিন্তু বাস গাড়িটি দাঁড়ায়নি। যার ফলে অলটো গাড়ির চালক দ্রুতগতিতে বাস গাড়িটিকে ওভারটেক করে চড়িলাম বাজার স্ট্যান্ডে বাস গাড়ির সামনে হঠাৎ করে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। অল্পেতে রক্ষা পায় বাজার স্ট্যান্ড এলাকার বেশ কয়েকজন পথচারী। অলটো গাড়িটি বাস গাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায় অলটো গাড়ির চালক এবং বাস গাড়ির চালক ও যাত্রীদের মধ্যে। বাক-বিতণ্ডার জেরে জাতীয় সড়কে যানজট সৃষ্টি হয়। পরে বাস গাড়ির মালিক ক্ষতিগ্রস্ত গাড়িটিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিলে সমস্যা মিটে যায়।

সাপ্তাহিক রাশিফল

৯ই জানুয়ারি হতে ১৫ই জানুয়ারি

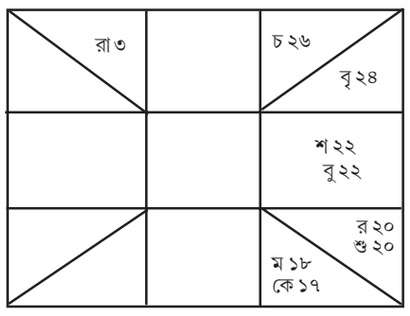

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও ড: নির্মল চন্দ্র লাহিড়ীর অ্যাফিমেরিস অনুসারে আলোচ্য সপ্তাহে সৌরমন্ডলে গ্রহ সমাবেশ এরূপ বৃষে সর্বগ্রাসী রাহু কৃত্তিকা নক্ষত্রে। বৃশ্চিকে রহস্যময় কেতু অনুরাধা নক্ষত্রে এবং দেব সেনাপতি মঙ্গল জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে। ধনুতে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য ও গ্রহরাজ রবি পূর্বষাঢ়া নক্ষত্রে। মকরে বালকগ্রহ বুধ ও ক্লীব শনি শ্রবণা নক্ষত্রে। কুম্ভে দেবগুরু বৃহস্পতি শতভিষা নক্ষত্রে। মীনে চন্দ্র উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে শুক্লা সপ্তমীতে অবস্থান নিয়ে শুরু হয়েছে। ৯ই জানুয়ারি হতে ১৫ই জানুয়ারি পর্যন্ত সপ্তাহটি। অধ্যক্ষ ডঃ সুনীল শাস্ত্রী (আগরতলা), মোবাইল ৯৪৩৬৪৫৪৯৯৫/ ৮৭৮৭৪৪৪৯৩৩ Email ID - sunildasbaran4995 @gmail.com.

মেষ রাশি ঃ রবি ও সোমবার — খরচ, দুশ্চিন্তা, সুখ-দুঃখ, দুর্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। লটারী, ফাটকা, জুয়া, শেয়ার বাজার ও সর্বপ্রকার অনুচিত কাজ থেকে বিরত থাকা সমীচীন হবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— আপনার মনোবল অনেকগুণ বাড়বে। মান-সম্মান, যশ ও প্রতিপত্তি বাড়বে। গৃহে আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে। সর্ব কাজেই সফলতার রাস্তা খুলবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে দিন তিনটি শুভ ফল দেবে। শুক্র ও শনিবার— ধন উপার্জনে ভাগ্যের সহায়তা পাবেন। হাত বাড়ালেই সফলতা বোধ হবে। আটকে থাকা সকল কাজেই সফলকাম হওয়ার যোগ রয়েছে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

বৃষ রাশি ঃ রবি ও সোমবার— চারিদিক থেকেই সফলতা বোধ হতে পারে। পাওনা টাকা আদায় হবে। আটকে থাকা কাজে সফলতা বোধ হবে। গৃহবাড়ি, ভূসম্পত্তি ও যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— ব্যবসায় মন্দা, কর্মে হয়রানিমূলক বদলির সম্ভাবনা আছে। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তা, বোধ করতে পারে। লটারী, ফাটকা, জুয়া ও শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ না করাই ভাল হবে। বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। শুক্র ও শনিবার— মনোবল, জনবল ও অর্থবলের সাথে সুনাম-যশ বাড়বে। ব্যবসায় শুভ ফলের আশা করতে পারেন। দীর্ঘদিনের পড়ে থাকা কোন কাজে সফলতা পাবেন। বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরীকৃত হবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

মিথুন রাশি ঃ রবি ও সোমবার— কর্ম প্রত্যাশীদের কর্মপ্রাপ্তির রাস্তা খুলবে। কর্মে শাস্তিমূলক আদেশ প্রত্যাহার হবে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ মান মর্যাদা বাড়বে। হারানো কর্মের প্রাপ্তি ঘটবে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— আপনার উন্নতির ধারা অব্যাহত থাকবে। কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের রাস্তা খুজে পাবেন। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। গৃহে নতুন আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে। শুক্র ও শনিবার— খরচ, দুশ্চিন্তা, সুখ-দুঃখ, দুর্দশা সমানতালে সংগঠিত হতে পারে। বাড়িতে কোন বয়স্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

কর্কট রাশি ঃ ররি ও সোমবার— ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার সাথে থাকবে। হাত বাড়ালেই সফলতা বোধ হওয়ায় মনে আনন্দ জাগবে। মামলা, মোকদ্দমার রায় পক্ষে আসবে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— কর্ম, যশ ও সুনাম প্রতিষ্ঠার গ্রাফ চাঙ্গা হয়ে উঠবে। কর্ম বা ব্যবসায় বড় রকমের কোন সুযোগ হাতের মুঠোয় আসতে পারে। নিত্যনতুন ব্যবসা বাণিজ্যের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। শুক্র ও শনিবার— দুর্ভাগ্য কেটে গিয়ে সৌভাগ্যের উদয় হবে। আটকে থাকা বাধা দূরীভূত হবে। গৃহে আসবাবপত্র, বস্ত্রালঙ্কার বা ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয় হতে পারে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

সিংহ রাশি ঃ রবি ও সোমবার— শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রদান করবে। যেমন আয় তেমন ব্যয় সম্পদের খাতে থাকবে শূন্য। লটারী, ফাটকা, জুয়া, ব্রোকারী ও দালালিতে বিনিয়োগ না করাই ভাল হবে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার—ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। ভূসম্পত্তি, গৃহবাড়ি বা যানবাহন, ক্রয়ের সুযোগ আসতে পারে। কাছেপিঠে ভ্রমণ বা দূর ভ্রমণ দু'টোই শুভ ফল পাবেন। সন্তানদের সাফল্যে গর্ব বোধ হবে। শুক্র ও শনিবার— বেকার যুবক-যুবতিরা কর্মপ্রাপ্তির সন্ধান পাবেন। কর্মে সুনাম, যশ ও পদোন্নতির রাস্তা খুলবে। ব্যবসায় শুভ ফলের আশা করতে পারেন। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

কন্যা রাশি ঃ রবি ও সোমবার— বিবাহ যোগ্যদের বিবাহ দিনক্ষণ স্থিরীকৃত হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে আলোর মুখ দর্শন হবে। প্রেমী যুগল প্রেমের স্বীকৃতি পাবেন। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— দিন তিনটিতে শুভাশুভ মিশ্র ফল পাবেন। যেমন আয় তেমন ব্যয় সম্পদের খাতে থাকবে শূন্য। চোর, চিটিংবাজ ও অজ্ঞাত পার্টির খপ্পরে পড়া থেকে সাবধানে থাকুন। দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে যানবাহন চলাচলে সাবধানতা অবলম্বন করুন। শুক্র ও শনিবার— ভাগ্য আপনার সাথে থাকবে। যে কাজেই হাত দেবেন কমবেশি সফলতা বোধ হবে। নিত্যনতুন প্ল্যান প্রোগ্রাম ও স্বপ্নস্বাদ পূরণের দিকে ধাবিত হবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

তুলা রাশি ঃ রবি ও সোমবার— সিজন্যাল রোগ ব্যাধির সাথে পুরাতন রোগ ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। মামলা মোকদ্দমায় শ্রম ও অর্থ দুটোই ব্যয় হবে কোন সফলতা আসবে না। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার --- অর্থাগমন ভালই হবে। বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের কথায় অগ্রগতি হবে। প্রেমিক-প্রেমিকার জন্যে সুবর্ণ সুযোগ আসবে। গৃহবাড়ি, ভূসম্পত্তি ও যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসবে। শুক্র ও শনিবার— শুভ অপেক্ষা অশুভ ফলের মাত্রা ভারি হয়ে থাকবে। দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে যানবাহন চলাচলে সাবধানতা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়। ভ্রমণকালীন সফলতা বাঞ্ছনীয় হবে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

বৃশ্চিক রাশি ঃ রবি ও সোমবার— সন্তানদের মনোবল অনেকগুণ বাড়বে। তাদের পড়াশোনায় ভাল ফলের আশা করতে পারেন। যোগ্য কর্ম বা উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমনের আশা পূর্ণ হবে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজেই মন বসবে না। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। জীবন সাথীর শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যে তেমন কোন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে না। শুক্র ও শনিবার— দাম্পত্য সুখ পেতে গেলে জীবন সাথীর মতামতকে গুরুত্ব দিন। আপনার রাগ-জেদ কমাতে পারলে অনেক সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

ধনু রাশি ঃ রবি ও সোমবার— কলহ বিবাদ উৎকট উৎকট ঝামেলা ও অপ্রীতিকর ঘটনা লেগেই থাকতে পারে। সহকর্মী ও অংশীদারদের সাথে সৎভাব বজায় রাখুন। গৃহ শান্তি পেতে গেলে জীবন সাথীর মতামতকে গুরুত্ব দিন। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— সন্তানদের গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ হবে। তাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় সফলকাম হয়ে উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলবে। কাছেপিঠে ভ্রমণের যোগ আছে। শুক্র ও শনিবার— ধনাগমের রাস্তা খোলা আছে। সিজন্যাল রোগ ব্যাধির সাথে পুরাতন রোগ ব্যাধির প্রকোপ বৃদ্ধি পেতে পারে। ভাগ্যের মান ৬০ শতাংশ।

মকর রাশি ঃ ররি ও সোমবার— ভাই-বোনদের সাথে কলহ বিবাদ মিটে যাবে। তাদের থেকে ভরপুর সাহার্য সহযোগিতা পাবেন। গৃহে অতিথি সমাগম হতে পারে। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেকগুণ বেড়ে যাবে। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হবে। সহকর্মী ও অংশীদারদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখবেন নতুবা অনর্থ ঘটতে পারে। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। শুক্র ও শনিবার— সন্তানদের নিয়ে দুশ্চিন্তা অনেকটা কমবে। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় গৌরব বোধ হবে এবং তাদের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলবে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

কুম্ভ রাশি ঃ রবি ও সোমবার— ধন উপার্জনের সকল পথই খোলা থাকবে। যে কাজেই হাত দেবেন কমবেশি সফলতা বোধ হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে আলোর মুখ দেখতে পারেন। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার— ভাই-বোন, আত্মীয় পরিজনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে প্রচার প্রসার ঘটবে। বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ স্থিরীকৃত হবে। শুক্র ও শনিবার --- গৃহে কলহকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। কলহ বিবাদ উৎকট উৎকট ঝামেলা ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য নয়ে দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

মীন রাশি ঃ রবি ও সোমবার— মনোবল, জনবল ও সুনাম-যশ বাড়বে। আপনি আপনার অধ্যবসায় ও শ্রমের পূর্ণ ফল পাবেন। প্রেমিক-প্রেমিকা তাদের প্রেমের স্বীকৃতি পাবেন। মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার --- ধনাগমের প্রবল যোগ আছে। ব্যবসা বাণিজ্যে সুফল পাবেন। দাঁত, চোখ ও মুখের সমস্যায় ভুগতে পারেন। নতুন কোন ব্যবসা শুরু করতে পারেন ভাল হবে। শুক্র ও শনিবার --- প্রতিবেশী বন্ধু-বান্ধব ভাল হবে। তাদের দ্বারা আপনার উপকার হবে। প্রেম রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

প্রশ্ন তুললেন সম্রাট

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত বিএ, বিএসসি, বিএড'র পঞ্চম ও সপ্তম সেমিস্টারের পরীক্ষা সূচি ঘোষণা হওয়ার পর বিভিন্ন পড়ুয়াদের তরফে 'আপত্তি' জানানো হয়েছিল। কারণ, কম সময়ের মধ্যে পরীক্ষা সূচি হঠাৎ করে ঘোষণা করায় পড়ুয়াদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাই বিষয়টি বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক মাসের সময় দিয়ে পরীক্ষা সূচি ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছিল। একই দাবি জানালেন, এনএসইউআই প্রদেশ সভাপতি সম্রাট রায়। তিনি বলেন, ১০ জানুয়ারি থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। অথচ গত কয়েকদিন আগে সে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলো। এক মাসের সময় দিয়ে পড়ুয়াদের পরীক্ষা সূচি ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়। এদিকে ঈশাণ, উদয় স্পেশাল স্কলারশিপ তালিকা প্রকাশ নিয়ে সম্রাট রায় বলেন, গত বছর এই তালিকায় অসঙ্গতি ছিল। এনএসইউআই এর সুষ্ঠু তদন্তের দাবি করেছিল। অসমে সিবিআই তদন্তেরও দাবি করেছিল এনএসইউআই। সদ্য প্রকাশিত এই স্কলারশিপের তালিকা প্রকাশিত

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বঞ্চিত এনআইটি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। ঈশাণ, উদয় বৃত্তি প্রদান প্রকল্পের মেধা তালিকা নিয়ে আবারও উঠলো গুরুতর অভিযোগ। ২০২০-২১'র তালিকা নিয়ে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। তারপর তালিকা বাতিল করার পর ২০২২-এ নতুন করে 'স্বচ্ছ' তালিকা প্রকাশ হয়। এই তালিকা প্রকাশ হতেই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে, এবারও তালিকায় অসঙ্গতি রয়েছে। অভিযোগ, এই তালিকায় ১০ হাজারের মতো মেধাবীদের নাম থাকলেও এনআইটি আগরতলা, মিজোরাম ও শিলচরের মেধাবীদের নাম নেই। এনআইটি আগরতলার তরফে মেধাবীরা অভিযোগ করেছে, এবারও এই তালিকায় যোগ্যদের বঞ্চিত করা হয়েছে। ঈষাণ, উদয় বৃত্তির তালিকা নিয়ে এনআইটি আগরতলার মেধাবীরা সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছে। যদিও ঈশাণ, উদয় নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

সমীর রঞ্জন বর্মণের বহিষ্কার এখনও বহাল, জানান বীরজিৎ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। কংগ্রেসের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী থেকে শেষ মুখ্যমন্ত্রী সবাই কংগ্রেস ছেড়েছেন। অন্য দলে গেছেন। আবার কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। যাওয়ার সময় সিংহ গর্জন করেছেন, আসার সময় ভিজে বিড়ালের ভূমিকায়। শুধু রাজ্যের প্রাক্তন কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রীরাই নয়, আরও অনেকেই কংগ্রেস ছেড়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ যাওয়ার সময় কংগ্রেস ভবনও ভাঙচুর করেছেন। আবার এই তাদেরই ফুলে-ফুলে বরণ করে নেওয়া হয়। এটাই কংগ্রেস— কথাগুলো বললেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা। তিনি এও জানান, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমীর রঞ্জন বর্মণও অন্য দলে গেছেন। তাকেও এআইসিসি বহিষ্কার করেছিল। কিন্তু এআইসিসি এখনও সমীর রঞ্জন বর্মণের বহিষ্কার প্রত্যাহার করে নেয়নি। আবার বিষয়টির নিষ্পত্তিও করা হয়নি। বীরজিৎ সিনহা এই তথ্য দিয়ে বলেছেন, কেনা কংগ্রেস ছেড়েছে? আবার কংগ্রেসেই ফিরে এসেছে তারা। কিন্তু তাদেরকে কংগ্রেসে ফিরে আসার পর অসম্মান করা হয়নি। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, সুবল ভৌমিক কংগ্রেস ছেড়েছেন। কত দলে যোগ দিয়েছেন। তা সকলেরই জানা। সুবল ভৌমিক আবার কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। কংগ্রেস তাকে যোগ্য সম্মান দিয়েছে। লোকসভার নির্বাচনেও প্রার্থী করেছে। সুবল ভৌমিক আবার কংগ্রেস ছেড়েছেন। বীরজিৎ সিনহা বলেন, কংগ্রেসের দরজা খোলা। যে কেউ যেতে পারে, আবার মন চাইলে আসতেও পারে। কংগ্রেসের দরজা কখনও বন্ধ হয় না। কারণ, সকলের জন্য উন্মুক্ত কংগ্রেসের দরজা। বীরজিৎ সিনহা বলেন, এ রাজ্যের রাজনীতিতে যাদেরকে পরিচয় দিয়েছে কংগ্রেস, বিধায়ক বানিয়েছে তারাই আবার অন্য দলে গেছে। তিনি এও বলেছেন, বর্তমান মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক হওয়ার কারণেই বিজেপি তাকে গ্রহণ করেছে। এমন অনেকগুলো উদাহরণ টেনে বীরজিৎ সিনহা বলেছেন, কংগ্রেস নেতা তৈরি করে। কংগ্রেসের নেতাদেরই অন্য দল বরণ করে নেয়। কংগ্রেস ভবনে এদিন আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বীরজিৎ সিনহা নানা বিষয়ে কথা বলেছেন। এদিন কংগ্রেস ভবনে আদিবাসী কংগ্রেসের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে আদিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ও সম্প্রদায় নেতাদের ডাকা হয়েছিল। বীরজিৎ সিনহা জানিয়েছেন, আদিবাসীদের ১৯টি সম্প্রদায় রয়েছে। কংগ্রেস দাবি করছে, প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের জন্য ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করার। অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শুধু আদিবাসি সম্প্রদায়ই নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্যও ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। এবার এই ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন করার দাবিতে 'ডিমান্ড কমিটি' গঠন করা হবে। এই ডিমান্ড কমিটি আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করবে। তাছাড়া এই ইস্যুতে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করার পাশাপাশি জাতীয়স্তরেও এ বিষয়টি নিয়ে যাওয়া হবে। সম্প্রদায়গত ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করার দাবিতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেও স্মারকলিপি প্রদান করার কথা বলেছেন বীরজিৎ সিনহা। তিনি বলেছেন, যদি রাষ্ট্রপতি ভবন এবং পিএমও অনুমতি না দেয় তাহলে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি পাঠানো হবে। তাছাড়া এ ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন করার দাবিতে দিল্লির যন্তরমন্তরেও কর্মসূচি সংগঠিত করার ঘোষণা দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

সদর কংগ্রেসের বৈঠক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। কংগ্রেস ভবনে সদর জেলা কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, প্রাক্তনমন্ত্রী লক্ষ্মী নাগ, প্রশান্ত সেন চৌধুরী, সদর জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুব্রত সিংহ সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংগঠনিক বিষয়, বিগত দিনের আন্দোলন কর্মসূচির বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়গুলোও তুলে ধরা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে কংগ্রেস বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে ময়দানমুখী। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজধানী কেন্দ্রীক কর্মসূচি রূপায়ণ কিংবা বাস্তবায়নে সদর জেলা কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। তাছাড়া সময়ের দাবিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও পালন করে থাকে সদর জেলা কংগ্রেস। এদিনের বৈঠকে বীরজিৎ সিনহা আগামী দিনের গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সদর জেলা কংগ্রেসকে ভূমিকা নিতে বলেছেন। তাছাড়া স্থানীয় ইস্যুতে আন্দোলন জারি রাখার বিষয়েও এদিনের বৈঠকে গুরুত্ব সহকারে নেতৃত্ব আলোচনা করেছেন।

'কালো দিবস' উপলক্ষে মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৮ জানুয়ারি।। ২০১৯ সালের আজকের দিনে জিরানিয়া মাধববাড়িতে সিএবি বিলকে কেন্দ্র করে আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। সেই আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়েছিল তিপ্রা মথা দলের কর্মীরা। এই দিনকে কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত করে তিপ্রা মথা দলের উদ্যোগে শনিবার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ি ব্লকের অধীনে কলসী বাজারে এক র‍্যালি ও বাজার সভা সংঘটিত করা হয়। কালো ব্যাজ পরিধান করে এই কালো দিবস পালন করে তিপ্রা মথা দলের কর্মী-সমর্থকরা। এদিন এই কালো দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ি তিপ্রা মথা দলের ব্লক প্রেসিডেন্ট হর মজুমদার ত্রিপুরা, ভাইস প্রেসিডেন্ট নারায়ণ রিয়াং, উদয় মানিক ত্রিপুরা, দক্ষিণ জেলা জোনালের জয়েন্ট চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং-সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা তিপ্রা মথা দলের বিভিন্ন দিকগুলি জনসম্মুখে তুলে ধরেন। এই কালো দিবস উদযাপন সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু তথ্য তুলে ধরেন দক্ষিণ জেলা জোনালের জয়েন্ট চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং। তিপ্রা মথা কর্তৃক আয়োজিত এদিনের এই অনুষ্ঠানে কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতির হার ছিলো লক্ষণীয়।

দেশব্যাপী ধর্মঘট, রাজ্যেও সফল করার আহ্বান শংকর-মানিক'র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। 'মানুষকে বাঁচাও, দেশ বাঁচাও' স্লোগানকে সামনে রেখে দু'দিনব্যাপী দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বানে কনভেনশন সংগঠিত হয়েছে। এই কনভেনশনে বক্তারা দাবি করেন, বর্তমান সরকার দেশের রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা থেকে শুরু করে সরকারের সম্পদ বিক্রি করে দিচ্ছে। আরও অভিযোগ, সরকারের নীতি দেশকে ধ্বংস করার। রবীন্দ্রভবনে আয়োজিত কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন মানিক দে, শংকর প্রসাদ দত্ত সহ অন্যান্যরা। প্রসঙ্গত, আগামী ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি আহুত ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সিআইটিইউ সহ দশটি ট্রেড ইউনিয়ন, গণসংগঠন ও ফেডারেশন সমূহের ডাকা এদিনের রবীন্দ্রভবনে আহুত কনভেনশনে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন জানানো হল। কনভেনশনে ট্রেড ইউনিয়ন ও গণ সংগঠনের ১২ দফা দাবি এবং এই মুহূর্তে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দাবি ১০৩২৩ শিক্ষকদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবি সহ একটি প্রস্তাব পেশ করেন সিআইটিইউর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক শঙ্কর প্রসাদ দত্ত। প্রস্তাব পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন দেশকে রক্ষা করা ও দেশের মানুষকে রক্ষাই আজ আশু কর্তব্য বলে দেশের সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠনগুলো মনে করছে। আরএসএস পরিচালিত বিজেপি নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার যে নীতিমালার মাধ্যমে দেশ শাসন করছে তাতে দেশব্যাপী মানুষের জীবন জীবিকা এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দুই ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। এর থেকে দেশবাসীকে বাঁচাতে এই ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছে এই মন্তব্য করে তিনি বলেন, আজকের কনভেনশনে মানুষ বাঁচাও দেশ বাঁচাও এর আহ্বান ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে মহকুমা স্তরে কবে কোন্ দিন কনভেনশন হবে তারও ঘোষণা দেন। ১০৩২৩ জন শিক্ষকদের নিয়ে ১৮র নির্বাচনের আগেই বড় বড় আশ্বাস দিয়েছিলেন যারা এখন তারা সবাই চুপ করে গিয়েছেন তিনি অভিযোগ করেন। তিনি তাদের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। এরপর তিনি আরও এগারো দফা দাবির কথা ঘোষণা করেন। এর আগে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সিটুর ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি মানিক দে কনভেনশনের শুরুতে বলেন কর্পোরেট বান্ধব বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেট স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যস্ত রয়েছেন, অথচ মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে জীবন-জীবিকা রক্ষা ব্যর্থ হচ্ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য আকাশছোঁয়া অথচ সরকার নীরব। তিনি অভিযোগ করেন রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে নতুন ভারতের। মানুষের অধিকার লুণ্ঠন করে দেশের সংবিধানকে সংকটে ফেলা হয়েছে সেই জন্যেই ডাক দেওয়া হয়েছে "মানুষ বাঁচাও দেশ বাঁচাও"। তিনি এই ধর্মঘটে লুটেরা ছাড়া সকল অংশের মানুষকে অংশ নিতে আহ্বান জানান। এদিকে, কনভেনশনে মানিক দে, রাধাচরণ দেববর্মা, মহুয়া রায়, ঝরনা দাস বৈদ্য, যুধিষ্ঠির দাস, রঘুনাথ সরকার, ও জয়গোবিন্দ দেবরায়কে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। শংকর প্রসাদ দত্তের আনা প্রস্তাবের ওপর পনেরোটি সংগঠনের নেতৃত্ব আলোচনা করেন এবং ধর্মঘটের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান। শুরুতে গণসংগীত পরিবেশন করেন সংস্কৃতি সমন্বয়ের শিল্পীরা। তবে দু'দিনব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের প্রচারে গোটা রাজ্যে কর্মসূচি সংগঠিত করছে বিভিন্ন সংগঠন। এদিনের কনভেনশনে বক্তারা যে বিষয়গুলোকে সামনে রেখে ধর্মঘট, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ত্রিপুরায় দু'দিনের ধর্মঘট কতটা সফল হবে তা সময়ই বলবে।

বৈরীদের হাতে নিহত লিটনের স্ত্রী পাচ্ছে না সরকারি চাকরি !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জানুয়ারি।। গত বছর ২৬ নভেম্বর উত্তর জেলার পানিসাগর মহকুমার দামছড়া থানাধীন জয়রামপাড়ার লিটন দেবনাথকে নিষিদ্ধ ঘোষিত বৈরীগোষ্ঠী এনএলএফটি কর্তৃক মধ্যরাত্রে অস্ত্রের মুখে অপহরণ এবং ৪৯ দিনের মাথায় লিটনের পচাগলা দেহ খেদাছড়া থানাধীন রানিপাড়া থেকে উদ্ধার হয়েছিল। লিটনের বিধবা স্ত্রী শিপ্রা নাথ ৪টি নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে অসহায় হয়ে গাছতলায় বাস করতে থাকে। তখন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, সংস্থা, রাজনৈতিক দল অসহায় শিপ্রার পাশে দাঁড়িয়ে দাবি তুলেছিল যেন ত্রিপুরা সরকারের প্রচলিত নীতি অনুযায়ী কমপেশনেট গ্রাউন্ডে বা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেন শিপ্রা নাথকে গ্রুপ-ডি পদে চাকরি প্রদান করা হয়। শিপ্রা নাথ সরকারি আধিকারিক যেমন জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং দামছড়া ব্লকের বিডিও'র নিকট প্রার্থনা করেছিল, সে কোনও অর্থ সাহায্য চায় না। ৪ জন নাবালক ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ, পড়াশুনা করিয়ে মানুষ করতে এবং স্থায়ী নিরাপদ ঠিকানা বা বাড়ি করতে হলে তাকে চাকরি প্রদান করতে হবে। পানিসাগরের বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাসকেও একই দাবি জানিয়েছিল শিপ্রা নাথ। যদিও ত্রিপুরা স

জানা অজানা

কালে কালে সূর্যের পানে অনুসন্ধান

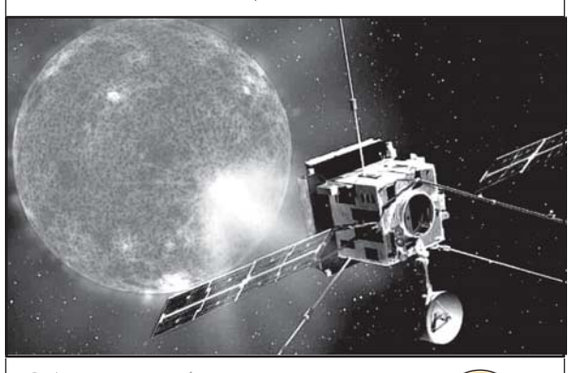

পর্ব ২

অতি-উত্তপ্ত গ্যাস। সূর্যের প্রবল তাপের কারণে সেসব গ্যাসের পরমাণুর ইলেকট্রন তাদের নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ থেকে বের হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, এই নভোযান সূর্যের এসব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে।

সৌরজগতে সূর্যের অধীন পুরো এলাকাকে ঘিরে একটি অঞ্চল আছে। সূর্য থেকে নিঃসৃত বিভিন্ন গ্যাসীয় কণা দিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। একে অনেকটা বলা যায় সৌরজগতের আবরণ। অনেকটা ডিমের মতো। ডিমের কুসুম হলো সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ এবং অন্যান্য দৃঢ় বস্তু। আর স্বচ্ছ অংশটি হলো আবরণ বা চার্জিত গ্যাসীয় অঞ্চল। এই আবরণকে ভালোভাবে বুঝতে নাসা ও ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির যৌথ প্রচেষ্টায় ১৯৯০ সালে উৎক্ষেপণ করা হয় নভোযান ইউলিসিস। সৌরজগৎ ও সৌরজগতের বাইরের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রদান করেছে এই নভোযান। ১৮ বছর ৮ মাস অবিরাম অনুসন্ধানের পর এর কার্যক্রম শেষ হয় ২০০৯ সালে।

শুধু যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপই নয়, মহাকাশ গবেষণায় অবদান রাখছে ভারত, চীন, জাপান সহ আরও অনেক দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের যেমন আছে নাসা, ইউরোপের যেমন আছে ইএসএ (বা ইসা) তেমনি জাপানের আছে জাক্সা। জাক্সা কর্তৃক প্রেরিত নভোযান ইয়োকোয়াহ। ১৯৯১ সালে প্রেরণ করা হয়েছিল একে। উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর কক্ষপথে থেকে এক্স-রে ও অন্যান্য স্পেকট্রাম বা বর্ণালীর সূর্যের ছবি তোলা। একটি সফট এক্স-রে টেলিস্কোপ, একটি হার্ড এক্স-রে টেলিস্কোপ, একটি ক্রিস্টাল স্পেকট্রোমিটার ও একটি ব্যান্ড স্পেকট্রোমিটার ছিল এর মধ্যে। এদের সাহায্যে সূর্যের অনেক অজানা রূপ বেরিয়ে এসেছে। সৌরঝড় সম্বন্ধে অনেক তথ্যও পাওয়া গেছে এর মাধ্যমে। ১৯৮০ সালে সৌরঝড় ও সূর্যে ঘটমান বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল নভোযান সোলার ম্যাক্স। কিন্তু পাঠানোর কিছুদিনের মধ্যে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। প্রায় চার বছর এটিকে সেই অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। পরে চ্যালেঞ্জার স্পেস শাটলের নভোচারীরা ১৯৮৪ সালে এর ত্রুটি সারিয়ে তোলেন। এরপর এটি কর্মক্ষম অবস্থায় দীর্ঘদিন থাকে। ১৯৮৯ সালে এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ভেতরে চলে আসে এবং বায়ুর সংঘর্ষে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। জাপানের জাক্সার প্রেরণ করা নভোযান ইয়োকোয়াহর সময়কাল শেষ হয়ে যায় ২০০১ সালে। এর পরবর্তী মিশন হিসেবে ২০০৬ সালে জাক্সা পাঠায় হিনোড নভোযান। উদ্দেশ্য সূর্যের করোনা এবং বাইরের স্তরের অতি-উত্তপ্ত পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করা। সূর্যের যে অংশের কথা বলা হচ্ছে তার তাপমাত্রা কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রি সেলসিয়াস। সূর্য থেকে সময়ে সময়ে বড় আকারের বিস্ফোরণ হয়। সেসবও পর্যবেক্ষণ করবে হিনোড। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, এর মাধ্যমে সৌর বিস্ফোরণ সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যাবে।

২০০৬ সালে স্টেরিও নভোযানের বিষয়টি চমকপ্রদ। এতকাল যত নভোযান পাঠানো হয়েছিল তার সবই ছিল এক অবস্থান থেকে পর্যবেক্ষণকারী। স্টেরিও মিশনে একসাথে পাঠানো হয় দুটি নভোযান। একটি স্টেরিও অগ্র, অপরটি স্টেরিও পশ্চাৎ। দুটোই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তবে একটি করে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে, অর্থাৎ পৃথিবীকে স্টেরিওর পেছনে রেখে। অন্যটি করে সূর্য ও পৃথিবী পার হয়ে, অর্থাৎ পৃথিবীকে সামনে রেখে। ফলে দুই যানের দুই অবস্থান থেকে একই জিনিসের আলাদা ছবি ওঠে। দুটি আলাদা অবস্থান থেকে তোলা একই জিনিসের ছবি বিশ্লেষণ করে বস্তুটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।

মানুষ যদি এক চোখ দিয়ে কোনো বস্তুকে দেখে তাহলে তার অবস্থান ও ত্রিমাত্রিক বর্ণনা সঠিকভাবে আসে না। দুই চোখের মিলিত দৃষ্টি এই ত্রুটি দূর করে পরিষ্কার ত্রিমাত্রিক ছবি প্রদান করে মস্তিষ্কে। এই নীতি ব্যবহার করেই স্টেরিও মহাকাশযানদ্বয় সূর্যে ঘটমান বিভিন্ন বিষয়ের ওপর উন্নতমানের ছবি সরবরাহ করে। ২০১৩ সালে পাঠানো হয় নভোযান আইরিস (IRIS)। ইন্টারফেস রিজিওন ইমেজিং স্পেকট্রোগ্রাফ বা সংক্ষেপে IRIS। এটি অনুসন্ধান করবে সূর্যের ভেতরকার পরিবেশ নিয়ে। সূর্যের ভেতরে পদার্থগুলো কীভাবে চলাচল করে, সেসব অঞ্চলে তাপ ও তাপমাত্রার বৈশিষ্ট্য কী ইত্যাদি। এগুলো ভালোভাবে জানতে পারলে সূর্যের গঠন ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা যাবে ভালোভাবে।

সূর্য গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি নেওয়া হয় এ বছর আগস্টে। এটিই এখন পর্যন্ত একমাত্র নভোযান, যেটি সূর্য্যকে খুব কাছ থেকে আবর্তন করবে। মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই অভিযানটি নিয়ে বিশ্বব্যাপী হয়েছে ব্যাপক হইচই। এতে পাঠানো টেলিস্কোপ বা ক্যামেরার ছবি তোলার ক্ষমতা প্রায় অবিশ্বাস্য। সূর্যের অত্যধিক তাপমাত্রায় যেন গলে না যায় কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তাপসহনশীল বিশেষ পদার্থ। ২০০৯ সালে এর বাজেট অনুমোদন দেওয়া হয় এবং নানা প্রক্রিয়া শেষে গত ১২ আগস্ট উৎক্ষেপণ করা হয়। সবকিছু ঠিক থাকলে এটি সূর্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্ঘাটন করতে যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভবিষ্যতে সূর্যের দিকে আরও নভোযান পাঠানো হবে। ২০২০ সালে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি পাঠাবে সোলার অরবিটার নামে আরেকটি নভোযান। পার্কার সোলার প্রোবের মতো এটিও সূর্য্যের কাছাকাছি গিয়ে সূর্যকে আবর্তন করবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যত উন্নত হবে, তত তাপসহনশীল নভোযান তৈরি করা যাবে। এমন একটা সময় হয়তো আসবে, যখন নভোযানগুলো খুব কাছ থেকে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করতে পারবে। আর এমন একটা সময় হয়তো আসবে, যখন বর্তমানের তুলনায় সূর্যের শক্তিকে হাজার গুণ বেশি কাজে লাগানো যাবে।

৫ রাজ্যে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা, ফলাফল ১০ মে

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি।। দেশে করোনা সংক্রমণ বেড়েই চলেছে। এই আবহে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হলেও শেষ পর্যন্ত নির্বাচনি নির্ঘণ্ট বাজিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তবে করোনা সংক্রমণ বৃদ্ধির শঙ্কাকে মাথায় রেখেই বিধিনিষেধ আরোপ করেই পাঁচ রাজ্যের ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করল নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন জানাল, উত্তরপ্রদেশে ৭ দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। যোগী রাজ্যে প্রথম দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১০ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় দফার নির্বাচন ১৪ ফেব্রুয়ারি। তৃতীয় দফা ২০ ফেব্রুয়ারি। চতুর্থ দফা ২৩ ফেব্রুয়ারি। পঞ্চম দফা ২৭ ফেব্রুয়ারি। ষষ্ঠ দফা ৩ মার্চ। সপ্তম ও শেষ দফা ৭ মার্চ। মণিপুরে হবে দু'দফায় ভোট। প্রথম দফা ২৭ ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণ হবে ৩ মার্চ। এছাড়া পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড ও গোয়ায় এক দফায় নির্বাচন হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। পাঁচ রাজ্যের ভোটের গণনা হবে ১০ মার্চ। দেশে করোনার সংক্রমণ ফের একবার বাড়তে শুরু করায় ভোট করানোর বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য কমিশনকে বলেছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। সেই মতো ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল কমিশন। দফায় দফায় আলোচনা হয়েছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সঙ্গেও বৈঠকে বসেছিলেন কমিশনের আধিকারিকরা। শেষ পর্যন্ত যাবতীয় সতর্কতা অবলম্বন করে ভোট করাতে তৈরি নির্বাচন কমিশন। এদিন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র জানান, আইন---শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রে যাতে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য ভোটমুখী সব রাজ্যে পর্যাপ্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে। কোভিড আবহের মধ্যে যেহেতু নির্বাচন হচ্ছে, তাই সমস্ত কোভিড বিধি মেনে নির্বাচন করানো হবে। প্রায় ১৬ শতাংশ বুথ বাড়ানো হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন সর্বোচ্চ ১, ২৫০ জন। ভোট এবং ভোটারদের রক্ষা করাই লক্ষ্য কমিশনের। জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। করোনা আক্রান্তদের জন্য থাকবে পোস্টাল ব্যালট। আশি ঊর্ধ্ব, বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্যও থাকবে পোস্টাল ব্যালটের ব্যবস্থা। মহিলাদের জন্য মহিলা পরিচালিত ভোটকেন্দ্র থাকবে। অন্তত ১৬২০টি মহিলা পরিচালিত ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হবে। এক লক্ষেরও বেশি বুথে ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। ভোট পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে ৯০০ পর্যবেক্ষক। কমিশন জানিয়েছে, প্রত্যেক দলকে তাদের প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য সবিস্তারে দলীয় ওয়েবসাইটে আপলোড করতে হবে। প্রার্থীদের কারও বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে কি না তা---ও জানাতে হবে। করোনা আবহে ভার্চুয়াল এবং ডিজিটাল মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারের উপর বেশি জোর দিতে হবে।

উত্তরপ্রদেশ	৭ দফায় ভোট ঃ ১০, ১৪, ২০, ২৩, ২৭ ফেব্রুয়ারি ও ৩, ৭ মার্চ
মণিপুর	দু'দফায় ভোট ঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি ও ৩ মার্চ
পাঞ্জাব	১৪ ফেব্রুয়ারি
উত্তরাখণ্ড	১৪ ফেব্রুয়ারি
গোয়া	১৪ ফেব্রুয়ারি

বাড়তে চলেছে দূরপাল্লার ট্রেনের ভাড়া!

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি।। ঘুরপথে দূরপাল্লার ট্রেনের ভাড়া বাড়তে চলেছে। টিকিটের মূল্য হিসেবে অতিরিক্ত ১০ থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত দিতে হতে পারে যাত্রীদের। ভবিষ্যতে উন্নত স্টেশনগুলিতে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া এবং স্টেশনের মানোন্নয়নের জন্য টিকিটের দামের উপর এই অতিরিক্ত টাকা ধার্য করতে চলেছেন রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের এক কর্তা সংবাদ সংস্থাকে বলেছেন, "এর ফলে আরও বেশি সংখ্যক স্টেশনের মানোন্নয়ন করা যেতে পারে।" সম্প্রতি সব জোনের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

'ঘুরপথে' চণ্ডীগড়ের মেয়র পদ দখল বিজেপির

চণ্ডীগড়, ৮ জানুয়ারি।। দেশের রাজনৈতিক মহলকে রীতিমতো স্তম্ভিত করে দিয়ে চণ্ডীগড় পুরভোটে চমকপ্রদ ফল করেছিল আম আদমি পার্টি। বিজেপি এবং কংগ্রেসকে পিছনে ফেলে এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পুরভোটে একক বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে এসেছিল আপ। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হল না। চণ্ডীগড় পুরসভার মেয়র পদ দখল করল সেই বিজেপিই। আপকে সন্তুষ্ট থাকতে হল সেই রানার্স-আপ হয়েই। চণ্ডীগড় পুরসভার নির্বাচনে ৩৫ আসনের মধ্যে ১৪টি আসন জিতে প্রথম স্থানে উঠে এসেছিল আম আদমি পার্টি। শাসকদল বিজেপি পেয়েছিল ১২টি আসন। কংগ্রেস জেতে ৮টি আসন। একটি আসন যায় শিরোমণি আকালি দলের খাতায়। কিন্তু নির্বাচনের পর পরই কংগ্রেসের এক কাউন্সিলর যোগ দেন বিজেপিতে। ফলে বিজেপির কাউন্সিলর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩। কংগ্রেসের কমে দাঁড়ায় ৭-এ। নিয়ম অনুযায়ী এই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির পুরনিগমের মেয়র নির্বাচনের সময় কাউন্সিলরদের পাশাপাশি ভোট দিতে পারেন স্থানীয় সাংসদও। শনিবার মেয়র নির্বাচনে কংগ্রেসের ৭ এবং অকালি দলের এক কাউন্সিলর অনুপস্থিত ছিলেন। যার ফলে পুরসভার মোট আসনসংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২৭। সেই সঙ্গে একজন সাংসদের ভোট যোগ করে দাঁড়ায় ২৮। হিসাব মতো আম আদমি পার্টির খাতায় নিজেদের ১৪ জন কাউন্সিলরের ভোট যাওয়ার কথা। বিজেপির খাতাতেও ১৩ জন কাউন্সিলর এবং সাংসদ মিলিয়ে মোট ১৪টি ভোট যাওয়ার কথা। কিন্তু ফলাফল ঘোষণার সময় প্রিসাইডিং অফিসার আপের এক কাউন্সিলরের ভোট বাতিল বলে গণ্য করেন। ফলে ১৪-১৩ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে মেয়র নির্বাচিত হন বিজেপির সরবজিৎ কৌর। যদিও এই ফলাফল মেনে নিতে নারাজ আপ। তাঁদের বক্তব্য, বিজেপি যেভাবে জিতল সেটা লজ্জাজনক। ভোট গণনা অন্তত সঠিকভাবে হওয়া উচিত ছিল। আবার কংগ্রেস বিঁধছে আপকেই। তাদের বক্তব্য, আপ যে বিজেপির বি টিম তা আবার প্রমাণ হয়ে গেল। কৌশলে তারা বিজেপিকে মেয়র পদে জিতিয়ে দিল।

নির্দেশ অমান্য করে কোভ্যাক্সিন ছাড়াও ১৫-১৮ বয়সিদের অন্য টিকা!

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি।। ছোটদের টিকাকরণে শুরুতেই সাফল্য এসেছে। প্রথম তিন দিনে ১ কোটির বেশি করোনা টিকাকরণ হয়েছিল ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের। যার পর দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানান কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। কিন্তু এদিন ছোটদের টিকাকরণ নিয়ে উদ্বেগের কথা শোনাল কোভ্যাক্সিনের নির্মাতা ভারত বায়োটেক। সংস্থার তরফে জানানো হল, তাদের কাছে খবর আছে কোভ্যাক্সিন ছাড়াও করোনার অন্য টিকা দেওয়া হচ্ছে ছোটদের। এই বিষয়ে ভারত বায়োটেক সাবধান করে জানিয়েছে, কোভ্যাক্সিনই ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের জন্য একমাত্র পরীক্ষিত বা ক্লিনিকালি অ্যাপ্রুভড করোনার টিকা। ফলে এর অন্যথা যেন কোনওভাবেই না হয়। উল্লেখ্য, ভারত বায়োটেকের তৈরি করোনা টিকা কোভ্যাক্সিনকে শিশুদের উপর জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছে সিলেক্ট এক্সপার্ট কমিটি। এর অন্যথা হলে তা ছোটদের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে বলেই ইঙ্গিত দিয়েছে সংস্থাটি। সংস্থার তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমরা খবর পাচ্ছি, কোথাও কোথাও ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সিদের কোভ্যাক্সিনের বদলে করোনার অন্য টিকা দেওয়া হচ্ছে। আমরা স্বাস্থ্যকর্মীদের কাছে অনুরোধ করছি, অনুগ্রহ করে আপনারা এই বিষয়টি খতিয়ে দেখুন এবং কেবলমাত্র কোভ্যাক্সিনই দিন ছোটদের।" নিজেদের বিবৃতিতে ভারত বায়োটেক আরও জানিয়েছে, "কোভ্যাক্সিন ২-১৮ বছর বয়সিদের নিরাপত্তা, শারীরিক সক্ষমতা ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ মূল্যায়নের পর ক্লিনিকাল ট্রায়ালের ভিত্তিতে অনুমোদন পেয়েছে। বর্তমানে, এটিই ভারতে শিশুদের জন্য একমাত্র অনুমোদিত করোনা ভ্যাকসিন।"

মিছিল-জনসভায় সাময়িক নিষেধাজ্ঞা, জোর ভার্চুয়ালে

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি।। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে টালমাটাল গোটা দেশ। দৈনিক সংক্রমণ দেড় লক্ষের দোরগোড়ায়। এমন পরিস্থিতিতে পাঁচ রাজ্যের ভোটের ঘণ্টা বাজিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শনিবার সাংবাদিক বৈঠক করে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করল তারা। মহামারী পরিস্থিতিতেও ৫ রাজ্যে ভোট করানো নিয়ে কমিশনের সাফাই, "সংবিধান মেনে সময়মতো ভোট করাতে বাধ্য কমিশন।" যদিও ভোটপ্রচার থেকে গণনা সর্বত্রই কোভিডবিধি মানা বাধ্যতামূলক বলে দাবি করেছে কমিশন। ৫ রাজ্যের নির্বাচনে ভোট প্রক্রিয়ায় কোভিডবিধি নিয়ে বলার শুরুতেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্রের উক্তি, "ইয়েকিন হো তো কোয়ি রাস্তা নিকলতা হ্যায়" অর্থাৎ 'ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়'। এদিন কমিশনের তরফে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে-সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত কোনও সভা বা পথসভা করা যাবে না। বিজয় মিছিলও করা যাবে না। জয়ী প্রার্থীর সঙ্গে সর্বোচ্চ ২ জন থাকতে পারবেন। বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচারের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে নিয়ে সর্বোচ্চ ৫ জন থাকতে পারবেন এবং কোভিডবিধি ভাঙলে কড়া ব্যবস্থা। ভোটের ডিউটিতে থাকা কর্মীরা দুটি করে ডোজ পাবেন। যাঁরা যাঁরা যোগ্য তাঁরা প্রিকশন ডোজও পাবেন। সব রাজ্যেই টিকাকরণের গতি বাড়ানো হবে। ইতিমধ্যে গোয়ায় ৯৫ শতাংশ মানুষ জোড়া ভ্যাকসিন পেয়ে গিয়েছেন। উত্তরাখণ্ড ৯৯.৯ শতাংশ প্রথম ডোজ এবং ৮৩ শতাংশ মানুষ দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন। উত্তরপ্রদেশে প্রথম ডোজ পেয়েছেন ৯০ শতাংশ মানুষ এবং ৫৩ শতাংশ পেয়েছেন দ্বিতীয় ডোজ। মণিপুর এবং পাঞ্জাবেও টিকাকরণের হার ভাল। এত নিয়মবিধির পর একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কোভিডবিধি মেনেই যখন ভোট হচ্ছে, তাহলে ভোটের দফা কমল কেন? ২০১৭ সালে ৮ দফায় ভোট হয়েছিল। এমনকী, বাংলায়ও বিধানসভা ভোট হয়েছিল ৮ দফায়। তাহলে এবার কেন দফা কমানো হল, উঠছে প্রশ্ন।

মঞ্চে উঠে বিজেপির বিধায়ককে চড় বৃদ্ধের

লখনউ, ৮ জানুয়ারি।। মঞ্চে বিজেপি বিধায়ক। মূর্তি উদ্বোধন করবেন। সামনে কর্মী-সমর্থকদের জমায়েত। হঠাৎই বিধায়কের সামনে এক বৃদ্ধের আগমন। বিধায়ক ভেবেছিলেন তাঁকে কিছু বলার জন্য বৃদ্ধ মঞ্চে এসেছেন। কিন্তু বিধায়ক উঠে দাঁড়াতেই বৃদ্ধ সপাটে একটা 'চড়' কষালেন তাঁর গালে! ভিড়ে ঠাসা সভায় আচমকা এমন ঘটনায় অপ্রস্তুত হয়ে যান বিধায়ক। অস্বস্তিতে পড়েন আয়োজকরা। তড়িঘড়ি কয়েক জন মঞ্চে উঠে আসেন। বৃদ্ধকে জোর করে মঞ্চ থেকে নামিয়েও দেন তাঁরা। মাত্র ২১ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্লিপিং। আর সেই ভিডিওই এখন ভাইরাল উত্তরপ্রদেশে। এই ভিডিওকে হাতিয়ার করেই ময়দানে বিরোধীরা এবং ভোটের আগে সরগরম উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি দিন তিনেক আগের। উন্নাওয়ের বিজেপি বিধায়ক পঙ্কজ গুপ্ত তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে একটি মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেখানেই এমন কাণ্ড ঘটে। জানা গিয়েছে ওই বৃদ্ধ এক জন কৃষক। কিন্তু কেন তিনি এ কাজ করলেন সেই রহস্যের সমাধান এখনও হয়নি। কারও প্ররোচনায় এ কাজ করেছেন কি না সে বিষয়েও কোনও তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি। এই ঘটনা নিয়ে সমাজবাদী পার্টির নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব বলেন, "কৃষক নেতা বিজেপি বিধায়কের গালে চড় মেরেছেন। এটা আসলে ওই বিধায়কের গালে নয়, চড়টা পড়েছে বিজেপি পরিচালিত যোগী সরকারের ব্যর্থ প্রশাসনের গালে। তাঁর সরকারের নীতি এবং একনায়কতন্ত্রের গালে।" বিরোধীরা যখন ঘটনাটি নিয়ে সোচ্চার হতে শুরু করেছে, তখন আত্মপক্ষ সমর্থনে ওই বৃদ্ধকেই পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করলেন বিধায়ক পঙ্কজ গুপ্ত। সেখানে বিজেপি বিধায়ক দাবি করেন, বিরোধীরা যেটাকে চড় বলে প্রমাণ করতে চাইছেন তা একাবারেই রাজনৈতিক স্বার্থে করা হচ্ছে। বিধায়কের কথায়, "বিরোধীরা প্রমাণ করতে চাইছে যে কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে। ওই বৃদ্ধ আমার বাবার মতো। এর আগেও এ ভাবে আমার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

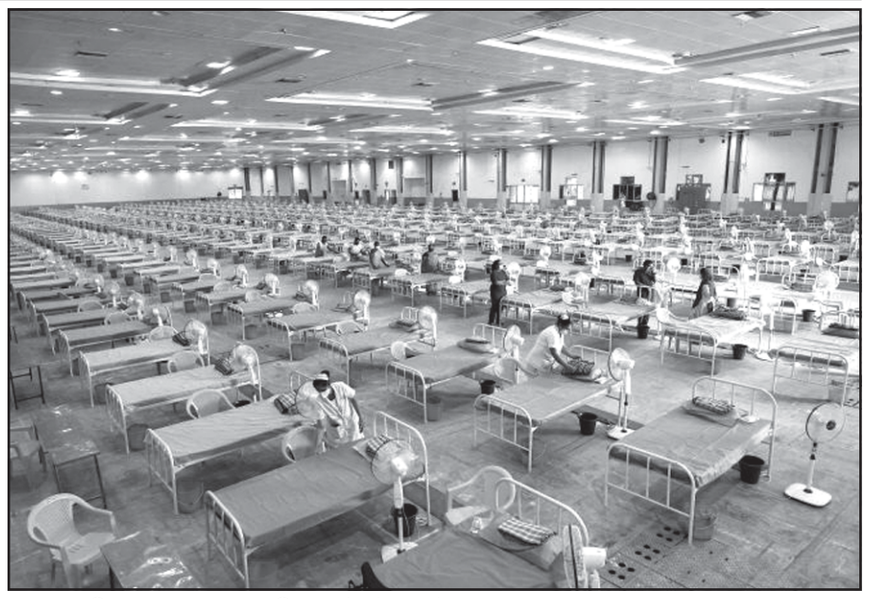

সংক্রমণ বৃদ্ধির জেরে আগাম প্রস্তুতি। চেন্নাই ট্রেড সেন্টারে খোলা হয়েছে ৯০০ বিছানার কোভিড আইসোলেশন ওয়ার্ড।

লাইফ স্টাইল

ওমিক্রন নিয়ে ভয়ে আছেন?

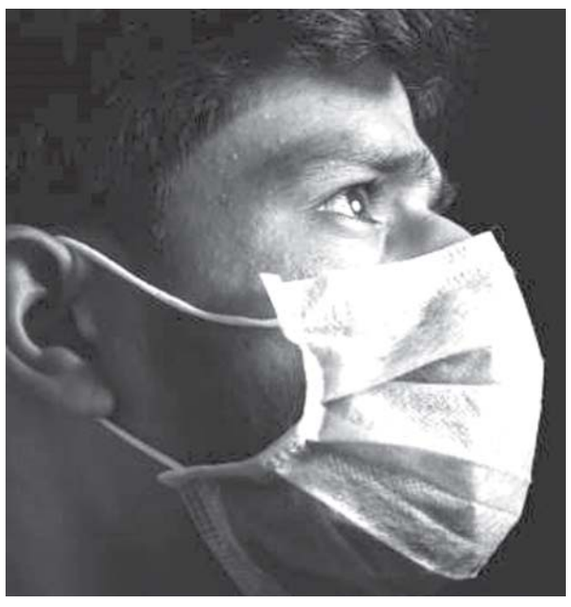

কয়েকটি বিষয় মনে রাখুন

প্রায় দু'বছর হতে চলল জীবন অনেকটাই অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। তার কারণ করোনা ভাইরাস। বাইরে বেরোনোর উপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ, পেশার জগতে অনিশ্চিয়তা, তার সঙ্গে নিজের এবং কাছের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা। সব মিলিয়ে করোনা মানসিক চাপ অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। দ্বিতীয় ঢেউ কমে যাওয়ার পরে অনেকেই ভেবেছিলেন, জীবন আবার স্বাভাবিক হতে চলেছে। কিন্তু ওমিক্রন সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে। আবার ফিরে এসেছে অনিশ্চয়তার আতঙ্ক। আবার ফিরে এসেছে মানসিক চাপ। কীভাবে সামলাবেন এই চাপ? দেশের নামজাদা মনোবিদ চাঁদনি তুগনাইত জানিয়েছেন এই সমস্যা থেকে বেরোনোর রাস্তার কথা। এই পরিস্থিতিতে কয়েকটি কথা মনে রাখতে বলছেন তিনি:

শরীরের যত্ন: যতটা সম্ভব শরীরের যত্ন নিন এই সময়ে। তাতে মনও ভালো থাকবে। সময়মতো খাওয়াদাওয়া করুন। পর্যাপ্ত সময় ঘুমোন। হাল্কা এক্সারসাইজ করুন। এবং অবশ্যই মোবাইল এবং কম্পিউটারের সামনে বেশিক্ষণ বসে থাকবেন না। স্ক্রিনটাইম কমান।

মনের যত্ন: এই উদ্বেগের সময়ে মনের যত্ন নেওয়াটাও দরকারি। রোজ কিছুটা সময় ব্রিদিং এক্সারসাইজ এবং মেডিটেশন করতে পারলে ভালো হয়। তাতে মন ভালো থাকবে।

আবেগ সামলান: প্রচুর নেগেটিভ মানসিকতা এই সময়ে ঘিরে ধরতে পারে। একা ঘরে থাকতে থাকতে কখনও কখনও কাউকে নিয়ে খুব বিরক্তি লাগতে পারে। কিন্তু হঠাৎ করে তাঁকে ফোন করে বা মেসেজ করে কিছু বলে ফেলবেন না। বা কারও সঙ্গে ঝগড়া করবেন না। দরকার হলে মনোবিদের পরামর্শ নিন।

যোগাযোগগুলি নষ্ট না হয়: যদি অফিসে যান, তাহলে তো কথাই নেই। যদি বাড়িতে থাকেন, তাহলেও অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখুন। দরকারে ফোন বা ভিডিয়ো কলে কথা বলুন নিয়ম করে। তাতে মন ভালো থাকবে। একা বা অসহায় লাগবে না।

মানসিকতাও ঠিক রাখুন: রোজ সারাক্ষণ কোভিড সংক্রান্ত খবরগুলি নিয়েই শুধু বসে থাকবেন না। তাতে মনের উপর চাপ বাড়বে। বরং অন্য ধরনের খবর দেখুন। হাল্কা বই পড়ুন বা সিনেমা দেখুন। তাতে মন ভালো থাকবে।

আজ রাখাল শিল্ডের ফাইনাল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ঃ আগামীকাল রাখাল শিল্ডের ফাইনাল ম্যাচ। বিশেষজ্ঞদের চোখে শক্তির বিচারে দুইটি দলই সমান। অর্থাৎ কেউই ফেভারিট কিংবা আন্ডারডগ নয়। ভিনরাজ্য এবং বিদেশি ফুটবলারে সমৃদ্ধ দুইটি দল। ফাইনালে উঠার পথে ফরোয়ার্ড ক্লাব কিংবা এগিয়ে চল সংঘ কোন দলকেই বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। এই অবস্থায় আগামীকাল একটি উপভোগ্য ম্যাচ দেখার প্রত্যাশায় ফুটবলপ্রেমীরা। প্রাথমিকভাবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-র। তবে করোনা পরিস্থিতি বেড়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী তার সমস্ত কর্মসূচি বাতিল করেছেন বলে খবর। তাই মুখ্যমন্ত্রীর অফিস থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, তিনি প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন না। তবে উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। ২০১৯-এ শেষবার রাখাল শিল্ড ফুটবল হয়েছিল। দুই বড় বাজেটের দল ফরোয়ার্ড এবং এগিয়ে চল সংঘ মুখোমুখি হয় ফাইনালে। বিদেশি ফুটবলার ভিক্টর-র গোলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ফরোয়ার্ড ক্লাব। এই বছরও ফরোয়ার্ড ক্লাবের হয়ে নামবে। ফাইনালেও মুখোমুখি হবে এই দুই দল। ফলাফল কি উল্টে দিতে পারবে এগিয়ে চল সংঘ? নাকি ফরোয়ার্ড ক্লাবই ফের শিরোপা অর্জন করবে? নিশ্চিত নয় বিশেষজ্ঞরা। ফাইনালের আগে দুইটি দলই শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ২০১৯-এ এগিয়ে চল সংঘের কোচ ছিলেন সুভাষ বোস। আর এবার সুভাষ বোস-র দায়িত্বে ফরোয়ার্ড ক্লাব। দল নিয়ে তিনি আশাবাদী। প্রতিপক্ষ এগিয়ে চল সংঘ-কে খুব সমীহ করছেন। তাদের বিদেশি ফুটবলার অ্যারিস্টাইড বেশ ভালো ফুটবলার বলে জানিয়েছেন। গতি, বল কন্ট্রোল এবং টার্নিং একজন আক্রমণ ভাগের ফুটবলারের সমস্ত গুণই তার মধ্যে রয়েছে। তারপরও তাকে আলাদাভাবে মার্ক করার কোন পরিকল্পনা নেই ফরোয়ার্ড কোচের। তার স্পষ্ট কথা, ১১ জন খেলবে ১১ জনের বিরুদ্ধে। সেখানে আলাদা করে মার্কিং-র প্রশ্নই নেই। রাজীব সাধন জমাতিয়া, দেবাশিস রাই-রাও ছন্দে আছে। তারপরও ফরোয়ার্ড কোচ আত্মবিশ্বাসী যে, তার দল যদি স্বাভাবিক ছন্দে খেলতে পারে তবে জয় আসবেই। ফুটবলারদের ভালো খেলার ব্যাপারে তিনি ১০০ শতাংশ আশাবাদী। সমস্যা একটাই, প্রথম একাদশের কয়েকজন ফুটবলারের হাল্কা চোট রয়েছে। এগিয়ে চল সংঘও এদিন শেষ প্রস্তুতি সেরে নিয়েছে। দুই দলের নতুন ফুটবলারদের কাল প্রথম একাদশে দেখার সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হলো, ম্যাচ ৫০-৫০। দুইটি দলেরই আক্রমণভাগ খুব ভালো। কিন্তু ডিফেন্স নিয়ে সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করে আগের ম্যাচে বীরেন্দ্র ক্লাবের বিরুদ্ধে এগিয়ে চল সংঘের দুই স্টপারকে মোটেই স্বচ্ছন্দ্য দেখায়নি। যে দলের ডিফেন্স ছন্দে থাকবে তাদেরই জেতার সম্ভাবনা বেশি। কারণ মাঝমাঠ এবং আক্রমণভাগে শক্তির নিরীখে দুইটি দলই সমান। এদিকে, চ্যাম্পিয়ন দলকে ৪০ হাজার টাকা এবং রানার্সআপ দলকে ২০ হাজার টাকা প্রাইজমানি দেওয়া হবে। এই দুইটি পুরস্কার স্পনসর করেছেন ফুটবলপ্রেমী বাসুদেব চৌধুরী।

আজ রাজ্যভিত্তিক টেনিসের ফাইনাল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ঃ ২৫-তম রাজ্যভিত্তিক টেনিস প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের খেলা আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচের মধ্য দিয়ে আসরের সমাপ্তি হবে। বিকালে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হবে। শনিবার মালঞ্চ নিবাসের স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে আসরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে কয়েকটি ম্যাচ ছিল অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। পুরুষ সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে ইউকে মীণা ৮-৪ সেটে কৃষ্ণ দেববর্মা-কে, তরুণ কুমার ৮-৫ সেটে শুভাশিস দেববর্মা-কে, অমিত রিয়াং ৮-৫ সেটে ক্রিস্টাল দেববর্মা-কে এবং তুইজালান দেববর্মা ৮-১ সেটে রামগোপাল দেবনাথ-কে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। দুইটি সেমিফাইনাল এবং ফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল অনুষ্ঠিত হবে। এদিন মহিলা সিঙ্গলসের দুইটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। দীপমালা ৮-১ সেটে সৃশা চক্রবর্তী-কে এবং অস্মিতা রায় চৌধুরী ৮-১ সেটে শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য-কে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

হেমেন্দ্র স্মৃতি ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন বিএসএফ (এ)

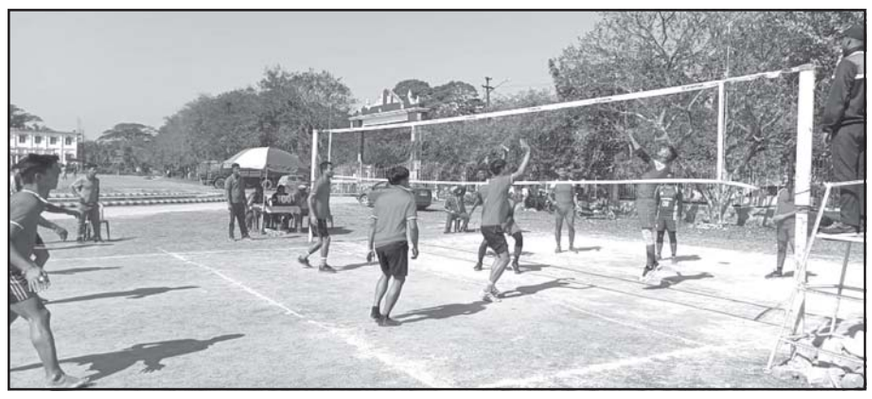

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ঃ হেমেন্দ্র স্মৃতি একদিনের ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলো বিএসএফ (এ)। শনিবার উমাকান্ত ভলিবল কোর্টে অনুষ্ঠিত হয় এই প্রতিযোগিতা। ফাইনালে বিএসএফ (এ) ২৬-২৪, ২৫-১৩ এবং ২৫-১৯ পয়েন্টে মানি কিক-কে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। প্রথম সেটে মানি কিক কিছুটা লড়াই করলেও পরের দুইটি সেটে সহজেই জয় ছিনিয়ে নিয়েছে বিএসএফ। প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয় বিএসএফ (বি) এবং এমবিবি ক্লাব। ম্যাচে বিএসএফ (বি) ২৫-১৮, ২৫-২০, ২৫-২৩ পয়েন্টে এমবিবি-কে হারিয়ে দেয়। হারলেও স্থানীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া এমবিবি দারুণ লড়াই উপহার দিয়েছে। আসরের দ্বিতীয় ম্যাচে বিএসএফ (এ) ২৫-১৭, ২৫-৯, ২৫-২৩ পয়েন্টে খুমুলুঙ-কে হারিয়ে দেয়। তৃতীয় ম্যাচে মুখোমুখি হয় মানি কিক বনাম বিএসএফ (বি)। অসাধারণ একটি ম্যাচ উপহার দিলো দুই দলের খেলোয়াড়রা। নিঃসন্দেহে প্রতিযোগিতার সেরা ম্যাচ। ম্যাচের পাল্লা বারবার উঠা-নামা করলো। দুই সেট পিছিয়ে থেকেও জয় ছিনিয়ে নিয়েছে মানি কিক। ম্যাচে মানি কিক ২০-২৫, ২১-২৫, ২৫-২০, ২৫-১৯, ১৫-১২ পয়েন্টে বিএসএফ (বি) দলকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। ফাইনালে বিএসএফ (এ) দলের কাছে পরাস্ত হয় মানি কিক। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুবাদে বিজয়ী দল পেলো ৫ হাজার টাকা। রানার্সআপ দল পেলো ৩ হাজার টাকা। প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছে মানি কিক-র মণীষ দেববর্মা। তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এক হাজার টাকা। এদিন সকালে উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ইউনাইটেড ফ্রেণ্ডস-র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মহিলা লিগের অবশিষ্ট সূচি ঘোষণা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ঃ ছয় দলীয় মহিলা ফুটবল লিগের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এই তিন ম্যাচের সূচি ঘোষণা করেছিল টিএফএ। এদিন অবশিষ্ট ম্যাচের ক্রীড়াসূচিও ঘোষণা করা হলো। আগামী ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা চলবে। আসরের ম্যাচগুলি হবে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে দ্বিতীয় পর্বের লিগ শুরু হবে। ওই দিন দুপুর আড়াইটায় চলমান সংঘ বনাম বিশ্রামগঞ্জ পিসি পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এদিকে, আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে সিনিয়র লিগ ফুটবলও শুরু হবে। এই কারণে ১১ জানুয়ারি থেকে

●এরপর দুইয়ের পাতায়

অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হলো অনুরাগ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব আয়োজিত দুই দিনব্যাপী প্রাইজমানি দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলো অনূর্ধ্ব ১২ পর্যায়ের দাবাড়ু অনুরাগ ভট্টাচার্য। ৫ রাউন্ডের আসরে পুরো ৫ পয়েন্ট পেয়ে শিরোপা অর্জন করলো অনুরাগ। মোট ৬১ জন দাবাড়ু এতে অংশগ্রহণ করে। শেষ রাউন্ডে অভিজ্ঞ দীপক চৌহান-কে পরাস্ত করে অনুরাগ। আসরে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছে যথাক্রমে দেবাঙ্গুর ব্যানার্জি ও অভিজ্ঞান ঘোষ। এছাড়া চতুর্থ থেকে নবম স্থানাধিকারীরা হলো—স্বর্ণদীপ নাথ, রণিত রায়, স্বপ্নিল দে, মেহেকদীপ গোপ, রোহিত বিশ্বাস, দিগন্ত রায়। অনূর্ধ্ব ৮ বিভাগে আরাধ্যা দাস, অনূর্ধ্ব ১০ বিভাগে রায়ান পাল, অনূর্ধ্ব ১২ বিভাগে আয়ুষ সাহা, শ্রেয়সী সাহা, সোমরাজ সাহা, অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগে তপোজিৎ মজুমদার, অনুরাগ সাহা, পৃথ্বীরাজ সাহা প্রথম তিনটি স্থান দখল করে। এছাড়া অনূর্ধ্ব ১৬ বিভাগে কৃত্তিকা সাহা, সেরা মহিলা দাবাড়ু মঞ্জিষ্ঠা দেবনাথ, সর্বকণিষ্ঠ দাবাড়ু নাভ্যা দে এবং বয়স্কতম

দাবাড়ু হিসাবে আশুতোষ দেবনাথ-কে নির্বাচিত করা হয়েছে। আসরের খেলাগুলি পরিচালনা করেন প্রদীপ কুমার রায় এবং মিঠুন পাল।

জয় দিয়ে শুরু করলো জম্পুইজলা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ঃ মহিলা ফুটবল লিগে জয় দিয়ে শুরু করলো জম্পুইজলা। শনিবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ২-০ গোলে হারিয়ে দিলো বিশ্রামগঞ্জ পিসি-কে। একটা সময় মহিলা ফুটবলে বেশ বড় নাম ছিল জম্পুইজলা। বস্তুতঃ মহিলা ফুটবলকে নিয়ন্ত্রণ করতো জম্পুইজলা এবং ত্রিপুরা পুলিশ। কোচ সুবোধ দেববর্মা-র হাত ধরে একের পর এক দক্ষ ফুটবলার উঠে এসেছিল। পরবর্তী সময়ে এই ফুটবলারদের একটা বড় অংশ পুলিশ এবং ক্রীড়া দফতরে চাকুরি পেয়ে যায়। এরপর থেকেই জম্পুইজলার ফুটবলে সেই রমরমাও শেষ হতে থাকে। রাজনৈতিক কারণে ফুটবল এখন আর জম্পুইজলায় সেরকম গুরুত্ব পায় না। যদিও একটা সময় শুধুমাত্র ফুটবলকে অবলম্বন করেই গোটা রাজ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল জম্পুইজলা। তবে বর্তমানে সেভাবে ফুটবলার উঠে আসছে না। মহিলা বা পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। এদিন জম্পুইজলার হয়ে যতটুকু খেললো তা পুরোনো ফুটবলাররাই। নতুন কয়েকজন অবশ্য মাঠে নেমেছে। তবে সেভাবে দাগ কাটতে পারেনি। কিল্লা, জম্পুইজলার মতো অঞ্চলগুলি ফুটবলকে অবলম্বন করেই বেঁচে আছে। এদের দরকার অতিরিক্ত সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। একদিকে কিল্লার মেয়েরা যখন উঠে আসছে, জম্পুইজলা তখন পিছিয়ে যাচ্ছে। বিষয়টা অবশ্যই চিন্তা করার বিষয়। একা সুবোধ দেববর্মা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন। তার বিকল্পও কেউ নেই। ফলে মহিলা ফুটবলারের সংখ্যাও কমে আসছে। এদিন বিশ্রামগঞ্জ পিসি-কে হারালেও তাদের খেলার মধ্যে সেই পুরোনো ঝলক ছিল না। ম্যাচের ৯ মিনিটে সুয়ারি দেববর্মা জম্পুইজলাকে এগিয়ে দেয়। ৪৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করে আইতরমা দেববর্মা। ২-০ গোলে ম্যাচ জিতে নেয় জম্পুইজলা। ম্যাচ পরিচালনা করেন শিবজ্যোতি চক্রবর্তী।

এগিয়ে চল-তে নতুন বিদেশি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ঃ রাখাল শিল্ডের ফাইনালের আগে শক্তি বৃদ্ধি করলো এগিয়ে চল সংঘ। আরও এক বিদেশি ফুটবলারকে দলে নিলো তারা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামীকাল ফাইনালে খেলতে নামবে ক্যামেরুনের রেয়ডেন গঞ্জো ইওয়ানে। কলকাতার প্রিমিয়ার লিগে রেলওয়ে এফসি-র হয়ে খেলেছে এই স্ট্রাইকার। ইতিমধ্যে এগিয়ে চল সংঘ-র অপর বিদেশি অ্যারিস্টাইড নিজের পারফরম্যান্সের জোরে দর্শকদের মনজয় করেছে। আগামীকাল দুই বিদেশি সম্বলিত এগিয়ে চল সংঘ কি করে সেদিকেই সবাই তাকিয়ে। দল হিসাবে এমনিতেই তারা বেশ শক্তিশালী। এরই মাঝে নতুন বিদেশি ফুটবলারকে এনে শক্তি বৃদ্ধি করেই রাখাল শিল্ডের ফাইনালে মাঠে নামছে মেলারমাঠের দলটি।

ভক্তদের হতাশ করলেন সচিন

মুম্বাই, ৮ জানুয়ারি।। ব্যাট হাতে ফের ক্রিকেট মাঠে তাঁকে খেলতে দেখার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তবে সমর্থকদের জন্য দুঃসংবাদ, 'লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট'-এ খেলতে দেখা যাবে না সচিন তেন্ডুলকরকে। শনিবার তাঁর ম্যানেজমেন্ট সংস্থার পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হতেই বিষণ্ণ ভক্তরা। সম্প্রতি টুইটারে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছিল এই লিগের আয়োজকদের তরফে, যেখানে ভারতীয় দলে 'ইন্ডিয়া মহারাজ'দের দেখানো হয়। অমিতাভ বচ্চনও ছিলেন ভিডিয়োতে। সেখানেই দেখা যায়, ভারতীয় দলের সদস্য হয়েছেন সচিন। এরপরেই ভক্তরা আনন্দে মেতে ওঠেন। কিন্তু পরে সচিনের সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, সচিন এই লিগে খেলবেন না। এরপরেই টুইটারে ভিডিয়োটি মুছে দেওয়া হয় ('লেজেন্ডস লিগ ক্রিকেট' শুরু হচ্ছে আগামী ২০ জানুয়ারি।

●এরপর দুইয়ের পাতায়

পুলিশ সপ্তাহে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৮ জানুয়ারি ঃ পুলিশ এবং সাংবাদিকদের মধ্যে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের মধ্য দিয়ে উত্তর জেলা পুলিশ শুরু করলো পুলিশ সপ্তাহ। সপ্তাহব্যাপী পুলিশের উদ্যোগে চলবে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি। তারই অঙ্গ হিসাবে শনিবার স্থানীয় শ্রীপুর মাঠে অনুষ্ঠিত হলো একটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ। কেক কেটে এবং সাদা পায়রা উড়িয়ে পুলিশ সপ্তাহের সূচনা করেন জেলার পুলিশ সুপার ভানু চক্রবর্তী। এছাড়া ছিলেন মহকুমার পুলিশ আধিকারিক কান্তা জাহাঙ্গির সহ অন্যান্যরা। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ধর্মনগর প্রেস ক্লাব ১৫ ওভারে করে ৯৪ রান। জবাবে ব্যাট করতে নেমে উত্তর জেলা পুলিশ ৭ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। ৩ উইকেটে জয় পায় তারা। ম্যাচের পর সমস্ত খেলোয়াড়দের অংশগ্রহণ করার জন্য জেলা পুলিশ সুপার ধন্যবাদ জানান। এদিন জেলা পুলিশ সুপার ছাড়াও আরক্ষা প্রশাসনের তরফে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডি ডার্লং, ধর্মনগর থানার বড়বাবু মিলন দত্ত সহ অন্যান্যরা।

আজ শহরে ফিরছে অমিত

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ঃ ব্যাঙ্গালুরুর এমসিএ-তে গত ৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছিল একটি শিবির। দেশের সম্ভাবনাময় কয়েকজন ক্রিকেটারকে দেখে নিতে চেয়েছিলেন জাতীয় নির্বাচকরা। এই শিবিরে সুযোগ পায় ত্রিপুরার প্রতিভাবান লেগস্পিনার অমিত আলি। এই শিবির শেষ হলো শনিবার। আগামীকাল সকাল এগারোটার বিমানে শহরে ফিরছে অমিত। বিমানবন্দর থেকে সরাসরি বিশালগড়স্থিত নিজবাড়িতে চলে যাবে। ত্রিপুরার প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে আইপিএল-র চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি-তে ট্রায়াল দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে অমিত। ট্রায়ালের পারফরম্যান্স তাকে সন্তুষ্ট করেছে। শেষ পর্যন্ত কি হয় সেটাই দেখার। দিল্লি ক্যাপিটেলসেও সুযোগ পেয়েছিল অমিত। তবে করোনা পরিস্থিতির কারণে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ট্রায়াল বাতিল করে দেয়। এরই পাশাপাশি এনসিএ-র শিবিরে ডাক পাওয়া অমিত-র ক্যারিয়ারে একটা টার্নিং পয়েন্ট বলা যায়। চিফ কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণ-র সাথে চারদিন সময় কাটিয়েছে অমিত আলি। চারদিনই উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান চেতন শর্মা। এনসিএ-র সমস্ত বোলিং কোচদের কাছ থেকে শিখতে পেরেছে অমিত। এককথায় রীতিমত আপ্লুত এই প্রতিভাবান লেগস্পিনার। ব্যাঙ্গালুরু থেকে ফোনে জানায়, এটা একটা বিশাল অভিজ্ঞতা। ভিভিএস লক্ষ্মণ, চেতন শর্মা-দের সামনে বোলিং করতে পেরেছি। কোচরা কত কিছু বুঝিয়েছেন। নতুন জিনিস আমার বোলিং-র সাথে যুক্ত করেছেন। এটাই তো পরম প্রাপ্তি। আশা করছি, আইপিএল-র ট্রায়াল এবং এনসিএ-র এই শিবির থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে আরও উন্নত করতে পারবো। ঘরোয়া ক্রিকেটে ত্রিপুরার হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি পেয়েছে অমিত। একটা স্বপ্নিল দৌড় সবে শুরু করেছে। কোথায় শেষ হবে তা আপাতত জানা নেই। তবে রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা নিশ্চিত রাজ্যের ক্রিকেটকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেবে এই প্রতিভাবান লেগস্পিনার।

জাতীয় জাজ-র স্বীকৃতি পেলো তনয়

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ঃ বডি বিল্ডিং এবং ফিটনেসে জাতীয় জাজ-র স্বীকৃতি পেলেন ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব তনয় দাস। তেলেঙ্গানার খাম্মামে ৬-৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় ১৩-তম মিস্টার ইন্ডিয়া বডি বিল্ডিং প্রতিযোগিতা। সেই সাথে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় জাজ-র পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান বডি বিল্ডার্স ফেডারেশনের উদ্যোগে এই পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। যা কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের স্বীকৃত। এতে ত্রিপুরা থেকে অংশ নিয়েছেন তনয় দাস। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৩৬ জন এই পরীক্ষায় বসেছিলেন। বেশ পারদর্শীতা দেখিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তনয়। ফলে আইবিবিএফ-র স্বীকৃত জাজ হলেন তনয়। নিয়ম অনুযায়ী, জাজ-দের প্রতি তিন বছর অন্তর পরীক্ষায় বসতে হয়।

টিসিএ-র মাথায় নাকি অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট

ডাবল ডোজ টিকা নিয়েও সিনিয়ররা ক্রিকেট মাঠে নামার সুযোগ পাচ্ছে না

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ঃ গোটা দেশেই যাদের এখনও করোনার টিকাকরণই শুরু হয়নি সেই অনূর্ধ্ব ১৫ ছেলেদের ক্রিকেট নিয়ে টিসিএ নাকি অতিমাত্রায় এখন উৎসাহী। টিসিএ-র উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটি নাকি এখন সদরের সাথে সাথে বিভিন্ন মহকুমাতে অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেটের উদ্যোগে নিতে চলছে। তবে টিসিএ-র কর্তাদের হয়তো মনে নেই যে, টিকাকরণ না হওয়ায় বিসিসিআই অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি সবার আগে বাতিল করেছে। যাদের অনেকদিন আগেই ডাবল ডোজ টিকাকরণ হয়ে গেছে সেই সিনিয়র বা অনূর্ধ্ব ১৮ ক্রিকেটারদের কথা মাথায় রেখে টিসিএ কিন্তু ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের দিকে যাচ্ছেই না। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, টিসিএ-র বর্তমান কমিটি বা টিসিএ-র ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ সমৃদ্ধ উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটির কাছে কি ক্লাব ক্রিকেটের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ সদর অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট? এদের কাছে কি রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেটের চেয়ে মহকুমা ১৫ ক্রিকেট বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অভিযোগ, টিসিএ-র উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটির অবস্থা নাকি ঠুঁটো জগন্নাথের মতো। এদের নাকি মাথা কাজ করে না। হাত-পা বাঁধা। তাই দুই সিজন ধরে গুরুত্বপূর্ণ আগরতলা ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেট এবং রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট বাদ দিয়ে এরা অনূর্ধ্ব ১৫, ১৪ ক্রিকেট নিয়ে মেতে আছে। ক্রিকেট মহলের বক্তব্য, যেহেতু টিকাকরণ না হওয়ায় খোদ বিসিসিআই অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেট বাতিল করেছে তাই টিসিএ-র আপাতত অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট বন্ধ রাখা উচিত। সেই জায়গায় অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের যেহেতু ডাবল ডোজ টিকাকরণ হয়ে গেছে তাই আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট এবং মহকুমা ক্রিকেট দ্রুত শুরু করা উচিত। যাদের বা যে সমস্ত ক্রিকেটারের ডাবল ডোজ দেওয়া আছে তাদের নিয়ে আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট এবং মহকুমাতেও ক্লাব ক্রিকেট শুরু করা যেতেই পারে। জানা গেছে, টিসিএ-র তথাকথিত উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটিতে নাকি টিসিএ-র কয়েকটি ক্লাবের প্রতিনিধিও রয়েছেন। ক্রিকেট মহল টিসিএ-র টুর্নামেন্ট কমিটিতে যে সমস্ত ক্লাব প্রতিনিধি রয়েছেন তাদের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ জানান। অভিযোগ, ক্লাব প্রতিনিধিরা হয়তো বিক্রি হয়ে গেছেন। তাই তারা ক্লাব ক্রিকেটের কথা বাদ দিয়ে কখনও অনূর্ধ্ব ১৪ কখনও অনূর্ধ্ব ১৫ ক্রিকেট নিয়ে মাঠ গরম রাখতে চাইছেন। প্রশ্ন, যেখানে টানা দুই সিজন ধরে আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ যেখানে ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ থাকায় ক্লাব এবং ক্রিকেটাররা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেখানে টিসিএ নিয়ে কি দায়িত্ব পালন করছেন ওই ক্লাব প্রতিনিধিরা? নিন্দুকেরা অবশ্য টিসিএ-র উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পর্কে অন্য গল্প বলেন। এই কমিটি নাকি কারণে-অকারণে পারলে প্রতিদিন বৈঠক করেন। বিনিময়ে নাকি প্রতি বৈঠকে এক হাজার টাকা এবং সঙ্গে দামি খাবার। অর্থাৎ নিজেদের ক্লাব গোল্লায় যাক, ক্লাব ক্রিকেট গোল্লায় যাক। প্রতি বৈঠকে এক হাজার টাকা পেলেই চলবে। অভিযোগ, উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটিতে গিয়ে কয়েকজন ক্লাব প্রতিনিধি নাকি ক্লাব ক্রিকেট, ক্রিকেটারদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজেদের পকেটে প্রতি বৈঠকে এক হাজার নিশ্চিত করেছেন। ক্রিকেট মহলের দাবি, অবিলম্বে টিসিএ-র উপদেষ্টা টুর্নামেন্ট কমিটিই ভেঙে দেওয়া উচিত।

করোনা যখন দরজায় কড়া নাড়ছে

স্কুল ক্রীড়ার অসমাপ্ত আসরগুলি ফেলে রাখা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি ঃ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতর এবং ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের চরম ব্যর্থতায় কি এবারও বিভিন্ন ইভেন্টের রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া এক প্রকার প্রহসনে পরিণত হবে? অভিযোগ, রাজ্যের স্বশাসিত ক্রীড়া সংস্থাগুলির জন্য সরকারি অনুদান বা সরকারি বরাদ্দ যখন প্রায় বন্ধ তখন ক্রীড়া দফতরের সরকারি স্কুল ক্রীড়ায় টাকার অভাব নেই। কিন্তু গত বছর মার্চ মাসের মধ্যে (২০২০-২১) খেলা শেষ করার নামে স্কুল ক্রীড়ার রাজ্য আসর ও জেলা আসরে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হলেও খেলা রীতিমত প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। আসলে জেলাভিত্তিক ও রাজ্যভিত্তিক আসরের সময় সূচি নির্ধারণেই নাকি ফাঁকি ছিল। সংঘপন্থী বা বিবেকানন্দপন্থী পিআই নেতাদের সাজানো ছকেই নাকি ধরা পড়েছিল ক্রীড়া দফতর ও স্কুল স্পোর্টস বোর্ড। অভিযোগ, দ্রুত খেলা শেষ করার নামে নাকি বিস্তর আর্থিক নয়-ছয় হয়েছে গত বছর। এই বছর শুরুটা ঠিকভাবে হলেও অদ্ভুতভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুল ক্রীড়ার বিভিন্ন জেলা ও রাজ্য আসর। স্কুলে স্কুলে পরীক্ষার কথা বলে জেলা ও রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া স্থগিত করা হলেও কবেই কিন্তু পরীক্ষা শেষ। কিন্তু অসমাপ্ত জেলা ও রাজ্যভিত্তিক খেলাগুলি শুরু করার কোন ঘোষণা এখনও সামনে আসেনি। মনে করা হচ্ছে, হয়তো এবারও হঠাৎ করে মার্চ মাসের মধ্যে খেলা শেষ করতে হবে বলে টাকা লুট শুরু হবে। জানা গেছে, অনেক জুনিয়র পিআই নাকি প্রস্তাব দিয়েছিলেন জানুয়ারির শুরুতেই বিভিন্ন জেলা ও রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার আসর শুরু করে দিতে। খবরে প্রকাশ, এখনও বেশ কিছু ইভেন্টের রাজ্যভিত্তিক আসর বাকি আছে। কিন্তু এগুলি কবে হবে তার কোন ঘোষণা নেই। এখন আশঙ্কা, মার্চ মাসে না এই সমস্ত রাজ্য আসরের আয়োজন করা হয়। শোনা যাচ্ছে, এখনও নাকি স্কুল ক্রীড়ায় অসমাপ্ত আসর নিয়ে কোন আলোচনা বা ঘোষণা হয়নি। তবে দেশে যেভাবে করোনা বাড়ছে তাতে কিন্তু রাজ্যে আগামী দিনে করোনা বাড়তে পারে। ফলে স্কুল ক্রীড়ার অসমাপ্ত আসরগুলি নিয়ে একটা শঙ্কা তৈরি হচ্ছে। জানুয়ারি মাসের শুরুতেই যদি অসমাপ্ত রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়ার আসরগুলি করে নেওয়া হতো তাহলে হয়তো কোন সমস্যার চিন্তা থাকতো না। এই প্রসঙ্গে কয়েকজন জুনিয়র পিআই বলেন, এখন যদি খেলাগুলি করা না হয় তাহলে পরে সমস্যা হতে পারে। স্কুল ক্রীড়া নিয়ে গত বছর কিন্তু অনেক ফাঁকির খেলা হয়েছে বলে অভিযোগ, আর এসব ফাঁকির খেলার পেছনে নাকি মাথা হিসাবে কাজ করেছে সংঘপন্থী তথা বিবেকানন্দপন্থী পিআই নেতাদের। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এবারও কি তাই হতে চলছে? প্রশ্ন, করোনা যখন দরজায় কড়া নাড়ছে তখন অসমাপ্ত স্কুল ক্রীড়ার আসরগুল

তৃণমূলের ‘প্রথম শহিদ’

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আগরতলা সহ গোটা রাজ্যে ‘প্রথম শহিদ’ মুজিবর ইসলাম মজুমদারের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে মোমবাতি মিছিল সংগঠিত হয়েছে। আগরতলায় ক্যাম্প অফিস থেকে এদিনের মোমবাতি মিছিল শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে শামিল হন তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক, প্রকাশ দাস, বাপ্টু চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা। মুজিবর ইসলাম মজুমদারের হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই এই দাবিতেই এদিনের কর্মসূচি সংগঠিত হয়েছে। আগরতলায় মোমবাতি মিছিলে দাঁড়িয়ে সুবল ভৌমিক বলেন, রাজ্য তৃণমূলের প্রথম শহিদ মুজিবর ইসলাম মজুমদার। গত ২৮ আগস্ট যে আক্রমণ সংঘটিত হয়েছিল মুজিবর ইসলামের বাড়িতে এবং সেদিনই দুর্বৃত্তবাহিনীর হাতে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছিলেন মুজিবর। এই ঘটনার পর অভিযুক্তদের নামধাম জানিয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় এফআইআর করা হয়েছিল। কিন্তু তার পরও অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি বলে অভিযোগ করেন সুবল ভৌমিক। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, খুনের মামলা রুজু করে এই ঘটনার তদন্ত করতে পুলিশ চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছে। তিনি দাবি করেন, আগরতলা সহ রাজ্যের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

পাত্রী চাই

পাত্র টাইটেল দাস, কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, বয়স ৫৩ বৎসর, বিপত্নীক সন্তানবিহীন, বাড়ি যোগেন্দ্রনগর রেল স্টেশনের নিকট, দূরদর্শন কেন্দ্র আগরতলায় চাকরিরত।
পাত্রী ২৮ বৎসর থেকে ৩৮ বৎসর Never Married or Widow সন্তানবিহীন কমপক্ষে Madhyamik Passed পাত্রী চাই।
Mob - 7980526363
7085408373

পাত্রী চাই

কায়স্ত 27 (+) MBBS Govt. Doctor পাত্রের জন্য MBBS/MD/MS/ পাঠরতা/চাকুরিরতা, সঃ /অসঃ, ডাক্তার পাত্রী চাই।
Mobile No : 9612621491

WANTED BRIDE

“E & I Engineering, MBA Marketing sales having over 10yrs experience with Macon, Cocola, Siemence. LPA 10. Sister MVSC married doctor another sister MCA B-Ed teacher convent married doctor. Elder brother SAP working TCS Seweden based. Father army colonel retd veteran, ancestorial house at Agartala.
8777407691.

সমস্যার সমাধান

রেইকি, লামাফেরা, এনেজল থেরাপি এবং সম্ভাবি হিলিং পদ্ধতিতে জটিল দুরারোগ্য রোগ, সম্পর্ক ঘটিত সমস্যা ছাড়াও আর্থিক, মানসিক, বাস্তু সমস্যা সহ বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকার করা হয়। tarot,Oracle card ,aura reading এর মাধ্যমে আপনি আপনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা পেতে পারেন।
যোগাযোগ —
9366384725

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৩৫০
ভরি ঃ ৫৫,২৪১

আরোগ্য

The Complete Homoeo Health Solution

আপনার শারীরিক যে কোন জটিল ও কঠিন রোগের নিরাময়, সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র **‘আরোগ্য’**।

Call or Whtps : 9612721087 / 6909988137
Behind East Police Station,Old Motorstand, Agartala,
Website : www.aroghyahomoeo.com
বিঃদ্রঃ- অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্র।
100% safe and secure **100% Harbal**

জায়গা বিক্রয়

বড়জলা বড় রাস্তার পাশে দেড় গন্ডা জায়গার উপর নতুন তৈরি বাড়ি বিক্রয় হইবে।
Mob - 8787899032
8794036023

বিক্রয়

এখানে পুরাতন ইট, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন, রাবিশ, চিপস্ বিক্রয় হয়।
শিবশক্তি কেরিং সেন্টার
8413987741
9051811933
বিঃ দ্রঃ- এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

FREE FREE FREE

TPSC পরিচালিত LD Assistant Cum Typist পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে ভর্তি চলছে। অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা গ্রামার সহ English -এর Exam concept বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে। Limited time offer.
— ঃযোগাযোগ ঃ—
Ask - 9862231641
9089101390

বাড়ি ভাড়া

ডুকলি বাজার সংলগ্ন এলাকায় ৩২০০ বর্গফুট দোতালা বাড়ি শীঘ্রই ভাড়া দেওয়া হবে। ব্যাঙ্ক, বিয়েবাড়ি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গোডাউন অগ্রগণ্য।
— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 9774608277

Job Vacancy

ভারত সরকার দ্বারা পরিচালিত একটি সংস্থার বিভিন্ন পদে সরাসরি ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে গৃহবধূ ও অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগ্যতা - H.S+2 বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।
— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 9862396358
7005284688

চক্ষু চিকিৎসা

ডা. পার্থপ্রতিম পাল Ex-Consultant,
LV Prasad Eye Institute প্রতিদিন রোগী দেখছেন।
ক্লিনিক ঃ কর্ণেল চৌমুহনি, শনি মন্দিরের বাম পাশে।
সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
রবিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা
ঃ যোগাযোগ ঃ
8583948238, 9436124910, 0381-2324435

সুপার স্পেশালিটি ক্লিনিক এখন আগরতলায় **AMRI HOSPITALS**

ডাঃ মৃন্ময় মিত্র MD, DNB, FRC কন্সালটেন্ট পালমোনোলজিস্ট ও ক্রিটিক্যাল কেয়ার স্পেশালিস্ট	১১ ই জানুয়ারী, ২০২২ (মঙ্গলবার) সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ৩ টে
ডাঃ রীতেশ কুন্তিয়া MD, DNB (Nephrology) কন্সালটেন্ট নেফ্রোলজি	১২ ই জানুয়ারী, ২০২২ (বুধবার) সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ৩ টে
ডাঃ সঞ্জয় মন্ডল MS, DNB, MNAMS, MCH গ্যাস্ট্রো ও জি আই. সার্জন, অ্যাডভান্সড্ ল্যাপারোস্কপি এবং অন্ত্রোসার্জেন	
ডাঃ সুতনু হাজরা MS (Ortho), Fellowship (Adult Reconstruction, Singapore) বিভাগীয় প্রধান, অর্থোপেডিক অ্যান্ড জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট	
সুদীপ কুমার ঘোষ DM, MD, ECFMG, MRCP কন্স্যালটেন্ট কার্ডিওলজিস্ট	১৩ ই জানুয়ারী, ২০২২ (বৃহস্পতিবার) সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ৩ টে

ডিভাইন টাচ্ মেডি ক্লিনিক
কর্নেল চৌমুহনী, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কাছে, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা - ৭৯৯০০১
৬০৩৩১৯৫৪৯১/৯০৮৯০১৬১৬১

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

কর্মখালি বিজ্ঞপ্তি

Agartala স্থিত একটি Marketing & Management সংস্থায় বিভিন্ন পদে কাজের জন্য 30 জন (জাতি ও উপজাতি) Smart ছেলে /মেয়ে আবশ্যক ।
বেতন ঃ 5000/- টাকা --- 18,000 টাকা।
যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক+,
বয়স ঃ 18-26 বৎসর ।
তিন দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। (দূরবর্তীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা আছে)।
Call - 8974755808
Whatsapp- 9774627911

বিজ্ঞপ্তি

এখানে ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট, প্যানকার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, জিএসটি রেজিস্ট্রেশন ও রিটার্ন দেওয়া হয়।
ইন্টারন্যাশনাল পাসপোর্ট
২২০০/- (নরমাল)
৪৫০০/- (তৎকাল)
প্যানকার্ড - ৩০০/-
জিএসটি - ১২০০/-
Mob - 9436131395
8259877620
N.B
এক সপ্তাহের মধ্যে পাসপোর্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়।

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

বাবা আমিল সুফি
প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।
CONTACT
9667700474

বিক্রয়

অরুন্ধতীনগর, এম বি টিলা বাজারের উপর এক দরজা বিশিষ্ট একখানা দোকান ভিটি বিক্রয় করা হইবে।
— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 7085970402
6289084818

Flat Booking

Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে।
Mob - 8416082015

হাঁপানি রোগের চমকপ্রদ চিকিৎসার সুযোগ নিন

সম্পূর্ণ কবিরাজী মতে গ্যারান্টি সহ যে কোন প্রকার হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিজ, এলার্জি, সর্দি প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়। রোগ যতই পুরনো ও জটিল হোক না কেন তাৎক্ষণিক আরাম ও পরিশেষে নিরাময় হয়। রোগী সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
জয়গোবিন্দ আয়ুর্বেদিক ফার্মেসী
SWAPAN GHOSH
Ashram Chowmuhani, A. A. Road
Agartala, Tripura West
M- 9862892809

Vacancy

ভারতীয় জীবন বিমা নিগম LIC তে কিছু সংখ্যক এজেন্ট নিয়োগ করা হবে। গৃহবধূ, ব্যবসায়ী, বেসরকারী ফার্মের কর্মী, স্ব নিযুক্ত পেশার মানুষ, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি সকলেই এজেন্ট হিসাবে যোগ দিতে পারবেন। যোগ্যতা- মাধ্যমিক পাশ।
— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 9863332076
7005080962

ফ্ল্যাট ভাড়া

আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে আধুনিক সর্বসুবিধাযুক্ত গ্রীজার, ইনভারটার ও পৃথক জলের টেংক’র সুবিধা সহ দুটো ছোট ফ্ল্যাট পরিবার/ একার জন্য/ স্টুডেন্ট কিংবা প্রাইভেট বা সরকারি অফিসের কাজেও ভাড়া দেওয়া যাবে।
— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 9774384551
7005748391

জায়গা বিক্রি
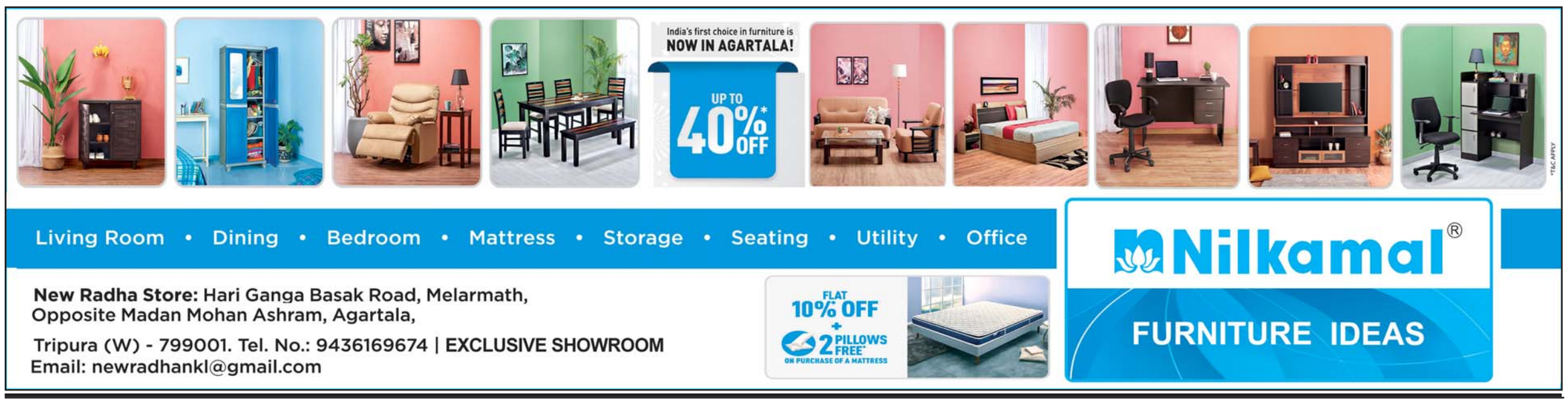
রানীরবাজার, বৃদ্ধনগর মেস্তুরীপাড়া অঙ্গনওয়াড়ী স্কুলের পাশে জায়গা বিক্রি হবে। (২½ গন্ডা করে ৫টা জায়গা)। সব ধর্মের জাতি আগ্রহ করতে পারেন। **যোগাযোগ—**
Mob - 8837420700
9863832034